উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

জীবন জটিল হচ্ছে, আমরাও সংযম হারাচ্ছি। মাঝেমধ্যেই এমন কিছু বলে ফেলছি, যা খুবই খারাপ হয়েছে বলে পরে উপলব্ধি করে আফসোসের একশেষ। এ রোগ যেন যাওয়ারই নয়।

কুকথা

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

মাখন চোর নয় কৃষ্ণ

কৃষ্ণকে কিছুতেই মাখন চোর বলা যাবে না। আপত্তি প্রকাশ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। শ্রীকৃষ্ণকে এক বিদ্রোহীর সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। ১১

আমেরিকায় যাবে না পার্সেল

আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। চলতি মাসের শেষ থেকেই কার্যকর হচ্ছে নতুন নিয়ম। ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শহর	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩১°	২৬°
জলপাইগুড়ি	৩২°	২৬°
কোচবিহার	৩৩°	২৬°
আলিপুরদুয়ার	৩৩°	২৬°

ধস নেমে চামোলিতে মৃত ১

দুর্যোগের বিভীষিকা আবার ফিরে এল উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে। শুক্রবার রাতে চামোলি জেলার থারালি এলাকায় ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ১০

৭ ভাদ্র ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 24 August 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 97

পরিত্যক্ত গ্রাম, কর্মহীন জনপ্রতিনিধি বিন্দা

কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভুটিয়াবস্তির অস্তিত্ব না থাকায় নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা বিন্দা ছেত্রী এখন সংসদহীন পঞ্চায়েত সদস্যা।

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৩ অগাস্ট : ঠিক যেন প্রজাহীন রাজার গল্প। এই গল্পে অবশ্য রাজা নয়, আছেন রানি। তাঁর প্রজারা এখন অন্য রাজ্যের বাসিন্দা। সেই প্রজারা আবার রাজাহীন সাম্রাজ্যে বসবাস করছেন। না, এটা কোনও রাজা-প্রজা বা রাজ্যপাটের গল্প নয়, এ গল্প বাস্তবের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার।

তাঁর সংসদ এলাকা অর্থাৎ একটা গোটা গ্রাম এখন ঝোপজঙ্গলে ভরা মাঠ। গোটা গ্রামটিকেই অন্য বিধানসভা এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গোটা গ্রাম বা মৌজা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও পঞ্চায়েত সদস্যা হিসাবে তিনি রয়ে গিয়েছেন। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা হিসাবে তাঁর কোনও কাজই নেই। গ্রাম উন্নয়ন বা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট, আয়ের সার্টিফিকেট কোনও কিছুই আর দিতে হয় না তাঁকে। গত প্রায় দু'বছর ধরে তিনি শুধু নামেই পঞ্চায়েত সদস্যা।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের মধ্যে অবস্থিত কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভুটিয়াবস্তির অস্তিত্ব না থাকায় নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা বিন্দা ছেত্রী এখন সংসদহীন পঞ্চায়েত সদস্যা।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন বিন্দা। কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার এক নম্বর বুথ ছিল ভুটিয়াবস্তি। মাত্র ৭৬ জন ভোটার। সেই ভোটাররা সবাই মিলেই বিন্দা ছেত্রীকে তৃণমূলের প্রার্থী করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েত সদস্যা নির্বাচিত করেন।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বুনোদের আবাসস্থলের পরিসর বড় করা এবং বাঘ ছাড়ার জন্য কালচিনি ব্লকের ভাটপাড়া চা বাগানের কাছে বনছায়ায় সরকারের দেওয়া জমিতে ভুটিয়াবস্তির ৫১টি পরিবারের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সমবায় ব্যাংকে হাপিস ৪৭ লক্ষ

প্রতারণার ফাঁদ ম্যানেজারের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

জামালদহ, ২৩ অগাস্ট : তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকে বড়সড়ো দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হল। ব্যাংকে বসেই প্রতারণার ফাঁদ পেতে গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন এক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কাঞ্চন নিয়োগী। কখনও ভুয়ো স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে সেই গোষ্ঠীর নামে ঋণ নিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, কখনও ভুয়ো ক্যাশ সার্টিফিকেট দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া, কখনও গ্রাহকের টাকা ব্যাংকের তহবিলে জমা না দিয়ে নিজের পকেটে ঢোকানো, এভাবেই নানা কায়দায় দীর্ঘদিন থেকে দু'হাতে টাকা লুটেছেন কাঞ্চন। প্রাথমিক তদন্তে শুধু হলদিবাড়ি ও জামালদহ শাখাতেই দুর্নীতির অঙ্ক ৪৭ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত হলে টাকার পরিমাণ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেই মনে করছেন ব্যাংকের আধিকারিক এবং বোর্ড সদস্যদের একাংশ। দুই শাখা থেকে বহু নথিপত্র গায়েব হয়ে গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন ব্যাংক কর্তারা। এতসবের পরেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করে দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে ব্যাংকের বোর্ডের বিরুদ্ধে।

একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়েই সামনে আসে কাঞ্চনের কুকীর্তি। তারপরই চলতি বছর ২২ মে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করেন ব্যাংকের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক। ব্যাংকের প্রধান শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অ্যাকাউন্ট) সুরজ ভৌমিক এবং পুণ্ডিবাড়ি শাখার ইনচার্জ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২ জুলাই কমিটির রিপোর্ট জমা হয়। কীভাবে কাঞ্চন গ্রাহকদের প্রতারিত করেছেন, রিপোর্টে তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কাঞ্চনের ৪৭ লক্ষ ১৩ টাকা আত্মসাতের কথাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্নীতির শেকড় যে অনেক গভীরে তা রিপোর্টে ঘুরিয়ে স্বীকার করা হয়েছে এবং আরও বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন আছে বলেই জানানো হয়েছে। কীর্তিমান কাঞ্চন প্রতারণার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আর্থিক সমস্যায় পড়েই বেআইনি কাজ করেছি। যাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছি প্রত্যেকের টাকা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাই বোর্ডের কাছে খানিকটা সময় চেয়েছি।'

তদন্ত রিপোর্টের তথ্য বলছে, ২০১৯ থেকেই বেআইনি কারবার শুরু করেছিলেন কাঞ্চন। গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। কাঞ্চনের বাড়ি জামালদহে। এলাকায় তাঁদের পরিবার যথেষ্ট প্রভাবশালী। শুরুতে ব্যাংকের জামালদহ শাখার ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতেন তিনি। সেখানেই প্রতারণায় হাত পাকান। পরে তাঁকে হলদিবাড়িতে বদলি করা হয়। সেখানে গিয়েও বেআইনি কারবার বন্ধ করেননি কাঞ্চন। প্রায় দু'মাস আগে দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট জমা হলেও আজ পর্যন্ত কাঞ্চনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। লোকদেখানো শোকজ করেই কাজ শেষ করা হয়েছে। উলটে দুর্নীতি ধরা পড়ার পর তাঁকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোচবিহার মূল শাখায় বদলি করা হয়েছে। ব্যাংককর্মীদের ধারণা, মাথার উপর কোনও প্রভাবশালীর হাত না থাকলে এতকিছুর পরও

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

- প্রতারণার অঙ্ক এক কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে
- প্রাথমিক তদন্তে হলদিবাড়ি ও জামালদহ শাখার দুর্নীতি ধরা পড়েছে
- ২০০৯ সাল থেকেই চলছিল প্রতারণা
- ভুয়ো স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করেও হাতানো হয়েছে মোটা টাকা
- দুর্নীতি ধরা পড়লেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হয়নি

প্রাক্তন উপপ্রধানকে আটক নিয়ে শোরগোল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ অগাস্ট : কোচবিহার জেলায় ডোডেয়ারহাটের যুব নেতা অমর রায়ের খুনে কি আলিপুরদুয়ারের যোগসূত্র রয়েছে? আলিপুরদুয়ারের কেউ কি কোনওভাবে ওই ঘটনায় যুক্ত? শনিবার এই প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কেননা, ওই ঘটনায় কোচবিহার পুলিশ আটক করেছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পররপার এলাকার কয়েকজনকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল নেতা তথা পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান শম্ভু রায়। যদিও কোচবিহার পুলিশ বা আলিপুরদুয়ার পুলিশ যোগসূত্রের বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে কোচবিহার পুলিশের একটি বড় দল আলিপুরদুয়ারে আসে। আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান করা হয়।

এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ আলিপুরদুয়ার পুলিশের আধিকারিকরা। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে এই নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শুধু বলেন, 'ওই খুনের ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে। বিভিন্ন বিষয় দেখা হচ্ছে। রবিবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করব।' রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে আলিপুরদুয়ারের যোগসূত্র কোচবিহার পুলিশ সামনে আনে কি না সেটাই দেখার। তবে ইতিমধ্যেই পুলিশের এই অভিযান নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা চলছে। বিশেষ করে, কোচবিহার জেলা পুলিশের হাতে শম্ভু সহ ওই এলাকার কয়েকজন আটক হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কৌতূহল অনেকটাই বেড়েছে।

শম্ভু রায়ের আটক হওয়ার বিষয়ে পররপার অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায় বলেন, 'ওকে পুলিশ নিয়ে গিয়েছে বলে শুনেছি। তবে কেন নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কোন অভিযোগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটা জানা নেই।' একই রকম কথা শোনা যায় পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মন্টু রায়ের মুখেও। পুলিশ সূত্রে খবর, শম্ভু বা তাঁর ঘনিষ্ঠ কেউ অমর খুনের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন কি না বা কোনওভাবে মদত দিয়েছেন কি না, তা জানার জন্যই এই আটক।

এর আগেও শম্ভুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশকর্তারা। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে তিনি উপপ্রধান হন। ২০১৯ সালে তপসিখাতায় তৃণমূলের যুব নেতা তুষার বর্মন খুনের ঘটনাতেও নাম জড়িয়েছিল শম্ভুর।

কৈশোর ও দায়িত্ব

কারও খেলার সময়, কারও আড্ডা দেওয়ার। কেউ আবার ছুটে চলে পেটের তাগিদে। ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।

হস্টেলে ছাত্রীর মৃত্যুতে অভিযুক্ত প্রাক্তন ছাত্র

কোতোয়ালি থানার সামনে ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা।

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৩ অগাস্ট : ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে কলেজেরই এক প্রাক্তন ছাত্রের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলল মৃতার পরিবার। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হস্টেলের ঘর থেকে তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অন্বেষা ঘোষের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শুক্রবার রাতে ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা দুর্গাপুর থেকে কোচবিহারে এসে পৌঁছান। শনিবার দুপুরে তাঁর বাবা কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পরিকল্পিতভাবে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছেন। মৃত্যুর ঘটনায় মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা আনিসুল গনি নামে সদ্য কলেজের প্রাক্তন এক ছাত্রের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তাঁরা।

যদিও অভিযোগ নিয়ে আনিসুল বলেছেন, 'আমি কলেজের কাজে কোচবিহারে এসেছিলাম। যেহেতু মেয়েটি পূর্বপরিচিত তাই আমার সঙ্গে কথা হয় এবং দেখাও হয়, অন্যদের সঙ্গেও কথা হয়। আমি বৃহস্পতিবার ট্রেনে করে ফিরে আসি। ওর সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ফোনেও কথা বলেছি। বাড়ি পৌঁছেও আমি ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। পরে যখন ওকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না, সেসময় ওর সহপাঠীদের জানিয়েছি বিষয়টা। কিন্তু তার পরে কি হয়েছে সেটা আমার জানা নেই।'

এদিকে, পুলিশি তদন্তে সন্তুষ্ট না হলে প্রয়োজনে সিবিআই তদন্তের দাবি করা হবে বলে ছাত্রীটির পরিবার জানিয়েছে। মৃতার মামা অরুণাভ ঘোষের কথায়, 'রহস্য কিছু লুকিয়ে রয়েছে। আমরা পুলিশকে রিপোর্ট দিয়েছি। তদন্ত করার পরে যদি সন্তুষ্ট না হই তাহলে আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানাতে বাধ্য হব।' তাঁদের আরও অভিযোগ, ঘটনার দিন বিকেলে আনিসুল অন্বেষার সঙ্গে দেখা করেছিল। সেই ঘটনার পর সন্ধে থেকেই অন্বেষা তাঁর বাবাকে ফোন করে হস্টেল থেকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, আনিসুলের সঙ্গে অন্বেষার সেদিন কী এমন হয়েছিল যার জন্য সে হস্টেল থেকে চলে যেতে চাইছিল?

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পরিকল্পিত হত্যা?

- হস্টেলের ঘর থেকে তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অন্বেষা ঘোষের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার
- পরিকল্পিতভাবে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে মৃতার পরিবারের অভিযোগ
- ঘটনার দিন বিকেলে প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে অন্বেষা দেখা করেছিলেন
- সন্ধে থেকেই অন্বেষা তাঁর বাবাকে ফোন করে হস্টেল থেকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন

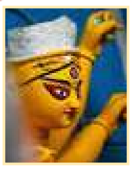

মা আসছেন

৩৫

দিন পর

এডিশন স্পেশাল

আলোকবন্দি খেলায় জয় বাঙালির

পাঁচের পাতায়

অনিল আম্বানির বাসভবনে সিবিআই হানা

দশের পাতায়

চা বোনাস ঘোষণায় বিপাকে বিরোধী শ্রমিক সংগঠন

মুখ বাঁচাতে অস্ত্র ন্যূনতম মজুরি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ অগাস্ট : ট্রেড ইউনিয়নের কোনও ভূমিকাই থাকল না চা শ্রমিকদের বোনাস আদায়ে। রাজ্য সরকার বোনাসের ঘোষণা করে দেওয়ায় শ্রমিক সংগঠনগুলির পুজোর সময় আর কাজই রইল না। এতে বিড়ম্বনায় পড়লেও কোনও ট্রেড ইউনিয়ন মুখে সেকথা স্বীকার করছে না। উলটে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে রাজ্য সরকার এত তৎপর না থাকার অভিযোগ তুলে আন্দোলন করবে বলে বিবৃতি দিচ্ছে বিশেষ করে বিরোধী ইউনিয়নগুলি।

বোনাস নিয়ে আর ট্যাঁ-ফোঁ করার সুযোগ নেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির। কেননা, আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ হারে বোনাস দিতে চা বাগান মালিকদের শুক্রবার বলে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। মালিকদের কেউ কেউ এতে অসন্তুষ্ট হলেও প্রতিবাদ কেউ করেননি। মালিক সংগঠনগুলিও প্রকাশ্যে আপত্তি তোলেনি।

বোনাসের হার নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অসন্তোষ প্রকাশের জায়গা পাচ্ছে না। রাজ্য সরকার ২০ শতাংশ বোনাস দিতে বলে দেওয়ায় এটাই 'আমাদের দাবি ছিল' বলে প্রচার করার চেষ্টা করছে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন। আগামী ২৮ অগাস্ট মালিকদের সঙ্গে নির্ধারিত অনলাইন ও পরে ৬-৭ সেপ্টেম্বর অফলাইন বৈঠকে ওই দাবি নিয়ে তাদের জোরাজুরি করার পরিকল্পনা ছিল।

সরকারের ভূমিকায় সেই পরিকল্পনা জলে গিয়েছে। মালিকপক্ষও শনিবার ওই বৈঠকগুলি বাতিল বলে জানিয়ে দিয়েছে। বোনাস আন্দোলনের আর সুযোগ নেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির। বাধ্য হয়ে বোনাসের ঘোষণাকে সাধুবাদ জানাতে হচ্ছে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে। চা শ্রমিক ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের সম্পাদক জিয়াউল আলম বলছেন, 'অ্যাডভাইজারিকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। ভালো বৃষ্টি হওয়ায় বাগানগুলিতে ভালো উৎপাদন হচ্ছে। ফলে শ্রম অশান্তি এড়ানো সম্ভব হবে।'

বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (বিটিডব্লিউইউ) সভাপতি মনোজ টিগ্গা আবার একধাপ এগিয়ে বলছেন, 'কে বলেছে বোনাস নিয়ে আমরা ব্যাকফুটে। ২০ শতাংশ দাবি তো প্রথম থেকে বিটিডব্লিউইউ-ই বলে আসছে।' কিন্তু চা বলয়ে চর্চা চলছে, রাজ্য সরকারের একতরফা

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ব্লাইন্ড ডেটে ফাঁদ, পকেট গড়ের মাঠ

মন দিয়ে অজান্তে প্রতারণার ফাঁদেও যে পড়তে হয়, তার হাতেগরম কিছু উদাহরণ রয়েছে শহর শিলিগুড়িতে। 'ব্লাইন্ড ডেটে' সঙ্গিনীকে নিয়ে পাবে যাওয়ার কথা ভাবলে সাধু সাবধান।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : 'কত কি যে সয়ে যেতে হয়, ভালোবাসা হলে...' অখিলবন্ধু ঘোষের গাওয়া গানটিতে হয়তো অপেক্ষা, বিরহ, হারিয়ে ফেলার ভয় ইত্যাদি সহ্য করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মন দিয়ে অজান্তে প্রতারণার ফাঁদেও যে পড়তে হয়, তার হাতেগরম কিছু উদাহরণ রয়েছে আমাদের শহর শিলিগুড়িতে। 'ব্লাইন্ড ডেটে' সঙ্গিনীকে নিয়ে পাবে যাওয়ার কথা ভাবলে সাধু সাবধান। সঙ্গিনী আর পাব কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে খসতে পারে হাজার হাজার টাকা।

কীভাবে?

একটি গল্প বলি আসুন। লেখাপড়ার চাপে এতদিন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে ছিল সাগ্নিক। উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোতেই বাবার থেকে স্মার্টফোন আদায় করে দু'তিনটে সমাজমাধ্যমে একসঙ্গে অ্যাকাউন্ট খুলেছে সে। তারপর বন্ধুত্বের অনুরোধ, টানাটানা চোখ দেখে পিছলে পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। উলটোদিক থেকেও আশকারা মিলছে পুরোদস্তুর। কিন্তু যার সঙ্গে দিনরাত কথা হচ্ছে, তাকে একটিবার দু'চোখ ভরে তো দেখতে হয়।

ঠিক হল তারিখ। সাগ্নিক প্রধাননগরে নতুন ক্যাফের কথা বলেছিল, তরুণী সটান না করে দেয়। সে-ই ঠিকানা দিয়েছিল সেবক রোডের পাবটির। অবশেষে এল সেই দিন। টেবিলে বসে দূর থেকে লাল ওয়ানপিসে তাকে দেখামাত্রই কিউপিডের তির বিঁধল হৃদযন্ত্রে। গুনগুনিয়ে উঠল সে, 'নাম ছিল তার গুলবাহার, দেখতে ভারী চমৎকার...'

কিন্তু বেচারা এতদিন ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখেনি। একের পর এক দামি খাবার, পানীয় আসতে শুরু করল টেবিলে। সাগ্নিক প্রথমদিকে পাত্তা দেয়নি। হুঁশ ফিরল যখন, ততক্ষণে সাড়ে সর্বনাশ। বিল দেখে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়।

শিলিগুড়িতে বেশ কয়েকজন তরুণ এমন ফাঁদে পা দিয়েছেন। পাবে বসে একের পর এক দামি মদের 'পেগ' অর্ডার দিচ্ছেন তরুণীরা। রীতিমতো একটি চক্র বানিয়ে লোক ঠকানোর কারবার চলছে। অভিযোগ, পানীয়ের সঠিক দাম বলা হচ্ছে না। বিলে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে পাব কর্তৃপক্ষের থেকে লাভের অংশ নিচ্ছেন তরুণীরা। অন্য বড় শহরে এধরনের ঘটনা ঘটেছে আগে। শিলিগুড়ি অবশ্য খুব একটা পরিচিত নয় বিষয়টির সঙ্গে।

চলতি সপ্তাহে শান্তিনগরের বাসিন্দা পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এক তরুণ ব্লাইন্ড ডেটে গিয়ে ২০ হাজার টাকার বিল মেটাতে বাধ্য হয়েছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নানারকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে সপ্তাহটি কাটবে। বিদ্যায় আশানুরূপ সাফল্য মিলবে না। হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। কোনও সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। সামান্য কথা নিয়ে পারিবারিক অশান্তি। সপ্তাহের শেষদিকে ভালো খবর পেতে পারেন।

বৃষ : বিদেশি কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। রাজনীতিক, সমাজসেবীগণ জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে বাড়তি বিনিয়োগে যাবেন না। সপ্তাহটিতে শরীর নিয়ে নানা সমস্যা চলতে পারে।

মিথুন : কর্মক্ষেত্রে অকারণ বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। মানসিক চাপ কমাতে ঈশ্বরের আরাধনায় মনঃসংযোগ করুন। আপনার কোনও নিকটাত্মীয় সংসার ভাঙানোর খেলায় পরাস্ত হবেন। বিদ্যার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল করবেন।

কর্কট : কোনও বিদেশি বন্ধুর সহায়তায় ভালো চাকরি পেতে পারেন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় জেরবার হতে পারেন। আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। স্ত্রীর পরামর্শে বিকল্প আয়ের পরিকল্পনা সফল হবে।

সিংহ : আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। ভবিষ্যৎ নিয়ে মানসিক চিন্তা সরিয়ে ফেলুন। সপ্তাহের শেষদিকে দারুণ খবর পেতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ভিনরাজ্যে যাওয়ার বাধা কাটবে।

কন্যা : এ সপ্তাহে পথেঘাটে একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। পায়ের হাড়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রার্তির যোগ দেখা যায়। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে লাভবান হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে সপ্তাহজুড়ে চিন্তা থাকবে।

তুলা : দীর্ঘদিনের কোনও আশাপূরণ হবে। পারিবারিক কোনও ঘটনার জন্য আইনি পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। পেট বা সর্দিকাশিতে সামান্য সমস্যা হতে পারে। সৃজনশীল কোনও কাজে সম্মানিত হবেন।

বৃশ্চিক : শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরোনো মামলা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, শিল্পী প্রমুখের কর্মে প্রসার এবং সুনাম বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। একাধিক সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও ব্যয় বাড়বে।

ধনু : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। অসংযমী কথাবার্তার জন্য পরিবারে আপনার গুরুত্ব কমবে। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুলের জন্য সমালোচিত হতে পারেন। বাড়ির কোনও পুরোনো জিনিস হারিয়ে যেতে পারে।

মকর : অপ্রিয় সত্যি বলতে গিয়ে সংসারে অপদস্থ হতে পারেন। ধৈর্য ও বুদ্ধির বলে কোনও কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। জমি কেনার আগে কাগজপত্র যাচাই করে নিন।

কুম্ভ : সন্তানের পড়াশোনায় আর্থিক খরচ বাড়বে। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। জনহিতকর কোনও কাজে অংশ নিয়ে মনে শান্তি পাবেন। লটারিতে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন।

মীন : আপনার শ্রম, নিষ্ঠা এবং দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সপ্তাহটি খুব আনন্দে কাটবে। দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনও পারিবারিক বিবাদ মিটে যেতে পারে। পরিবারপরিজন নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন।

পুজোর আগে সাজছে হোমস্টেগুলি

পর্যটকের অপেক্ষায় ডুয়ার্সের গ্রাম

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৩ অগাস্ট : পুজোর আগে পর্যটক টানার লক্ষ্যে সেজে উঠছে ভুটান সীমান্ত লাগোয়া কুমারগ্রাম ব্লকের ময়নাবাড়ি এলাকার হোমস্টেগুলি। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে রয়েছে পাহাড়, নদী। হরিণ, হাতি, ময়ূরের মতো হরেক রকম পাখি আর রংবেরংয়ের প্রজাপতির হাতছানি। এসব কিছু খুব কাছ থেকে দেখার জন্য ময়নাবাড়িতে রাত্রিযাপনের সুযোগ করে দিতে চান এই হোমস্টের মালিকরা। পুরোপুরি বাড়ির পরিবেশে রাত্রিযাপন করে প্রকৃতিকে উপভোগ করার সবরকম ব্যবস্থা রয়েছে।

ডুয়ার্সের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প পূর্ব বিভাগের জঙ্গলঘেরা ময়নাবাড়ি, কাঞ্জালিবস্তির দুর্গা রাউথ ছেত্রী, বিন্দা ছেত্রীর মতো মহিলারা গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে শুরু করেছেন হোমস্টে ট্যুরিজম। সারা বছর এই হোমস্টেগুলিতে পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকছে। তবে পুজোর সময় কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে ডুয়ার্সে। ফলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ময়নাবাড়ির পরিবারগুলি হোমস্টে করে সচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করেছে। দুর্গা রাউথ ছেত্রী জানালেন, সামান্য কয়েক বিঘা জমি ছিল তাঁদের। তবে একসময়ে হাতির হানায় চাষাবাদ করে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। স্বামী রাজকুমার ছেত্রী ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। রাজকুমার সেই কাজ ছেড়ে বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী মিলে হোমস্টের ব্যবসা শুরু করেন। এখন এই হোমস্টে দিয়েই সংসার চলে তাঁদের। পুজোর আগে সেজে উঠছে তাঁদের হোমস্টে।

ময়নাবাড়িতে এখন আটটি হোমস্টে রয়েছে। কাছেই ভুটানঘাট, জয়ন্তী, ফাঁসখাওয়ার মতো অপরূপ সৌন্দর্য-মাখা পর্যটনকেন্দ্র। আরেক হোমস্টের মালিক বিন্দা বলেন, 'পুজোর সময় ভিড় বাড়ে চোখে পড়ার মতো। সেবিষয়টি মাথায় রেখে হোমস্টেকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পর্যটকরা বেড়াতে এসে নির্বিঘ্নে থাকা-খাওয়া করার পাশাপাশি প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারবেন।'

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২ ভাদ্র, ২৪ অগাস্ট, ২০২৫, ৭ ভাদ, সংবৎ ১ ভাদ্রপদ সুদি, ২৯ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৬।১। রবিবার, প্রতিপদ দিবা ১১।২৩। পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ২।৪৫। শিবযোগ দিবা ২।১৯। ববকরণ দিবা ১১।২৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ১১।৩৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ২।৪৫ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১১।২৩ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ২।৪৫ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১১।২৩ গতে উত্তরে। বারবেলাদি- ১০।৫ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ১।৫ গতে ২।২৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১৫ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ২।৪৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।৫ মধ্যে সীমান্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৩ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ১।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩০ গতে ৭।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ৩।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১৩ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫০ মধ্যে।

ব্যবস্থা রেলের

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ট্রেনের কোচ উন্নত করার পাশাপাশি অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা চালু করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ১ হাজার ২২৩টি অত্যধুনিক এলএইচবি বা লিংক হফম্যান বুশ কোচের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার ভেতর ফায়ার অ্যান্ড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম বসানো হয়েছে। এরোসলভিত্তিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বসানো হয়েছে। অন্যদিকে ৯৫৬টি এলএইচবি এসি কোচেও এরোসলভিত্তিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বসানো হয়েছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত সাংসদের গাড়ি

দিল্লি থেকে ফেরার পথে বিপত্তি

ধূপগুড়ির কলেজ মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত সাংসদ নগেন রায়ের গাড়ি।

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : সড়কপথে দিল্লি থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনার শিকার হল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্রনাথ রায়ের গাড়ি। শনিবার কাকভোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে ধাক্কা মারলে একটি মাছ বিক্রির ঠ্যালাগাড়ি সহ মোট তিনটি দোকানের ক্ষতি করে দুমড়ে যায় সাংসদের ব্যক্তিগত গাড়িটি। যদিও দুর্ঘটনার সময় নগেন্দ্রনাথ নিজে গাড়িতে ছিলেন না। দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও অল্পের জন্য রক্ষা পান বছর সত্তরের নিরঞ্জন দত্ত। ঘটনার সময় ধূপগুড়ি কলেজ মোড়ের কাছে একটি মুদির দোকানে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। দোকানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নিরঞ্জন বলেন, 'দোকানের ভেতর চৌকির ওপর শুয়েছিলাম। গাড়ির ধাক্কায় তা প্রায় উলটে যায়। চোট পেলেও কীভাবে প্রাণে বেঁচে গেলাম, বুঝিনি। কোনওমতে বেরিয়ে এসে টের পাই, গাড়িটি দোকানের ভেতর ঢুকে গিয়েছে।'

'নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে' ফেলাই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে চালকের দাবি। ঘটনার সময় গাড়িতে চালক ছাড়াও ছিলেন নারায়ণ বর্মন নামে এক তরুণ এবং নিজেকে 'সাংসদের আপ্তসহায়ক' পরিচয় দেওয়া অনন্তপন্থী গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদিকা নমিতা বর্মন। বাদল অধিবেশন চলাকালীন দিল্লিতে থাকার পর শুক্রবার ভোরে তাঁরা গাড়ি নিয়ে কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ মোড়ে পৌঁছোয় ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড ও থানার পুলিশ। ক্রেন দিয়ে টেনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থানায় নিয়ে আসা হয়। ধূপগুড়ি থানার তরফে জানানো হয়েছে, গাড়িটির বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে স্বতঃপ্রণোদিত একটি মামলা রুজু হয়েছে।

> চোট পেলেও কীভাবে প্রাণে বেঁচে গেলাম, বুঝিনি। কোনওমতে বেরিয়ে এসে টের পাই, গাড়িটি দোকানের ভেতর ঢুকে গিয়েছে।
>
> **নিরঞ্জন দত্ত**
> *ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার*

ক্ষতিগ্রস্ত তিন দোকান মালিক মোট ৩২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। দিনভর কয়েক দফায় আলোচনায় কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন তাঁরা। যদিও তা নিতে চাননি ক্ষতিগ্রস্তরা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিক নিরঞ্জনের ছেলে উত্তম দত্ত বলেন, 'থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে ওঁরা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। মাছের খাটিয়া এবং দুই দোকানের মেরামতি মিলে ন্যূনতম খরচ হিসেবে আমরা একটি প্রস্তাব দিই। ওঁরা চরম দরাদরি শুরু করেন। বিষয়টি অপমানজনক মনে হয়েছে।'

শেষপর্যন্ত শনিবার দিনভর ধূপগুড়ি থানায় থাকে একাধিক বড় ব্যাগবোঝাই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি। ব্যাগ নিয়ে নানা জল্পনা ছড়ালেও সেগুলোয় পোশাক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী রয়েছে বলে খবর। ক্ষতিগ্রস্ত তিন দোকানির তরফে রবিবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হতে পারে বলে আভাস মিলেছে।

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, 29/5'-4", শিলিগুড়িতে রেলে কর্মরত। পিতা-মাতা সঃ কঃ। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733091878. (C/117846)

■ কায়স্থ, 27+/5'-0", B.Tech. (IT) পাশ, একমাত্র সন্তান, পিতা-অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী (৩০-৩২ মধ্যে) সুপাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি/ময়নাগুড়ি নিবাসী অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ করুন-9002865739, 7478568128. (C/117848)

■ পাত্রী দুই বোন, SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/117503)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 26+, একমাত্র কন্যা, সরকারি কলেজে গেস্ট লেকচারার, উপযুক্ত সরকারি পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। 8972838426. (C/117851)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 34/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/117059)

■ বৈশ্য সাহা, 33/5'-2", সুশ্রী, ফর্সা, W.B.Govt.-এ চাকুরে, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, যোগ্য সরকারি চাকুরে বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। অভিভাবক কথা বলবেন। (M) 9339693371. (U/D)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5', M.A., B.Ed., বেসরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরত, শ্যামবর্ণা। সরকারি চাকরি (উত্তরবঙ্গ), ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 7076008834. (C/117865)

■ পাত্রী রাজবংশী, বয়স ২৭, উচ্চতা ৫'-২", বিএ, এলএলবি, প্র্যাকটিসিং আইনজীবী। ফালাকাটা/আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। যোগাযোগ : ৯৭৩৪০৩০৫৪৬. (K)

■ Age 35, বিধবা, নিঃসন্তান, প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6289645809. (K)

■ বয়স 54, বিধবা, ব্যাংকে কর্মরত, পিতা-মাতা মৃত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6297679754. (K)

■ কায়স্থ, দেবারি, ৩১/৫'-৩", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বিবিএ স্কুলে চাকরিরতা, একমাত্র সন্তান, পিতা Retd. ব্যাংক অফিসার, শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব ৩৭, উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9830119717. (C/117883)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/117921)

■ প্রাথমিক শিক্ষিকা (2010), জলপাইগুড়ি সদরে কর্মরতা, 35/5'-3", সুশ্রী, কায়স্থ, M.A., B.Ed., উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 9475895979. (C/117447)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, বয়স ২৯, ঘরোয়া, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/117921)

পাত্র চাই

■ বয়স 28, উচ্চতা 5'-3", রেলওয়েতে কর্মরতা, পিতা ব্যবসায়ী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6296019989. (K)

■ জন্ম ১৯৯৭, সুন্নি মুসলিম, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/117921)

■ ৩৫, বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117921)

■ Devorce, 32/5'-4", M.Sc., সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 9635575795. (C/117921)

■ 34+/5'-3", শিক্ষিতা, অবিবাহিত, ভদ্র ফ্যামিলি, পাত্রীর জন্য অবিবাহিত/Divorce পাত্র কাম্য। 9635026555. (C/117921)

■ কায়স্থ, 26+/5'-2", M.Sc., সরকারি উচ্চপদে কর্মরত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/117921)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, MBA পাশ। বর্তমানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ সুশ্রী পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/117921)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর বয়সি, M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117921)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Tech., MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117921)

■ জন্ম সাল ১৯৯৫, শিলিগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। এইরূপ প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/117921)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., সরকারি স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/117921)

■ দেবনাথ, 22/5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, দেবগণ, ভালো পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9734488572. (C/117921)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A., B.Ed., ভদ্র ফ্যামিলির পরমা সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/117921)

■ 26/5'-3", LLB, কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভদ্র ফ্যামিলির যোগ্য পাত্র চাই। 8653243203. (C/117921)

■ EB, 25/5'-3", Convent B.Tech., নামী MNC-তে কর্মরতা, সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9836935367. (C/117921)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, পূঃ বঃ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালে ম্যানেজার, পাত্রের জন্য ৩৪-র মধ্যে শিক্ষিত পাত্রী চাই। 8170028064. (C/117842)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, NF Rail, NJP সিনিয়ার ক্লার্ক, 31/5'-3", গুহ কায়স্থর জন্য অনূর্ধ্ব 26-এর সুপাত্রী কাম্য। 6296449813. (C/117812)

■ Dr. Vikash Vaid, 45/5'-5", Palampur HP BP Siliguri, 1.5 Lac. No Caste. 7908738992. (K)

পাত্রী চাই

■ মালদা গাজল নিবাসী, অরুণাচলপ্রদেশে কর্মরত (শিক্ষক), 34/5'-9", পাত্রের জন্য 28 অনূর্ধ্ব, 5'-3", পাত্রী চাই। (M) 6289078487. (C/117860)

■ কায়স্থ, 32+/5'-10", B.Tech., Hydrabad MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9933966545. (U/D)

পাত্রী চাই

■ বাঙালি, 28+/5'-8", সুদর্শন, M.Sc., সরকারি পদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9874802904. (K)

■ EB, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, কুম্ভ রাশি, 39/5'-11", সুদর্শন, 40,000/- PM, 18-34, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 8902552680. (C/117888)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, H.S. পাশ, বৈশ্য সাহা, Job undertaking of G.V., পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। অন্য বর্ণ চলবে। (M) 8101980562, 8250456552. (C/117845)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ওষুধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/117357)

■ EB ব্রাহ্মণ, অবিবাহিত, ৩৯/৫'-৮", বালুরঘাট নিজস্ব বাড়ি, M.A., B.Ed., পেশা-বিজনেস (MCX Govt. of India), ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ পাত্রী চাই, পিতা রিটায়ার্ড হাইস্কুল টিচার। ফোন- ৯৫৬৩৩৪১৪০০, (ঘটক নিষ্প্রয়োজন)। (C/117858)

■ কায়স্থ, 38/5'-6", B.E. (Civil), সঃ চাঃ (অবিবাহিত বোন আছে), পাত্রের উচ্চশিক্ষিতা, অদেবারি, প্রকৃত ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। শীঘ্র বিবাহ। মালদা। 9609919160, 8918723719. (C/117861)

■ কায়স্থ, 43/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 43 থেকে 48-এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য), শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

■ বয়স 52, বিপত্নীক, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, নিঃসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 6296019989. (K)

■ Age 38+, অফিসার-সরকারি Bank, Brahmin, Fair, Divorce, issueless পাত্রের জন্য fair, upto 32 yr., 5 ft. 4 inch., Brahmin/Kayastha, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 8900048021. (K)

■ দত্ত, 30, B.Tech., 5'-8", ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে জব করে। এই পাত্রের উঃ বঃ/অসমের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/117876)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ঘোষ, বিটেক (NIT), 5'-7"/30, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুদর্শন পাত্রের জন্য উপযুক্ত, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। 9476138940. (C/117878)

পাত্রী চাই

■ ডাঃ সাহা, BDS, MDS, 32/5'-6", পিতা ডাঃ সাহা, একমাত্র ছেলের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ কাম্য। (M) 6291238826. (C/117165)

■ বণিক, ২৮/৫'-৪", কলকাতা TCS-এ কর্মরত, ২৫-এর মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9434490654.

■ 33/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত, 29 অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক) (6 P.M.-10 P.M.). (C/117064)

■ কায়স্থ, 30/5'-2", MBA, শিলিগুড়ি নিবাসী। গুরুগ্রাম-হরিয়ানা MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M/W : 9434350447. (C/117922)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্র কুলীন কায়স্থ, H.S. পাশ, নিজস্ব ব্যবসা আছে। নিরামিষাশী। মা-বাবা আছেন। সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8900534619. (C/117889)

■ কোচবিহার নিবাসী, কাশ্যপ গোত্র, 31/5'-7", B.Tech., SBI Bank Manager, নিজ বাড়ি। পাত্রের জন্য কোচবিহার, Alipur এবং জলপাইগুড়ি সংলগ্ন উপযুক্ত সরকারি কর্মরত পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। M.No. 9735909356.

■ দিল্লি নিবাসী, ৩১/৫'-৬", কায়স্থ, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার (M.Tech./MBA) নিরামিষভোজী পাত্রের জন্য কায়স্থ, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী (বয়স ২৭-৩০) কাম্য। Ph : 7797680460. (C/117166)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, দেবগণ, 31y/5'-6", M.Tech., GHY IIT, বরোদা গুজরাটে কর্মরত, Astt. Mgr.-Design পদে Sheron Engg Ltd.-এ। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9893611319. (C/117167)

■ Gene. 43/5'-10", MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, Divorce পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 8116521874. (C/117921)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 33/5'-8", M.Sc., Cent. Govt. Officer, ভদ্র পরিবারের সুপাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। 9432076030. (C/117921)

■ পাল, 31/5'-9", M.Tech. IIT, কেন্দ্রীয় সরকারি ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী চাই। 9733066658. (C/117921)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনে ডিভোর্সি, ইস্যুহীন। ফর্সা, সুশ্রী, 40-এর মধ্যে অবিবাহিতা, B.A. পাশ পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/117918)

■ পাত্র ময়নাগুড়ি নিবাসী, বারই, বয়স 42/5'-3", MBA, রাজ্য সরকারের কর্মরত, পিতা-মাতাহীন পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুন্দরী, পাত্রী কাম্য, সরকারি বা বেসরকারি কর্মরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 9933775011. (C/117444)

■ কায়স্থ, 41/5'-7", সরকারি চাকরি, ইঞ্জিনিয়ার, বিপত্নীক, 11 বছরের ছেলে আছে। সন্তানহীন 35 বছরের ডিভোর্সি/বিধবা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 7679223151. (C/117441)

■ বয়স ৪৫, বিজ্ঞানের স্নাতক, কম্পিউটার ডিপ্লোমা, নিজ ব্যবসা, নেশামুক্ত, সুচরিত্র পাত্রের জন্য ৩০+ বয়সি, স্নাতক, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রী কাম্য। (M) 9434337622. (D/S)

■ সুন্নি মুসলিম, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স ৩৮, স্টেট গভঃ চাকরিরত। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/117921)

■ জন্ম ১৯৯০, ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এর ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/117921)

■ জন্ম ১৯৮২, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, M.Sc., Ph.D., স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ বাঙালি হিন্দু পরিবারের ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117921)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, B.Tech, MBA পাশ। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা হাইস্কুল টিচার। এইরূপ পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/117921)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৮, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/117921)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৩, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/117921)

■ বয়স ৩৪, জলপাইগুড়ি-এর বাসিন্দা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে অফিসার পদে কর্মরত (RFO) পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। কোনও দাবি নেই। (M) 7596994108. (C/117921)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, ২৯, MBA, উত্তরবঙ্গ নিবাসী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/117921)

■ ব্রাহ্মণ, 49/5'-8", M.Tech., Ph.D., সরাসরি WB Govt.-এর নিজস্ব স্থায়ী রেগুলার পেনশনযোগ্য চাকরি, সিনিয়ার পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক, Gr-A গেজেটেড অফিসার র‍্যাঙ্ক 7th পে-স্কেল, WBHS, কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র সন্তান, নামমাত্র বিবাহে আইনত দায়হীনভাবে ডিভোর্সি ও নিঃসন্তান (পাত্রীর মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে একদমই সংসার হয়নি)। কেবলমাত্র 38 অনূর্ধ্বা ও সম্পূর্ণরূপে ঘরোয়া, স্নাতক, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, নিঃসন্তান পাত্রীই শুধুমাত্র বিবেচ্য। সরাসরি পাত্রপক্ষের সহিত সত্বর যোগাযোগ : M, W/App : 9330595758, 7003202340, 9002434107 (8 P.M. - 10 P.M.). (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/117921)

■ পূঃ বঃ বারুজীবী, 35/5'-4", এমবিএ, MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত, নামমাত্র ডিভোর্সি। উপযুক্ত পাত্রী চাই। উঃ বঃ অগ্রগণ্য। মোঃ নং-9474591756, 9832394342. (C/117921)

■ হিন্দু বাঙালি, ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে নামী কোম্পানিতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 8101254275. (C/117921)

ঘটক চাই

■ শঙ্কর চ্যাটার্জী (ফাটাকেষ্ট) শিব ঘটক, (১০০০ টাকা ফিস), জলেশ্বরী বাজার, শিলিগুড়ি। Ph.No. 9800584841. (M/G)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/117902)

ALLEN
Be Recognized
Be Rewarded*
Be a TALLENTEX Star
ALLEN's TALENT ENCOURAGEMENT EXAM
FOR CLASS 5th TO 10th STUDENTS
EXAM DATE
12 OCTOBER 2025
Scholarships worth*
₹ 250 CRORE
Cash Prizes*
₹ 2.5 CRORE
Recognized
NATIONAL RANK
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
Start your journey
www.tallentex.com
0744-3510202, 0744-2750202
SCAN TO REGISTER
Champions Start their Success Journey with TALLENTEX
Rajit Gupta
TALLENTEX 2022
AIR 27
JEE (ADV.) 2025
AIR 1
Saksham Jindal
TALLENTEX 2023
AIR 19
JEE (ADV.) 2025
AIR 2
Keshav Mittal
TALLENTEX 2023
AIR 226
NEET (UG) 2025
AIR 7
ALLEN SILIGURI
95137-84242
allen.ac.in/siliguri
ALLEN KOTA
0744-3556677
allen.ac.in
ALLEN ONLINE
95137 36499
allen.in
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment for the students to prepare for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examinations. Selection also depends on other factors like preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All the students mentioned here were enrolled on full-time paid courses.

দুই দেশেরই ভোটার

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের ভোটার তালিকায় নাম এক ব্যক্তির! এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের একটি পোস্ট ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জে। শনিবার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে দু'দেশের নাগরিক পরিচয়পত্রের ছবি পোস্ট করেন সুকান্ত। সেই পোস্টেই অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

এদিনের পোস্টে সুকান্ত লেখেন, 'বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ বিধানসভার ১০১ নম্বর বুথের ভোটার তালিকায় রাজ্জাক সরকার কি একই ব্যক্তি?' এই প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর কার্যকর হওয়া নিয়েও জোর সওয়াল করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'আজকের দিনে দাঁড়িয়ে জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং স্বচ্ছ ভোটার তালিকার জন্য এই শনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি।'

শুক্রবার রাজ্যে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সেই সফরের পরদিনই নিজের নির্বাচনি এলাকায় অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সদ্য প্রাক্তন সভাপতি। এদিকে, বিষয়টি সামনে আসতেই কুমারগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী সমজিয়া পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া গ্রামে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সুকান্তর অভিযোগ অনুযায়ী, সমজিয়ার বাসিন্দা রাজ্জাক সরকারের বাংলাদেশের ফুলবাড়ি থানার পশ্চিম কাটাবাড়ি এলাকায় একটি বাড়ি রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর নামে সেই বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) থাকারও দাবি করেছেন তিনি। যদিও যে দুটি পরিচয়পত্রের ছবি একই ব্যক্তির বলে দাবি করা হচ্ছে সেই দুটি একই ব্যক্তির কি না তা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্য নীলিমা ভুঁইমালির মতে, 'দুটি পরিচয়পত্রের যে ছবি রয়েছে তা এক ব্যক্তির নয়।'

সুকান্তর পোস্ট

রাজ্জাক সরকারের ছেলে রাকিব সরকারের বক্তব্য, 'আমাদের কাগজপত্র একবার পুলিশ, প্রশাসন যাচাই করেছে। আমাদের কারও নাম বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নেই। পারিবারিক গন্ডগোলকে হাতিয়ার করে কেউ মিথ্যে রটিয়ে বেড়াচ্ছে।' তাঁর আরও দাবি, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।' স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা সমজিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান ধনো রায় জানিয়েছেন, এর আগে একবার তদন্ত হয়েছিল। তবে তখন কিছু মেলেনি। বিএসএফ জানিয়েছে, কয়েকমাস আগে রাজ্জাকের বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ উঠেছিল। পরে কাগজপত্র যাচাই করে ছেড়ে দেওয়া হয়। কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'একবার অভিযোগ এসেছিল। তখন সমস্ত কাগজপত্র দেখে প্রশাসন সন্তুষ্ট হয়। তবে পরে যদি প্রমাণিত হয়, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' রাজ্জাকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ডাম্পার চলাচল বন্ধ রাখার দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের

গজলডোবায় আপাতত শুধু ছোট গাড়ি

অনুপ সাহা

জলপাইগুড়ি ও ওদলাবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : জরুরি সংস্কার চলছে তিস্তা ব্যারেজ সেতুর। অগাস্ট শেষ হওয়ার আগেই সেতু খোলা হতে পারে বলে জেলা শাসক সম্প্রতি জানিয়েছেন। সেতুর ওপর দিয়ে ছোট যানবাহন চলাচলের অনুমতি আগামী সপ্তাহের যে কোনও দিন দেওয়া হতে পারে। সেতু খুলে দেওয়ার কথা জেলা শাসক বললেও ডাম্পার নিয়ে কোনও মন্তব্য তিনি করেননি। তবে সাধারণ মানুষ চাইছেন ডাম্পার চলাচল বন্ধ থাকুক।

শুক্রবার পুনরায় বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসক শামা পারভিন বললেন, 'গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ সেতু এ মাসে খুলে দেওয়া হবে। টেকনিকাল কমিটির রিপোর্ট এলে কবে খুলবে, তা জানিয়ে দেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি গেটবাজারের ব্রিজকিষান সিং এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত ক্রান্তি যাতায়াত করেন। তিনি বললেন, 'একবার সেতু সংস্কারের জন্য ১২০-১২৫ দিন ভুগতে হচ্ছে। ভারী ডাম্পার চলার পর পুনরায় সেতুর ক্ষতি হলে তখন যে কতদিন ভুগতে হবে কে জানে? তার চেয়ে ডাম্পার এই মুহূর্তে বিকল্প যে পথে চলছে, সেই পথে চলুক। গুরুত্বপূর্ণ তিস্তা ব্যারেজ সেতু দিয়ে হালকা যানবাহন চলাচল করাই ভালো।'

সেচ দপ্তরের একটি সূত্র জানিয়েছে, আপাতত শুধুমাত্র চার চাকার ছোট গাড়ি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যারেজ সেতুর ওপর দিয়ে চলতে দেওয়া হবে। লোডেড ডাম্পার বা অন্য ভারী যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সবদিক বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবে জেলা প্রশাসন। এতেই আশঙ্কার কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে ডাম্পার মালিকদের মধ্যে। তবে এই রাস্তার নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে ছোট গাড়ির চালক সকলেই জানিয়েছেন, সেতুর ভারবহন ক্ষমতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের কথা। চলতি বছর এপ্রিলের ২৭ তারিখ থেকে সেতুর ওপর দিয়ে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে ব্যারেজ সেতুর জরুরি সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়। যদিও সেতুর ওপর দিয়ে ভারী ডাম্পার চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল গতবছর পুজোর আগে থেকে। এদিকে নির্ধারিত ১৪০ দিন সময়সীমার আগেই সেতু সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ায় স্বস্তিতে স্থানীয় বাসিন্দারা।

যদিও ওদলাবাড়ি টিপার মালিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রবণকুমার গুপ্তার কথায়, 'গত প্রায় এক বছর ধরে ব্যারেজ সেতু পেরিয়ে বালি, পাথরের ডাম্পার চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকার ফলে অনেকটা ঘুরপথে গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে।' গজলডোবা ডাম্পার মালিকদের সংগঠনের সম্পাদক রঞ্জন বিশ্বাসের বক্তব্য, 'প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, সেতু খুলে দেওয়ার সময় গজলডোবা, ওদলাবাড়ির প্রায় পাঁচ শতাধিক ডাম্পার মালিকের দুর্দশার কথাও বিবেচনায় রাখুক প্রশাসন।'

সংস্কার শেষে তিস্তা ব্যারেজ সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর এবিষয়ে যাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন, তিস্তা ব্যারেজের সেই সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার মুখে কুলুপ এঁটেছেন। জেলা প্রশাসনের তরফেও এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট করে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

তিস্তা ব্যারেজের ওপর ডাম্পারের সারি। - ফাইল ছবি

> একবার সেতু সংস্কারের জন্য ১২০-১২৫ দিন ভুগতে হচ্ছে। ভারী ডাম্পার চলার পর পুনরায় সেতুর ক্ষতি হলে তখন যে কতদিন ভুগতে হবে কে জানে?
>
> **ব্রিজকিষান সিং**
> স্থানীয় বাসিন্দা

আক্রান্ত মহিলা

কুমারগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : কুমারগঞ্জের বিএলএলআরও অফিসে শুক্রবার জমির রেকর্ড করাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বটুনের তহমিনা মণ্ডল। শনিবার কুমারগঞ্জ থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আজ টিভিতে

সোনার যাত্রা বিকেল ৩.০০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.৩০ মহাগুরু, রাত ৮.০০ আই লভ ইউ, ১১.০০ বিবাহ অভিযান

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ ককপিট, দুপুর ১.৪৫ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.৩০ অরুন্ধতী, সন্ধে ৭.৩০ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.৩০ হিরোগিরি

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ শত্রু মিত্র, দুপুর ১২.০০ প্রধান, রাত ৯.০০ বহুরূপী, ১২.৩০ বস-টু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান

আকাশ আট : দুপুর ৩.০৫ অনুরোধ

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ গীতাঞ্জলি-টু, বিকেল ৩.০০ বিশাল ইন লাঠিচার্জ, ৫.০০ যোদ্ধা, রাত ৮.০০ বাড়ি, ১০.৩০ সত্যভামা

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫২ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৩.২০ আরআরআর, সন্ধে ৬.৫৫ পুষ্পা-টু-দ্য রুল, রাত ১১.৩০ আচার্য

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৭ কেদারনাথ, দুপুর ১.৪৫ বিবাহ, বিকেল ৪.৫৬ তেরে নাম, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.২২ আইপিসি ৩৭৬

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.১০ ডাঙ্কি, বিকেল ৩.৫৫ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, ৫.৫৭ স্বতন্ত্র বীর সাভারকর, রাত ৯.০০ ডার্লিংস, ১১.১৭ আলিগড়

মুভিজ নাউ : বিকেল ৩.২১ রাশ আওয়ার, ৫.০১ পিরানহা-থ্রি ডিডি, রাত ৮.৪৫ ব্লু বিটল, ১০.৫৫ রকি-ফোর

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার

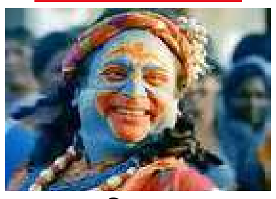
বহুরূপী রাত ৯.০০
জি বাংলা সিনেমা

রঙ্গস্থলম রাত ৮.০০
গোল্ডমাইনস

পুষ্পা-টু-দ্য রুল সন্ধে ৬.৫৫ জি সিনেমা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

নগদ রাশি এবং সরঞ্জামের সংগ্রহ

টেন্ডার নং. ক্যাশ-পিকআপ-০৩-এমএলজি-এনএফআর-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: ০৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত ৪০০ (চারশো) টি স্টেশন/স্থানে নগদ ধন এবং সরঞ্জামের সংগ্রহ। টেন্ডার রাশি: ২৩,৮২,৯৯,৬০০/- টাকা। বায়না রাশি: ১৩,৪১,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/পিএম এণ্ড পিএস, গুয়াহাটি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"[illegible]"

QUOTATION

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation:
1) Quotation no: 55/2025-26 Memo: 2075/M Date: 22/08/2025 Last date of bidding dated: 29/08/2025 at 3.00 P.M. Details of which are available in the official notice board.

Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No-Din-I P.S./06/25-26, dated-18.08.2025 & NIT No.-Din-I P.S. /07/25-26, dated-22.08.2025 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 5 nos scheme under PMJVK & BEUP fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in.** The last date for submission of tender upto 30.08.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata : Coochbehar

Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar
e-NIT No 07/SOIL/NMEO/2025-26 dated 18/08/2025
(https://wbtenders.gov.in)

E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below/at par/above) in Two Cover System (E-procurement) for different soil conservation works in Two Cover System (E-procurement) as Site Specific Activities of Soil and **Water Conservation** under **NMEO**- Oilseeds on watershed basis of Coochbehar District from resourceful & bonafide agencies. Last date of application for Online tender is 26/08/2025 14:00 Hrs. For Details, please visit the site or Office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
ধূমকেতু
শ্রেঃ দেব, শুভশ্রী
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
A.C. / Dolby Digital

JALPAIGURI FOREST CORPORATION DIVISION
NIT No. 01/JFCD/2025-26 dt. 22.08.2025

Work Details	Estimated Amount	Remarks
Repair and Maintenance of Murti (Banani) old building by painting, varnishing, repair of door and window, plumbing works etc. under Jalpaiguri Forest Corporation Division, WBFDC Ltd.	Rs. 12,46,312.00 (Including all Taxes)	Bidding Starting date- 23.08.2025 (01:00 pm) Bidding Closing date- 06.09.2025 (05:00 pm)

For all details and online submission visit- https://wbtenders.gov.in
Sd/- Divisional Manager, Jalpaiguri Forest Corporation Division, Jalpaiguri
Dated, Jalpaiguri 23rd August, 2025

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭, * ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রাকৃতিগত দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন, ১৫.০৯.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৮৯,০৮,৬১৬ (টাকা ঊননব্বই লক্ষ আট হাজার ছয় শত ষোলো মাত্র) (১৯.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার কাছে ১। মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন মালিক- শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার (ঋণগ্রহীতা)- ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ ব্যবসা করেন। ২। শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার, কানাইয়ালাল খটিক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)-এর পুত্র ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩ এ বসবাসরত ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	২ কাঠা ১২ ছটাক অথবা ০.০৪৫ একর জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের মধ্যে ২ কাঠা ৮ ছটাক অংশ জুড়ে ভবন সমেত এটি মৌজা- শিলিগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, খতিয়ান নং- ৪৫২/২, প্লট নং- ৪২৭, জে.এল নং- ১১০, তৌজি- ৩ (জেএ), থানা- প্রধাননগর, এডিএসআর এবং মহকুমা- শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং- ৩, গুরুং বস্তি, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ অবস্থিত। মূল বিক্রয় দলিলটি, এডিএসআর-এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত, শিলিগুড়ি, নিবন্ধিত বুক নং- I, সি.ডি ভলিউম নং- ৬২, পৃষ্ঠা ৬৭ থেকে ৭৬ পর্যন্ত, স্বত্বা নং I- ২১০১, ২০০৬ সালের জন্য, শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকারের স্বত্বাধিকরণে রয়েছে। জমিটির সীমানা (দলিল অনুসারে) : উত্তর - শ্রী প্রভু দয়াল আগরওয়ালের জমি। দক্ষিণ- হিমালয়ান ফ্রি চার্চের বিল্ডিং। পূর্ব- ১২ ফিট চওড়া ব্যক্তিগত রাস্তা। পশ্চিম- ছত্র বাহাদুর সন্ন্যাসীর জমি এবং বাড়ি।
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১,২০,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি কুড়ি লক্ষ মাত্র)
ইএমডি অ্যামাউন্ট	টাঃ ১২,০০,০০০/- (টাকা বারো লক্ষ মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১,০০,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৫/০৯/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০৫১৬৮৮৩৬৫৭

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) এবং আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt Ltd.-এ পরিদর্শন করুন। কারিগরি সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.baanknet@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com-এ পরিদর্শন করুন এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt Ltd.-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ২০.০৮.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট https://baanknet.com	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) অমরেন্দ্র কুমার ঝা, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৪০০৫১১৯৮০

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Tuition

■ সিগমাতে স্পোকেন ইংলিশ, ইংলিশ VI-XII, অঙ্ক, বিজ্ঞান, কম্পিউটার, আর্ট বাংলা শেখানো হয়। 98323-41603. (C/117921)

ভাড়া

■ Rent/Lease @ Marwari Patty, Alipurduar. Bank/Office. M : 9641532132. (U/D)

■ 3 BHK flat for rent with Car parking near Khelaghar More, Siliguri. Arun Deep Apartment. Ground floor front side. Call : 94340-57616. (C/117926)

■ Lease/rent 700 sq.ft 1st floor terrace with shed Hakimpara, Siliguri. 94771-80684. (C/117850)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Manisha Lama, D/o Mahindar Lama গ্রাম- বাগবাড়ি, পো: ঝলঝলিয়া রেলওয়ে কলোনি থানা- ইংরেজ বাজার, জেলা মালদা পিন- 732102. গত 22/08/2025 তারিখে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ নোটারি পাবলিক হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manisha Lama (হিন্দু) থেকে Ayesha Biswas (মুসলিম) ধর্মে রূপান্তরিত হইলাম। বর্তমানে উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117892)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Kanchana Ghosh, স্বামী- Late Govind Kumar Ghosh, ঠিকানা - নেমারুজোত, লালমান, গোঁসাইপুর, বাগডোগরা, ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৪ কোর্ট, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, এর Affidavit দ্বারা Kanchan Debi নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট তারিখ ১৯/০৮/২০২৫। অতএব Kanchana Ghosh এবং Kanchan Debi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117886)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)- কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C-117920)

কিডনি চাই

■ কিডনি প্রয়োজন, যে কোনও গ্রুপের। পরিচয়পত্র এবং অভিভাবক সহ যোগাযোগ - 9832028159. (C/117894)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ আপনার চোখের সামনে আপনার স্বপ্নের নতুন বাড়ি নির্মাণ ও Renovation করে থাকি। শিলিগুড়ি - 9733903555. (C/117917)

লোন

■ পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। M : 9775137242.(C/117921)

ডিস্ট্রিবিউটার

■ গুজরাট base ঔষধ কোঃ 300+ প্রোডাক্ট, সমগ্র পঃ বঃ জন্য এলাকাভিত্তিক PCD চায়। M : 9051396505. (K)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে গ্যারাজ সহ Flat বিক্রয়, কেবলমাত্র ক্রেতা যোগাযোগ করবেন। M : 9477076830. (C/117922)

■ বেলাকোবা মেইন রোডে ১৯ ডেসিমাল জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ- ৯৪৩৪৩৭৮৫৮০, ৯৮৩২৫০৯৪০২. (C/117919)

বিক্রয়

■ জমি বাড়ি বিক্রয়, শিলিগুড়ি, ঝংকার মোড়, জ্যোতিনগর ৩ কাঠা এবং ১.৫ কাঠার উপরে। M : No- 9832532596 সত্বর যোগাযোগ করুন। (C/117879)

■ শিলিগুড়ি কর্পোরেশন - অপোজিট দোয়ারিকা রোকমণি প্লাজা-1st floor-570 S.Ft. দোকান বিক্রয়। 7908792654. (C/117886)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, রাস্তা ৮½'। M : 9735851677. (C/117917)

■ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মেন রাস্তার উপর পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেন, সোলার লাইট সহ ছোট ছোট প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে, 93324-92359. (C/117894)

■ Siliguri Khudiram Pally, Wholesale Medicine Market, 210 sq.ft. Ground floor shop for sale. M : 94344-65060. (C/117920)

■ ২.৮ কাঠা জমির উপরে-G+2 বাড়ি ও দোকান সহ বিক্রয়। কলেজপাড়ায় কমার্সিয়াল এরিয়া। M : 9832378006. (C/117922)

বিক্রয়

■ আলিপুরদুয়ার কলেজ হল্ট মোড়ে মেইন রোডের পাশে দোতলা দোকানঘর বিক্রয় হবে। সরাসরি ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। M : 8670928544. (C/117065)

■ জলপাইগুড়ি, রায়কতপাড়ায় চার কাঠা জমি সহ দ্বিতল বাড়ি বিক্রয় হইবে। M : 8918367926, 9734170951. (C117451)

■ বানারহাট আদর্শপল্লি ২ নং কলোনিতে। ২ কাঠা খালি জায়গা বিক্রি। যোগাযোগ M : 9434879550. (C/117920)

■ 230 sft Hill Cart Road Salami shop sale 82 Lakhs. Cont : 9647277731. (C/117922)

কর্মপ্রার্থী

■ গার্ড বা মালির কাজ করতে ইচ্ছুক লোকাল বা বাইরে। Ph. 9883050508. (C/117893)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির লেডিস পার্লারের জন্য সব কাজ জানা বিউটিসিয়ান চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন - 9749306120. (C/117922)

■ শিলিগুড়ি সেবক রোডে রেস্টুরেন্টে Chinese, নর্থ & সাউথ ইন্ডিয়ান রান্না জানা Cook চাই। M : 94343-76715/7908575016. (C/117922)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে আয়ুর্বেদিক ফার্মাসিতে B.A.M.S Doctor, Chemist, Marketing, Factory Workers চাই। যোগাযোগ - 7584051017. (C/117882)

■ হোটেলের জন্য Indian Cook চাই। মহিলা/পুরুষ, বেতন: 7K-15K, আলিপুদুয়ার-M: 9830111088. (C/117060)

■ ক্যানভাস-এ Acrylic Painting-এ দক্ষ আর্টিস্ট ও সেলসম্যান চাই। sonaimetals@gmail.com (C/117867)

■ Innova Crysta গাড়ির জন্য অভিজ্ঞ Driver চাই। M - 9434059042.(C/117877)

■ Wanted Sales Officers for Cattle medicines, Bike and rural knowledge mustinfohip16@gmail.com 8279551525.(K)

■ রেস্টুরেন্টের জন্য বিরিয়ানি তন্দুর, চাইনিজ জানা অভিজ্ঞ Cook চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M - 7001447847.(M/M)

■ Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company, বিভিন্নপদে পরিশ্রমী লোক চাই। 9434117292. (C/117921)

■ Reputed CA firm requires a Computer Expert upto age 22, Salary-7000/- M : 8101233334. (C/117922)

কর্মখালি

■ কাউন্টার সেল ও মার্কেটিং এর জন্য কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা প্রয়োজন। বয়স 25 থেকে 35, বেতন : 8-20 K, কমপক্ষে 12 পাশ। যোগাযোগ :- 'মাল্টিলেভেল জুয়েলার্স অ্যান্ড কোং, এন.টি.এস মোড়, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/117921)

■ U&T Boutique -এর জন্য সেলাই কাজ জানা অভিজ্ঞ টেইলার চাই। জলপাইমোড়, শিলিগুড়ি। 9933634290. (C/117922)

■ One person urgently required with basic computer knowledge for ReeCab. Contact 7501813331, 9083838330.(C/117924)

Garden Manager and Assistant Manager Required

For an ESTABLISHED TEA ESTATE in Uttar Dinajpur region. Should have efficient knowledge of various field works, Labour Management & excellent pest management skills . Applicants having 15 to 20 years of experience and who have worked in estates of Upper Assam to be preferred . WhatsApp no.9474344444 (only whatsapp application will be accepted) .

কর্মখালি

■ All over North Bengal hiring Akasa Finance Ltd. E-Rickshaw EMI Collection. Teamleader Coochbehar, Alipurduar. WhatsApp- 8388951121. Mail - hr@akasafin.com (C/117923)

অফিস বয় চাই

■ শিলিগুড়িতে নামী অফিসে লোকাল ছেলে চাই। বেতন 15000/- to 17000/-, নিজস্ব টুহুইলার আবশ্যক। ইন্টারভিউ সোমবার 25/08/25 4P.M. to 6P.M., যোগাযোগঃ- প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস। 2nd ফ্লোর, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (C/117921)

APPOINTMENT

Applications invited within 7 days for the post of Accountant for all the units of **ASHWINI CHOUDHURY EDUCATIONAL TRUST**, having knowledge in accounting software and basic computer with minimum 5 years of working experience including GST, PF, ESIC, PTAX, TDS, IT etc. Eligible shortlisted candidates to be called for interview. Send your resume at **iilsappointment@gmail.com** or **WhatsApp – 62969 03459.**

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোকে আটকানোর স্পর্ধা ৩ বাঙালির

পুলকেশ ঘোষ

২৩ অগাস্ট : ছায়া ধরার অভিনব ব্যবসার কথা শুনিয়ে গিয়েছেন সুকুমার রায়। তাঁর 'ছায়াবাজি' কবিতায় রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া সবরকমের পুঁজির হদিস দিয়ে গিয়েছেন তিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আলোয় ভরা ভবনে প্রাণের মাঝে আলোর নাচের কথাও তুলে ধরেছেন। কিন্তু গতিতে যাকে হার মানানো দায়, সেই আলোকে বন্দি করার কথা এতদিন চিন্তার বাইরে ছিল। এর আগে বিজ্ঞানীরা তার গতি কমাতে সমর্থ হয়েছেন। এবার তাকে বন্দি করার দাবি করলেন কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী।

সম্প্রতি বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল 'দ্য জার্নাল অফ অপটিক্স'-এ এই সম্পর্কে ওই বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই বিজ্ঞানীদের দলে রয়েছেন রাজশাহি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অলোককুমার পাল এবং টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটির সহকারী গবেষক শাহরিয়ার মোস্তাফা। এই গবেষণা দলের নেতৃত্বে ছিলেন হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কিশলয় চক্রবর্তী।

কিশলয়বাবু উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'সূর্যের কিরণকে ধরা এক প্রাচীন কবিসুলভ আকাঙ্খার পূর্ণতা। কিন্তু আমরা ফোটনিক ক্রিস্টালের নিখুত গণিত এবং মেটামেটিরিয়ালের সুক্ষ্ম প্রকৌশল দিয়ে আলোর জন্য একটি ঘর তৈরি করেছি। আলো সেখানে প্রবেশ করলে তা শুধুমাত্র ধীর হয় না, সেখানে বন্দি হয়ে যায়। ফোটন নামক ক্ষুদ্র শক্তিকণা জন্ম থেকেই গতিময়। এক অবিশ্বাস্য গতিতে মানুষের একবার হৃদস্পন্দনের মধ্যে সে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে। তাই আলোকে থামিয়ে রাখার কথা বলা মানেই ছিল অসম্ভবের কথা বলা।

কিশলয়বাবুর দাবি, তাঁরা এমন এক পথ আবিষ্কার করেছেন যেখানে আলোকে রাজি করানো যায় থামার জন্য। খালি চোখে অদৃশ্য একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তাকে আটকে থাকতেও রাজি করানো যায়। তবে এই বাড়ি ইটপাথরের নয়, এমন একটি অতি ক্ষুদ্র ক্রিস্টাল প্যাটার্ন দিয়ে তৈরি যে ওই ক্রিস্টাল একটি সূচের অগ্রভাগের বেশ কয়েক বিলিয়ন থাকতে পারে। কিশলয়বাবু এই অদ্ভুত মানব নির্মিত গঠনগুলির তরঙ্গের পথকেই বদলে দিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম ভেঙে দেয়। এটি সৃষ্টি করে এমন প্রভাব যা এর আগে কোনও প্রাকৃতিক স্ফটিক কোনওদিন দেখায়নি। এটি সৃষ্টি করে ঋণাত্মক প্রতিসরণের অস্বাভাবিকতা। কাচ বা জলে প্রবেশ করলে আলো যেভাবে বাঁকে এক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীতে বাঁক নেয় আলো। সেখান থেকেই আলোকে ভাঁজ করার ক্ষমতা তৈরি হয়। তা আর মুক্তভাবে দৌড়োয় না। বরং স্থির হয়ে ঘরে থাকে, ভেসে থাকে, ঝুলে থাকে। এটিকেই বলা হয় পজিশন চার্পিং।

কিশলয়বাবুর দাবি, সূর্যের কিরণকে এভাবে ধরতে পারায় তা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক কাজে আসবে। উন্নত ফাইবার অপটিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি ইন্টারনেটের গতি বাড়াতে সাহায্য করবে। ফোন ও টিভি স্ক্রিনকে আরও উজ্জ্বল করবে কম বিদ্যুৎ খরচে। এছাড়া সোলার প্যানেলকে আরও বেশি সূর্যালোক শোষণ করতে সক্ষম করবে, যাতে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়।

সুদীপ্তর বাড়িতে হঠাৎ সিবিআইয়ের তল্লাশি

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দুর্নীতি কাণ্ডে ফের শুরু হল সিবিআই হানা। এবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

শনিবার দুপুরে সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক শ্রীরামপুরের বিধায়কের বাড়ি সংলগ্ন প্রাইভেট নার্সিংহোমে তল্লাশি চালান। যদিও ওই মুহূর্তে বাড়িতে ছিলেন না সুদীপ্ত। সিবিআই সূত্রে খবর, তিনি ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হতে পারে।

আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন সুদীপ্ত। মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর চেয়ারম্যান পদে সুদীপ্তকে সরিয়ে আনা হয়েছিল শান্তনু সেনকে। সেই সময় থেকেই সিবিআইয়ের নজর ছিল সুদীপ্তর ওপর। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও অভিযোগ করেছিলেন, সুদীপ্ত সরকারি হাসপাতালের যন্ত্রপাতি নিজের নার্সিংহোমে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যান। এই বেআইনি কাজের কোনও হিসেব নেই। শুভেন্দু প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন, যে কেউ গিয়ে এই কাজের তথ্য যাচাই করতে পারে। তারপর গত সেপ্টেম্বরে সুদীপ্তর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই। তখন সুদীপ্ত দাবি করেছিলেন, ১৯৮৪ সালে নিজের নার্সিংহোম তৈরি করেছিলেন তিনি। তাঁর পালটা চ্যালেঞ্জ ছিল, যে কেউ তাঁর নার্সিংহোমে এসে যাচাই করে দেখুক তিনি আদৌ বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত কি না।

এবার সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের জেরে আবার কী তথ্য উঠে আসে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে চিকিৎসক মহল। যদিও তৃণমূল কোনও মন্তব্য করেনি।

Anuja Herbaceuticals Pvt. Ltd.
urgently required
TERRITORY EXECUTIVE
For
SILIGURI & MALDA HQ.
Salary-Negotiable.
Candidates must be experienced in Ayurvedic Field (Ethical).
Sent CV at
anujaherbaceuticals@gmail.com
or W'app: 8697020410

মদ্যপানে আপত্তি, মার শিক্ষককে

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : সাতসকালে বাড়ির সামনে বসে মদ্যপান করছিলেন একদল তরুণ-তরুণী। তাঁদের সেখানে দেখে প্রতিবাদ করে ওঠেন পেশায় আঁকার শিক্ষক নিরুপম পাল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর চড়াও হয় ওই মদ্যপের দল। বেধড়ক মারধর শুরু করেন নিরুপমকে। শনিবার বেলঘরিয়ার নন্দননগর এলাকার এই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। বহিরাগতদের দাদাগিরির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। ঘটনায় এলাকার কাউন্সিলার তপন আচার্যের দাবি, এর আগেও এলাকায় কিছু তরুণ-তরুণী রাস্তার ওপরে প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেন। তপনের হস্তক্ষেপেই তাঁদের এলাকাছাড়া করা হয়। অবশ্য স্থানীয় সিপিএম ও বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, শাসকদলের প্রশ্রয়ে এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম ক্রমশ বাড়ছে।

আক্রান্ত নিরুপমের অভিযোগ,

রাস্তায় মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় মারধর করা হচ্ছে শিক্ষককে।

অভিযোগ দায়ের হয় ওই ৫ জন তরুণ-তরুণীর বিরুদ্ধে। নিরুপমের দাবি, অভিযুক্তরা তাঁকে মেরে নাক-মুখ ফাটিয়ে দেয়। আঘাত করা হয় চোখে ও বুকে। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্তদের। তবে ওই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'।

কামারহাটি পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ওই এলাকায় এর আগেও 'বহিরাগত'দের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ উঠেছিল। ফের একজন শিক্ষককে এভাবে মারধরের ঘটনায় রাতে কালীপুজোর নিমন্ত্রণ সেরে বাড়ি ফেরার সময় প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে দেখেন তিনি। প্রতিবাদ করতেই কথাকাটাকাটি শুরু হয় ওই দলের এক তরুণের সঙ্গে। তখনই দৌড়ে আসেন দলের এক তরুণী। তাঁর হাতে ছিল জলন্ত সিগারেট। ওই অবস্থাতে তিনি নিরুপমের ওপর চড়াও হলে তরুণীর সঙ্গীরা চড়, ঘুসি চালাতে শুরু করেন। সকাল ৬টায় কীভাবে এমন ঘটনা ঘটে সেই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। যদিও তপনের দাবি, অত সকালে কে কোথায় বসে মদ খাচ্ছেন, তা কোনও জনপ্রতিনিধির পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।

ট্রেন বাতিল

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের বিলাসপুর ডিভিশনে চাঁপা জং ঝাড়সুগুদা শাখার রায়গড় স্টেশনে ৪র্থ লাইনের কানেক্টিভিটি চালু করার জন্য ৩১.০৮.২০২৫ থেকে ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রি-নন-ইন্টারলকিং, নন-ইন্টারলকিং এবং পোস্ট নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে : (১) ২২৫১২ কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস কর্মভূমি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২৫) (২) ২২৫১১ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-কামাখ্যা কর্মভূমি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২৫) (৩) ১৩৪২৫ মালদা টাউন-সুরাট সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২৫) (৪) ১৩৪২৬ সুরাট-মালদা টাউন সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২৫) (৫) ১৭৩২১ ভাস্কো দা গামা - জসিডি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২৫) (৬) ১৭৩২২ জসিডি - ভাস্কো দা গামা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২৫) (৭) ২২৮৪৩ বিলাসপুর-পাটনা সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২৫) (৮) ২২৮৪৪ পাটনা-বিলাসপুর সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২৫)।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 80B 46679 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আমাকে এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিততে সাহায্য করার জন্য যা আমাকে জীবনে অনেক বড়ো কিছু অর্জনে সাহায্য করবে। আমি এখন চিন্তামুক্তভাবে আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনার উপর বেশি মনোযোগ দিতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা শুভঙ্কর দত্ত - কে 08.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

এত বিএলও কোথায়, চিন্তায় কমিশন

১৪ হাজার বুথ বাড়বে পশ্চিমবঙ্গে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ১২০০-র বেশি ভোটার কোনও বুথে রাখা যাবে না বলে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রায় ১৪ হাজার বুথে নির্দিষ্ট সংখ্যকের বেশি ভোটার রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে বুথভিত্তিক সমীক্ষা করতে শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। তার আগে আগামী শুক্রবার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের অফিসে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওইদিনই বিকেল ৫টার মধ্যে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠাতে হবে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে। একই সঙ্গে এখন যে প্রায় ৮০ হাজার বুথ রয়েছে, সেখানে বুথ লেভেল অফিসারের তালিকাও চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে। কিন্তু এত সংখ্যক বুথ লেভেল অফিসারের তালিকা তৈরি করা এই কয়েকদিনের মধ্যে আদৌ কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে নির্বাচন কমিশন।

শুক্রবারই কমিশনের পক্ষ থেকে নবান্নে চিঠি দিয়ে অফিসারদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে। আগামী বুধবারের মধ্যে জেলাভিত্তিক ওই তালিকা চূড়ান্ত করে কমিশনে পাঠাতে হবে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর শুরু করা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নির্দেশ না দিলেও তার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি বুথের জন্য বিএলও নিযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর হলে বুথ প্রতি ভোটারের সংখ্যা কমতে বা বাড়তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভোটারের মৃত্যু হয়েছে বা ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। আবার নতুন ভোটারও রয়েছেন। ফলে নতুন করে বুথের সংখ্যা কত দাঁড়াবে, তা ওই সংস্কারের আগে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। বুথের সংখ্যা বাড়লে বিএলও-র সংখ্যাও বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে আরও অফিসারের প্রয়োজন হবে।

কমিশনের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ নবান্নের কর্তারা। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে ভোট হলে এখনও আট মাস বাকি আছে। এখন থেকে জেলাভিত্তিক অফিসারদের নির্বাচন কমিশনের কাজে নিযুক্ত করা হলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প কার্যকর করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হবেন। পুজোর পরই দুয়ারে সরকার শিবির বসার কথা আছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেখানে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজে অফিসাররা ব্যস্ত আছেন। এখন থেকে তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাজে নিযুক্ত হলে ওই কাজে ভাটা পড়বে। এই পরিস্থিতিতে নবান্ন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিসারদের নামের তালিকা কমিশনে পাঠাবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ফলে কমিশনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ফের সংঘাত শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নবান্নের কর্তারা বলেছেন, 'এই নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। দপ্তরগুলির কাছে এখনও অফিসারদের তালিকা চাওয়া হয়নি। ফলে বুধবারের মধ্যে কমিশনে তালিকা জমা পড়া নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।'

অভিষেকের ক্লাবের সমর্থনে গোটা দল

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : খেলার সঙ্গে রাজনীতি এখন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডুরান্ড কাপের ফাইনালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ডায়মন্ড হারবার এফসি ওঠার পর থেকেই বাঙালি আবেগকে সামনে রেখে মাঠে নেমে পড়েছে গোটা তৃণমূল দল। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের নিজস্ব ক্লাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও 'বাঙালি ক্লাব'কে জেতাতে সমাজমাধ্যমে গত তিনদিন ধরে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন নেতা-মন্ত্রীরা। প্রত্যেকেই সমাজমাধ্যমে 'বাংলার সমর্থনে' যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সকলকে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার বিকালে ম্যাচ শুরুর আগে রীতিমতো সংগঠিতভাবে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মাঠে জড়ো করেছেন নেতা-মন্ত্রীরা। সকলে যাতে ম্যাচ দেখতে পারেন, তার জন্য টিকিটের ব্যবস্থাও করেছেন তাঁরা। এত আয়োজন সত্ত্বেও ৬-১ গোলে ধরাশায়ী হয়ে বিফল মনোরথে ফিরতে হয় ডায়মন্ড সমর্থকদের।

ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্তা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে তৃণমূল। এই নিয়ে সংসদেও সরব হয়েছে ঘাসফুল শিবির। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঙালি অস্মিতা যে মূল ইস্যু হতে চলেছে, তার রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই ডুরান্ড ফাইনালেও বাঙালি অস্মিতাকেই হাতিয়ার করে রীতিমতো ডায়মন্ড হারবার এফসির সমর্থনে গলা ফাটিয়েছেন শাসকদলের নেতা, মন্ত্রীরা। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ মোহনবাগানের কর্মকর্তা। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার এফসি ফাইনালে ওঠার পর থেকেই তিনি নিজেকে ডায়মন্ড হারবার এফসির সমর্থক বলে ঘোষণা করে সমাজমাধ্যমে 'বাংলাকে জেতাতে যুবভারতী চলুন' স্লোগান দেওয়া শুরু করেছেন। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ক্লাব বলে পরিচিত সুরুচি সংঘ কলকাতা লিগ খেলছে। কিন্তু অরূপবাবুও ডায়মন্ড হারবার এফসির সমর্থনে তাঁর এলাকার সমর্থকদের রীতিমতো গাড়ি করে যুবভারতীতে নিয়ে গিয়েছেন।

জট কাটল এমবিবিএস-এ

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : সুপ্রিম নির্দেশের পর এমবিবিএস, এমডিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়ার জট কাটায় শনিবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া। সুন্দরবনের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের সৌমিক মণ্ডল প্রথম রাউন্ডের কাউন্সেলিংয়ে এমবিবিএস পড়ার সুযোগ পেলেন ডায়মন্ড হারবার সরকারি মেডিকেল কলেজে। ওই স্কুলেরই স্নেহা নাটুয়া সুযোগ পেলেন আরামবাগের প্রফুল্লচন্দ্র সেন সরকারি মেডিকেল কলেজে।

মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি শুক্রবার মেধাতালিকা প্রকাশ করে। শনিবার দুপুর ১২টা থেকে শুরু হল ভর্তি প্রক্রিয়া। সম্প্রতি স্বাস্থ্য দপ্তর জানায়, রাজ্যের ওই কলেজগুলিতে আইনি জটিলতায় স্থগিত থাকবে কাউন্সেলিং সহ সমগ্র ভর্তি প্রক্রিয়া। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে এদিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চলেছে। ২৫ ও ২৬ অগাস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত চলবে বাকি ভর্তি প্রক্রিয়া। দন্ত চিকিৎসার স্নাতকোত্তর ক্ষেত্র বা এমডিএস-এর তৃতীয় রাউন্ডের কাউন্সেলিংয়ের যাচাইকরণ পর্বও শুরু হয়েছে এদিন।

বৃষ্টিতে চিন্তায় থিমশিল্পীরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : হাতে আর মাত্র এক মাস। সেজে উঠছে তিলোত্তমা। প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কুমোরটুলি। থিমের পুজোর অর্ডার আসতে শুরু করেছে ডোমপাড়াতেও। এমন সময় পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে দফায় দফায় বৃষ্টি। গিরীশপার্ক থেকে বিডন স্ট্রিটের দিকে হাঁটলে বাঁদিকে পড়ে রাজা গুরুদাস স্ট্রিট। থিম সাজানোর কাজ সবটাই হয় এখানে। শনিবার পড়ন্ত দুপুরে ওই রাস্তায় ঢুকতেই দেখা গেল জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

তার মধ্যেই ওপরে নীল ত্রিপল খাটিয়ে একমনে বাঁশের কঞ্চি কাটছেন শিল্পী রাকেশ ধাড়া। বললেন, 'অর্ডার এবারে খুব কম। তার মধ্যে এই বৃষ্টি। রং শুকোচ্ছে না মূর্তির। তার ওপর আবার দালালচক্রের রমরমা!'

কয়েক পুরুষ ধরে ডোমপাড়াতেই বাস শিল্পী দিগম্বর মালিকের। বললেন, 'বৃষ্টিতে অর্ডার খুব একটা আসছে না। যে কটা কাজ পেয়েছি, তাও শেষ করতে পারব কি না সেই নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। কঞ্চির কাজ শেষ। থার্মোকলের ওপর রংয়ের প্রলেপ দিয়ে রোদে রাখতে

হয়। কিন্তু সপ্তাহভর বৃষ্টির দাপটে সেই কাজও পণ্ড। কাস্টমার তো আর এত বিপদ বুঝবে না!'

শিল্পী সিদ্ধার্থ পাত্র কিছুটা হতাশ স্বরে বললেন, 'বেশিরভাগ শিল্পীই অসম, চেন্নাই, মহারাষ্ট্রে কাজে চলে যাচ্ছে একটু বেশি আয়ের আশায়। এখানে রোজ পাই ৮০০ টাকা। বাইরে গেলে সেটা ১৬০০-১৭০০ টাকা অবধিও ওঠে। এখানে কাস্টমার এক বলে যায়, আর হাতে আরেক দেয়। তারপর যা বৃষ্টি, জিনিসপত্র রাখতেও ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিট হয়ে নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে।'

manipalhospitals
LIFE'S ON

পেট ও লিভার সমস্যার সম্পূর্ণ চিকিৎসা

মণিপাল হসপিটাল শিলিগুড়ি, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগে পেট সম্পর্কিত সমস্যার নিখুঁত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়

- অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী ও উন্নত ডায়াগনস্টিকস
- হজম সংক্রান্ত সমস্যা, গ্যাস্ট্রাইটিস, প্যানক্রিয়াটাইটিস এবং পেটের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা
- জন্ডিস, লিভার সিরোসিস, ক্রনিক লিভার ডিজিজ, ফ্যাটি লিভার সহ লিভারের যে কোনও সমস্যার চিকিৎসা
- আধুনিক পদ্ধতিতে ইআরসিপি
- এন্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি ও এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে রোগ নির্ণয়

আমাদের বিশেষজ্ঞ
ডাঃ পিনাকী সুন্দর কর
কনসালটেন্ট - গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি এবং হেপাটোলজি
MBBS, DNB (Medicine), DM (Hepatology & Gastroenterology) from I.L.B.S (Institute of Liver & Biliary Sciences) New Delhi, Fellowship - A.A.S.L.D, Associate Fellowship - NAMS Delhi.
মণিপাল হসপিটাল শিলিগুড়ি
মেঘনাদ সাহা সরণি, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৩, পশ্চিমবঙ্গ

বিশদ জানতে ফোন করুন: 0353 2518667, 92334 89564

INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORPORATION LTD.
IRCTC
(A Govt. of India Enterprise - Navratna)
All-inclusive Group Departure
Ex Bagdogra
Domestic Tour Packages
6 Night 7 Days — Kerala Luxe Escape : Rs. 61,330/- Per Person — 11th Oct '25
Munnar • Thekkady • Alleppey • Trivandrum • Kochi
International Tour Packages
5 Night 6 Days — THAILAND SPECIAL : Rs. 51,940/- Per Person — 12th Nov '25
Bangkok-Pattaya
Includes: Return Airfare • Stay in Deluxe Hotels • All Transfers & sightseeing • Travel Insurance • GST.
For Booking: Area office: IRCTC, 1st Floor Platform no 1, NJP Railway Station
Mobile : 6290861590
Regional Office: 4D Mandovi Apartment, GNB Road, Opposite: Rabindra Bhawan, Ambari, Guwahati 781001.
Mobile : 8595936716, 8595936717, 6290861590
Email : tourroghy@irctc.com Website : www.irctctourism.com

Ministry of Ayush Government of India
ভারত সরকার
আয়ুশ মন্ত্রক
আয়ুশ ভবন
'বি' ব্লক, জিপিও কমপ্লেক্স, আইএনএ, নিউ দিল্লি-১১০০২৩
ওয়েবসাইট : www.ayush.gov.in

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, আয়ুশ মন্ত্রক, ভারত সরকারের সাক্ষ্য/পূর্বানুমতি ছাড়া কোনও আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথিক (এএসইউ এবং এইচ) কোম্পানি অথবা এদের ভেষজ উপাদান/ঔষধ যে কোনও আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথিক (এএসইউ এবং এইচ) প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির প্রস্তুতকারক এগুলি বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্সের অনুমতি পাবে না। এছাড়াও, বর্তমান অনুবিধি ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট ১৯৪০ এবং এর রুল অনুসারে, এএসইউ এবং এইচ-এর কোনও ওষুধ/ভেষজ উপাদান প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স শুধুমাত্র রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (এসএলএ)-এর অনুমোদনই দেওয়া হবে।
২. আয়ুশ মন্ত্রক জনসাধারণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সতর্ক করছে :
i) এএসইউ এবং এইচ-এর ভেষজ উপাদান এবং ঔষধগুলির কোনও রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অলৌকিক অথবা অতিপ্রাকৃত প্রভাব ফেলার বিজ্ঞাপন আইনত নিষিদ্ধ। এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং এই ধরনের যাচাই বিহীন, অথবা মিথ্যে দাবির প্রচার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।
ii) দি ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস (আপত্তিকর বিজ্ঞাপন) অ্যাক্ট, ১৯৫৪ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট যে কোনও রোগ এবং পরিস্থিতির চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধ এবং ম্যাজিক রেমিডিস-এর অলৌকিক ক্ষমতা দাবি করে বিজ্ঞাপন দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোনও ব্যক্তিকে যদি এই অ্যাক্টটি লঙ্ঘন করার জন্য দায়ী বলে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তাকে আইনের দ্বারা বিহিত জরিমানা দিতে বাধ্য হতে হবে।
iii) আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ এবং ইউনানি মেডিসিনস (এএসইউ)-এর অনুসূচির ই(১) যেটি ড্রাগ রুলস ১৯৪৫-এর অন্তর্গত সেটির তালিকাটিতে উল্লেখিত ঔষধগুলি আয়ুশ মেডিসিনের সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের অন্তর্গত নিবন্ধিত চিকিৎসকের অধীক্ষা এবং তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সেবন করতে হবে। এই ধরনের ঔষধের পাত্রের উপর 'Caution- To be taken under Medical Supervision' ('সতর্কতা- চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সেব্য') - কথাটি হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখা থাকবে। জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা নিবন্ধিত মেডিকেল পরিকল্পক/আয়ুশ সিস্টেমের চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শের পরবর্তীতে এই ধরনের ঔষধ ব্যবহার যাতে করেন।
iv) আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথি (এএসইউ এবং এইচ)-এর ভেষজ উপাদান/ওষুধগুলির দ্বারা স্ব-রোগ নির্ণয় অথবা স্ব-চিকিৎসা সম্পূর্ণ রূপে এড়িয়ে চলুন। যে কোনও প্রকার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে নিবন্ধিত মেডিকেল পরিকল্পক/আয়ুশ সিস্টেমের চিকিৎসকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার আবেদন করা হচ্ছে।
৩. জনসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন, এএসইউ এবং এইচ-এর ভেষজ উপাদান/ওষুধগুলির বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারক বিজ্ঞাপনগুলিকে এড়িয়ে চলুন। এই ধরনের আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন, মিথ্যে দাবি, নকল ওষুধ ইত্যাদি সম্পর্কে ড্রাগ পলিশি বিভাগ, আয়ুষ মন্ত্রকে (ইমেল: ayush medicine@gov.in) অথবা সংশ্লিষ্ট রাজ্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রিপোর্ট করতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
আয়ুশ মন্ত্রক -
জে-১১০১৯/০১/২০১৭-ডিসিসি (আয়ুশ)
cbc17201/11/0003/2526

সেই আদিম যুগ থেকেই ওদের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান। সময় গড়ানোর ফাঁকে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া। দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা। তবে বেশ কিছুদিন ধরেই সেই বন্ধুত্বে কোথায় যেন একটা ফাঁক দেখা দিচ্ছিল। সেই সুবাদেই মনকষাকষির বাড়বাড়ন্ত। পরিস্থিতি সামাল দিতে একটা সময় দেশের সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের খাতিরেই ওই নির্দেশকে নিয়ে গোটা দেশ তোলপাড়। আদালত পরে সেই রায়কে বদলে দেওয়ায় স্বস্তি। কীভাবে পথকুকুরের সঙ্গে মানুষের আদি অনন্তকালের বন্ধুত্ব চিরকাল বজায় রাখা সম্ভব, উত্তর সম্পাদকীয়র আজকের দুটি প্রতিবেদন সেই উত্তর খুঁজল।

অথ সারমেয় কথা

কুট্টুস-স্কুবিডু ভালো থাকুক, আমরাও থাকি নিরাপদ

রঙ্গন রায়

খুব ছোটবেলায় একটা সিনেমা দেখেছিলাম, নাম ছিল 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ মাইলো অ্যান্ড অটিস'। জাপানি ছবি। মাইলো নামের একটি লাল বিড়াল আর অটিস নামের এক পাগ কুকুরের চমৎকার সারভাইভাল গল্প। গল্পটা বলি। ছোট্ট মাইলো একদিন তার মালিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একখানা কাঠের বাক্সে ঢুকেছিল খেলাচ্ছলে, তারপর ঘটনাচক্রে বাক্স সহকারেই নদীতে ভেসে যায়। আর সেই বাড়িরই কুকুর, মাইলোর বন্ধু অটিস, তাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণের তোয়াক্কা না করেই নদীর কিনারা ধরে রওনা দেয়। যাত্রাপথে তাদের কত কত যে অ্যাডভেঞ্চার! শিশুমনের জন্য আদর্শ এক ছবি। সেদিন প্রথম আমার বিড়াল ও কুকুরের প্রতি প্রীতি জন্মেছিল। সিনেমার উদ্দেশ্যও ছিল তাই, পশুপ্রেমকে শিশুদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। তাই পরিচালক মাসানোরি হাতা এবং কন ইচিকাওয়া অ্যানিমেশন ছবি তৈরি করেননি। করেছিলেন লাইভ অ্যাকশন।

যাঁরা নয়ের দশকে জন্মেছেন, তাঁরা সবাই জানেন, আমাদের ছোটবেলায় সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ছিল না। ছিল কার্টুন নেটওয়ার্ক। তাতে হত 'স্কুবিডু' নামক একটি গ্রেট ডেন কুকুরের মজাদার কাণ্ডকারখানা। বা টম অ্যান্ড জেরির কথাই ধরুন। তাতেও ছিল বুলডগ স্পাইক। আবার যেদিন প্রথম হাতে পেলাম হার্জ প্রণীত টিনটিন, তাতেও টিনটিনের সর্বক্ষণের সঙ্গী কুট্টুস নামের ফক্সটেরিয়ার আমাদের সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। যে না থাকলে তো কতবারই টিনটিনের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হত! অরণ্যদেবের ডেভিল-ই বলুন, বা একটু বড় হয়ে পড়া জ্যাক লন্ডনের 'কল অফ দ্য ওয়াইল্ড'-এর স্লেজ টানা 'বাক'— কুকুরের সঙ্গে আমাদের প্রাণ কিন্তু সবসময়ই জুড়ে ছিল। তাদের প্রতি ভালোবাসাও ছোটবেলাতেই, এভাবেই তৈরি হয়ে যায়। আমাদের শেখানো হয়, কুকুরই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। সেই আদিমকালের গুহাবাসী জীবন থেকে সে মানুষের কাছাকাছি থাকে। শিকার থেকে শুরু করে সর্বত্র সাহায্য করে। ভরসা জোগায়। তাহলে আজ হঠাৎ সুপ্রিম কোর্টের এমন রায়দানে আমরা দুই পক্ষে ভাগ হয়ে গেলাম কেন? হলাম, কারণ কিছু ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়ায়।

একটি শিশু তার বাড়ি থেকে বের হতেই হিংস্র পথকুকুর, যেগুলি নিরীহ বলেই আমাদের ধারণা, তাকে আঁচড়ে কামড়ে নৃশংসভাবে হত্যা করছে– এই ভয়াবহ দৃশ্য চাক্ষুষ করলে আপনার অস্বস্তি হতে বাধ্য। তাছাড়া রাস্তায় প্রায়ই আমরা পথচলতিরাও আক্রান্ত হই তাদের দ্বারা। অনেকেরই কুকুরের প্রতি ফোবিয়া আছে। জলাতঙ্কের মতো ভয়ংকরতম রোগ একবার হয়ে গেলে, আজও তার ঠিকমতো নিরাময়ের ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। কাজেই কুকুর নিয়ে আমাদের প্রেমের চেয়েও বেশি সচেতনতা প্রয়োজন।

আমি একজন সাধারণ নাগরিক। কুকুরের প্রতি আমার অবস্থানটি শুনে হয়তো আপনিও আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমি কুকুরকে ভালোবাসি। কিন্তু গভীর রাতে একা একা বাড়ি ফেরার পথে যখন এক দঙ্গল কুকুর রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ রব তোলে, তখন আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায় বৈকি!

এমন অনেকবারই হয়েছে, কুকুর দেখলে মাথা ধরে আদর করে দিয়েছি, দোকান থেকে কিনে খাইয়েছি বিস্কুট। দোকানে খাচ্ছি, সেসময় একটা কুকুর এসে মায়াবী চোখে তাকিয়ে থাকলে আমরা দয়াপরবশ হয়ে, নিজেরই ভাগ থেকে সেটির মুখে খাবার তুলে দিই। কিন্তু সেই 'আমি'ই যখন রাত্রিবেলা মোটর সাইকেল চালিয়ে ফিরি, আর পেছনে কুকুর তাড়া করে, তখন কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে যায়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। ঘটেও অনেকের। এমন নজির অনেক আছে।

তবে আগের তুলনায় ইদানীংকালে রাস্তার কুকুরের হিংস্রতা অনেকটাই বেশি বেড়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে হয়েছে, মানুষের প্রতি তাদের বিশ্বাস উঠে গিয়েছে যেন। যেভাবে জোরে জোরে সবাই গাড়ি চালায় এবং পিষে দিয়ে চলে যায় তাদের, আহত করে, বিকলাঙ্গ করে, হোটেলের কাছে ঘুরঘুর করলে ছিটিয়ে দেয় গরম জল– তার ফলেই তারা এমনটা হয়ে উঠছে সম্ভবত! আক্রমণ করার একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণও আছে। কী কারণ? মানুষ ভয় পেলেই তার শরীর থেকে অ্যাড্রিনালিন ও কর্টিসেল হরমোন ক্ষরণ হয়। এতে ঘামের গন্ধ বদলে যায় আমাদের, শরীরের উষ্ণতা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও বাড়ে, মাংসপেশি টানটান হয়ে যায়; কুকুর সেটা খুব দ্রুতই বুঝতে পারে। কারণ তাদের ঘ্রাণশক্তি মানুষের থেকে প্রায় ৪০ গুণ বেশি। কুকুরগুলি ভাবে, রিফ্লেক্সের দরুন মানুষটি হয়তো তার ক্ষতিই করে ফেলবে। তাই সে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

তবে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় পূর্বে দিয়েছিল, যার ফলে বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তার সংশোধন করে নয়া ফরমান জারি করেছে আদালত। যা আমার মতো সাধারণ মানুষের অনেকাংশে সঠিক বলে মনে হয়। কেন?

সুপ্রিম কোর্ট ২২ অগাস্ট পথকুকুরের বন্ধ্যাকরণের প্রতি জোর দিয়েছে। যদিও সব কুকুরকে ধরে ধরে নির্বীজকরণ করালে একদিন কুকুরই থাকবে না। বিষয়টি নিয়ে তাই আরও সংশোধনের প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে। এছাড়া রাস্তা থেকে তাদের নির্দিষ্ট আশ্রয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে, সেখানে সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিষেধক দিয়ে, ট্রিটমেন্ট করে, তারপর ফের যেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানেই ফিরিয়ে দিতে বলেছে আদালত। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের কথাও রয়েছে। যেমন, যে সমস্ত কুকুর র‍্যাবিজ আক্রান্ত বা আগ্রাসী, হিংস্র স্বভাবের, তাদের আশ্রয় শিবিরেই রেখে দিতে হবে। রাস্তায় ফেরানো যাবে না। তাছাড়া, রাস্তার ধারে প্রকাশ্যে কুকুরকে খাওয়ানোরও অনুমতি দেয়নি আদালত।

মাঝেমধ্যেই দেখবেন, পশুপ্রেমী সংগঠন থেকে রাস্তায় রাস্তায় একগাদা ভাত-ঝোল মেশানো খাবার দিয়ে যায়। যা খুবই মহৎকর্ম সন্দেহ নেই। কিন্তু কুকুরগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এমনভাবে খায়, যাতে গোটা রাস্তাঘাটই অপরিষ্কার হয়ে যায়। ভাত পচে গন্ধও ছড়ায়। তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় খাওয়ালে কিন্তু এই ব্যাপারটা হবে না। সুস্থ একটি সমাজ গড়ে উঠবে। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর সমানভাবে বেঁচে থাকার, সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার আছে। মানুষকে তাই সচেতন হতে হবে। প্রেম যেন অন্ধ না হয়। আপনার ভালোবাসা যেন অন্য মানুষের জন্য ক্ষতিকর না হয়, এটা সর্বাগ্রে লক্ষণীয়।

এই রায়ের প্রেক্ষাপটে আরেকটি জিনিসও মনে হয় যে, যাঁরা বাড়িতে কুকুর পোষেন, তাঁরা যখন তাদের বাইরে ঘোরাতে বের করেন, অবশ্যই পোষ্যদের বর্জ্যগুলি রাস্তায় ফেলা বন্ধ করা উচিত। সবাই যদি এক এক ধাপ অগ্রসর হই, ভালোবাসা তাতে কমে না। কুকুর সেই শিকারের যুগ থেকে মানুষের বন্ধু। তাকে ভালোওবাসুন। কিন্তু সচেতনতা বজায় রেখে। যেন আর কোনও শিশুর মৃত্যু না ঘটে। যেন কুকুরও মানুষের প্রতি বিশ্বাস না হারায়। যেন আপনারই বিপদে সত্যিই 'অটিস'-এর মতো মিষ্টি কুকুরটি ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণের ভয় না করে। তবেই তো ভারসাম্য। সহাবস্থান!

(লেখক ভাষাকর্মী)

সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়লে সমস্যা মিটতে বাধ্য

অনিমেষ বসু

সে অনেকদিন আগের কথা। শীতকাল। পাড়ার এক মন্দিরে পুজো ছিল। পুজোর পর ভোগ বিতরণ করা হয়। তার দিন দুই-তিন আগে পাড়ারই একটি সারমেয় সবে তিন-চারটে সন্তান প্রসব করেছে। পেটে তার প্রচুর খিদে। পাড়ারই কেউ কেউ তাকে ও তার সন্তানদের পেটপুরে ভোগের খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। সম্ভবত পেটে যতটা জায়গা ছিল, ওরা তার চেয়ে কিছুটা বেশিই খেয়েছিল। এরপর একটা ছানা কনকনে শীতে সারারাত নর্দমায় শুয়ে থাকে। খিচুড়ি খেয়ে সেটির এমনই পেট গরম হয়েছিল! সে যাই হোক, সেই থেকে কৃষ্ণবর্ণের ওই চারপেয়ে, যার স্বাভাবিক নামকরণ হতে পারত 'কালু' বা 'কেলটি', তা না হয়ে হল-- 'ভেল্কি'।

শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলে এরকম অনেক 'ভেল্কি' দেখা যায়। বিচিত্র সেগুলির নাম, ততধিক বিচিত্র স্বভাব। কারও হাতের ছোঁয়া পেলে সেগুলি পায়ে লুটিয়ে পড়ে। আবার কাউকে পাড়াছাড়া না করা পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকে। অস্বীকার করার উপায় নেই-- পথকুকুরের বেলাগাম সংখ্যাবৃদ্ধিতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ির কোনও কোনও পাড়ায় তো মারাত্মক অবস্থা। ৩০০ মিটারের মধ্যে ২৬টি কুকুরের সহাবস্থান। আগে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কুকুর প্রজনন করত, কিন্তু এখন গোটা বছরই দেখা যাচ্ছে পাড়ার রাস্তায় ছোট-ছোট কুকুরছানা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারমেয়প্রেমীরা নিয়ম করে খেতে দেওয়ায় বেশ তাগড়াই চেহারা হচ্ছে অল্পদিনেই। কিশোর-কিশোরী বা অনেকক্ষেত্রে বয়স্করা সেগুলির 'হম্বিতম্বি' দেখলে পাশ দিয়ে যেতে পর্যন্ত ভয় পান। পথচারী, সাইকেল আরোহী, বাইকচালক প্রত্যেকে এই সমস্যার কথা বলছেন। রাতে আবার তারস্বরে চিৎকারে ঘুমের বারোটা বাজে অহরহ। সকালে উঠলে দেখা যায়, গোটা রাস্তা বিষ্ঠায় ভর্তি। সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমন সমাধানের রাস্তাও খোলা রয়েছে। কিন্তু সেই সমাধানের রাস্তাটা একমুখী নয়। প্রয়োজন বহুবিধ ভাবনার।

প্রথমত, পথকুকুরের পরিসংখ্যান নিয়ে বিস্তর গোলমাল রয়েছে, দেশের সর্বত্রই। শিলিগুড়ি শহরে মোট কত সংখ্যক পথকুকুর রয়েছে, তার নির্দিষ্ট হিসেব প্রশাসনের কাছে নেই। জানতে চাইলে কেউ বলছেন ১০ হাজার, কেউ বলছেন ২০ হাজার। গোটা ব্যাপারটায় পরিসংখ্যানটা একটা বড় ফ্যাক্টর। তবেই পরিকাঠামো তৈরি সম্ভব। পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল— নির্বীজকরণ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের যা অপ্রতুল অবস্থা, তাতে দেখা গিয়েছে দু'বছরেও নির্বীজকরণ হয়নি। আর যখন হয়েছে তখন হয়তো সর্বোচ্চ ১০০টা কুকুরের হয়েছে। সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি।

নির্বীজকরণ সত্যিই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। যে কারণে পুরনিগমকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্য নিতে হচ্ছে। সংগঠনগুলি যখন গাড়ি নিয়ে এলাকার কুকুরদের ধরতে যায়, তখন আবার পাড়ার অনেকে তাদের ঘিরে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বক্তব্য, 'আমাদের পাড়ার লালুকে নিয়ে গিয়ে অন্য পাড়ার ভুলুকে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' এনিয়ে বহু ঝামেলা হয়েছে। সংগঠনও ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, এখন নির্দিষ্ট 'ট্যাগ' রয়েছে, নির্দিষ্ট এলাকার কুকুরকে সেই এলাকাতেই নির্বীজকরণের পর ছেড়ে আসা হয়।

দ্বিতীয়ত, পুরনিগমের তরফে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য যে ব্যয়ের কথা বলা হচ্ছে, তার জন্য বিষয়টিকে বাজেটের আওতায় আনা দরকার। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের খাতিরে কোটি কোটি টাকার প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। পথকুকুরদের জন্যও বরাদ্দ করা উচিত। কারণ, এটাও দৈনন্দিন নাগরিক সমস্যা। পথকুকুরদের মলমূত্রে শহর নোংরা হচ্ছে বলে অভিযোগ। দূষণও বাড়ছে। চিকিৎসকরা বারবার একথা স্মরণ করিয়েছেন। কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। এটা মারণ রোগ। একবার হাইড্রোফোবিয়া হলে সেটা মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়। তাছাড়া আমাদের হাসপাতালগুলোতে সবসময় কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। আর সময়মতো টিকা না নিলে আতঙ্কটা থেকেই যায়। গরিব মানুষ বাইরে থেকে দামি অ্যান্টি র‍্যাবিজ ইনজেকশন কিনতে পারে না। হাসপাতালের দিকেই তাকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নয়াদিল্লি থেকে পথকুকুর সরানোর নির্দেশ দেওয়ার পর দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। সারমেয়প্রেমী ও ভুক্তভোগী— কার্যত দ্বিধাবিভক্ত সাধারণ মানুষ। বিতর্কের বাতাবরণ আঁচ করে রায় ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই ফের নির্দেশ বদল করে শীর্ষ আদালত। বর্তমান রায় অনুযায়ী, রাজধানীর রাজপথ থেকে কুকুরগুলিকে নির্দিষ্ট আশ্রয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে বটে, কিন্তু নির্বীজকরণ এবং প্রতিষেধক দেওয়ার পর আবার যথাস্থানে সেগুলিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে কোনও শর্তেই রাস্তায় প্রকাশ্যে কুকুরকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়নি আদালত। সেক্ষেত্রে প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। এমনকি যদি কোনও ব্যক্তি রাস্তায় কুকুরকে খেতে দেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপও করা হতে পারে।

পথকুকুরের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সারমেয়প্রেমীদের সংখ্যা। এর নেপথ্যে একটা মনস্তত্ত্ব কাজ করছে। গবেষণা বলছে, মানুষ এখন অনেকটাই নিঃসঙ্গ। পরিবার ছোট হয়েছে। সামাজিকভাবে অন্য মানুষের সঙ্গে সে যতটা না সম্পৃক্ত থাকছে, তার চেয়ে অনেক বেশি একাত্ম হয়ে উঠছে সারমেয়র সঙ্গে। এটা ভাবনার বিষয়। পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পুরো প্রক্রিয়ায় একটা 'ব্যালেন্স' আনা প্রয়োজন। কামড়েছে বলে কুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার ঘটনাও ঘটছে। এভাবে তো মেরে ফেলা যায় না। মানুষে, কুকুরে আক্রোশ তৈরি করা আমাদের কাজ নয়। একটা ঘটনা মনে পড়ে, শিলিগুড়ি হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে এক প্রৌঢ়া শুয়ে থাকতেন। তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকত একটা কুকুর। শীতে মহিলার ছেঁড়াফাটা কম্বলের মধ্যেও সেঁধিয়ে যেত। কে যে কার সাহচর্যে বেঁচে ছিল, বলা মুশকিল। তবে দৃশ্যটা দেখে মনের প্রশান্তি হত।

পুরনিগম, প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সারমেয়প্রেমী প্রত্যেককে এক ছাতার তলায় এসে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজটা করতে হবে। এখানেও বিভাজন দেখা গেলে মুশকিল। সামগ্রিকভাবে, সারমেয়প্রেমীর তুলনায় ভুক্তভোগীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। সুপ্রিম কোর্টও পুরনিগমকেই দায়িত্ব পালন করতে বলেছে। কুকুরদের আশ্রয়স্থলও সঠিকভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন। সবাই হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করলে তবেই শহর পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর থাকবে।

পরিশেষে, আদালতের রায়ের পক্ষে-বিপক্ষে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, বিদ্বেষ-আবেগ সরিয়ে বাস্তবকে অনুধাবন করে শহরে অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া পথকুকুরের সংখ্যায় রাশ টানতেই হবে। তার জন্য নির্বীজকরণ সহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রশাসন ও পুরনিগমকেই করতে হবে। আর শহরবাসীদের এব্যাপারে সাহায্য ও পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। সামগ্রিক পরিবেশ, প্রাণীকুল ও মনুষ্যকুলের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে চিকিৎসক ও প্রাণী বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা আমাদের ভুললে চলবে না।

(লেখক সমাজ ও পরিবেশ কর্মী)

ছবি : মাজিদুর সরদার

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পরীক্ষায় নকল, বাজেয়াপ্ত মেশিন

দিনহাটা, ২৩ অগাস্ট : দিনহাটা কলেজে চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা চলাকালীন শনিবার অধ্যক্ষের হাতে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়লেন কয়েকজন ছাত্র। জিজ্ঞাসা করতেই উঠে আসে কলেজের পাশে একটি ফোটোকপির দোকানের নাম। এরপরই দিনহাটা থানার পুলিশ দোকান থেকে ফোটোকপির মেশিন বাজেয়াপ্ত করল।

দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আবদুল আওয়াল বলেন, 'পরীক্ষা চলাকালীন কয়েকজন ছাত্রের কাছে নকল পাওয়া যায়। তারা কলেজের পাশের একটি দোকানের নাম বলে। এর আগেও ওই দোকানদারকে সাবধান করা হয়েছিল। দিনহাটা থানায় খবর দিলে তারা এসে ফোটোকপির মেশিন নিয়ে যায়।' দিনহাটা থানার এক আধিকারিক জানান, ওই দোকানদারের বিরুদ্ধে পরীক্ষা চলাকালীন মাইক্রো ফোটোকপি করার অভিযোগ ছিল। ফোটোকপির মেশিন তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। দোকানদারকে সচেতন করা হয়েছে।

জমি বিবাদে জখম ১

শীতলকুচি, ২৩ অগাস্ট : জমি নিয়ে দুই ভাইয়ের বাদানুবাদ, মারামারি। দাদার লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম ভাই। তিনি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শনিবার ঘটনাটি ঘটে শীতলকুচি ব্লকে গোলেনাওহাটি পঞ্চায়েতের পাইকারটারি এলাকায়। শীতলকুচি থানার ওসি আন্থনি হোড়ো বলেন, 'একপক্ষ অভিযোগ দায়ের করেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

দীর্ঘদিন ধরে সেরাজুল মিয়াঁ ও জিয়ারুল মিয়াঁ নামে দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রায় দুই শতক জমি ভাগ নিয়ে বিবাদ চলছিল। এদিন সেরাজুল জমি মাপতে আমিন ডাকলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। জিয়ারুলের মাথায় সেরাজুল লাঠি দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। তিনি এখনও সেখানেই চিকিৎসাধীন। জিয়ারুল বলেন, 'দাদা জোর করে জমি দখল করতে চাইছে। বাধা দিতে গেলে আমাকে ও আমার পরিবারের সদস্যদের মারধর করেছে।' পালটা সেরাজুলের দাবি, জিয়ারুল রাস্তা বন্ধ করেছে। তিনি সহ তাঁর পরিবারকেও মারধর করা হয়।

সভা

মাথাভাঙা, ২৩ অগাস্ট : শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে শনিবার জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বেসরকারি প্লাইউড কারখানায় সভা করল আইএনটিটিইউসি'র জেলা কমিটি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি রাজেন্দ্রকুমার বৈদ্য সহ অনেকে।

দুই সরকারি দপ্তরের সমন্বয়ের অভাব

লাইন ফেটে জলমগ্ন রাস্তা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার-দিনহাটা রোডের চাকির মোড় বাজার।

কোচবিহার, ২৩ অগাস্ট : মুষলধারে বৃষ্টি হয়নি, চড়া রোদ। অথচ রাস্তা জলে ডুবে। সেই জল কেটেই যানবাহন চলাচল করছে। শনিবার সকালে এমনই ছবি দেখা গেল একেবারে কোচবিহার শহর লাগোয়া কোচবিহার-দিনহাটা রোডের চাকির মোড় বাজার সংলগ্ন এলাকায়। নজরে এল, রাস্তার ধারে এক জায়গা থেকে পিএইচই'র পাইপলাইন ফেটে তীব্র বেগে ফোয়ারার মতো জল উঠছে। ফলে রোদের মধ্যেও গোটা রাস্তা জলমগ্ন। একদিকে যাত্রীদের চলাচলে সমস্যা, অন্যদিকে পানীয় জলের অপচয়। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিংবা গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ, কারও কোনও হেলদোল চোখে পড়েনি।

যদিও পিএইচই'র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ধর বলেন, 'আমাদের এত লোক নেই যে, এগুলো খুঁজে বের করবে। এর জন্য প্রধান বা যে কেউ পিএইচই-কে ফোন করলে আমাদের লোক এসে তা ঠিক করে দিয়ে যাবে।'

এলাকার বাসিন্দা মৃণালকান্তি চক্রবর্তী অভিযোগের সুরে বলেন, 'কোচবিহার-দিনহাটা রোডে পাইপলাইন ফেটে পানীয় জল বের হওয়া এখন প্রায় নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শুধু এই রাস্তাতেই নয়, গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অলিগলিতে বিভিন্ন জায়গায় পাইপ ফেটে এভাবে পানীয় জল বের হয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা পিএইচই-কে একাধিকবার জানিয়েছি। কিন্তু তারা কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

পানীয় জলের সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছেন কোচবিহার শহর লাগোয়া গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ। জলের অভাবে এলাকার বাসিন্দারা বেশ কয়েকবার চাকির মোড় এলাকায় পথ অবরোধও করেন। এছাড়াও বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী বেশ কয়েকবার গণস্বাক্ষর করে জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে দাবিপত্রও জমা দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটেনি। এখনও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রচুর বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছায় না। আবার বিভিন্ন জায়গায় জলের গতি একেবারে সুতোর মতো। অথচ এই অবস্থায় দিনের পর দিন এভাবে পানীয় জল নষ্ট হলেও বিষয়টি নিয়ে হেলদোল নেই কারও।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, পিএইচই ও পূর্ত দপ্তরের মধ্যে সঠিক সংযোগ না থাকার কারণেই এ ধরনের ঘটনা আকছার ঘটছে। বাসিন্দারা আরও জানিয়েছেন, শুক্রবার বেশি রাতে ওই এলাকায় কোচবিহার-দিনহাটা রোড সংস্কারের কাজ হয়। বিস্তীর্ণ অংশে রাস্তা ভেঙে পেভার্স ব্লক বসানো হয়। রাস্তা সংস্কারের কাজে আর্থমুভারও ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। সম্ভবত সে কারণেই জলের পাইপ ফেটে এই অবস্থা হয়েছে। এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর প্রতিবারই পিএইচই বা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে অস্থায়ীভাবে করা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না।

> কোচবিহার-দিনহাটা রোডে পাইপলাইন ফেটে পানীয় জল বের হওয়া এখন প্রায় নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু এই রাস্তাতেই নয়, গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অলিগলিতেও পাইপ ফেটে এভাবে জল বের হয়। আমরা পিএইচই-কে একাধিকবার জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।
>
> **মৃণালকান্তি চক্রবর্তী**
> স্থানীয় বাসিন্দা

পরিবার ।। *কোচবিহারের নীলকুঠিতে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়। শনিবার।*

অপহৃতকে ফেরাতে টাকা দাবি পুলিশের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ অগাস্ট : মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে বলে জানিয়ে বাবা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আশা ছিল, পুলিশ দ্রুতই ব্যবস্থা নিয়ে সমস্ত সমস্যা মেটাবে। কিন্তু কোথায় কী! মেয়েকে বাড়ি ফেরাতে সেই পুলিশই উলটে মেয়ের বাবার কাছে গাড়ির তেলের টাকা দাবি করে বসে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটের ঘটনা। পুলিশ যে এমনটা করতে পারে তা ওই নাবালিকার বাবা ভাবতেও পারেননি। পরে

শিলিগুড়ি

পুলিশি অসহযোগিতার বিষয়টি জানিয়ে শনিবার তিনি এসডিপিও (নকশালবাড়ি)-র দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা করেন। অভিযোগপত্রে চটহাট ফাঁড়িতে কর্তব্যরত মহম্মদ নইমুদ্দিন নামে এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের (এএসআই) নাম রয়েছে। পুলিশ অভিযোগ মানতে চায়নি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায় বললেন, 'কেউ ওই নাবালিকাকে অপহরণ করেনি। এক বিবাহিত ব্যক্তির সঙ্গে সে স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। ইসলামপুরে তারা যেখানে ছিল সেখানে পুলিশ অভিযান চালায়। তবে দুজনকে সেখানে পাওয়া যায়নি। ওই দুজন সেখান থেকে পালিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে।' রবিবারের মধ্যে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা যাবে বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশা প্রকাশ করেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের নামে অভিযোগ

বিস্মিত বাবা

- ফাঁসিদেওয়ার চটহাটের বাসিন্দা এক নাবালিকা ২০ অগাস্ট থেকে নিখোঁজ
- উত্তর দিনাজপুরের এক ব্যক্তি তাকে অপহরণ করে বলে অভিযোগ
- ওই নাবালিকার বাবা পুলিশের দ্বারস্থ হলেও তাঁর কাছে টাকা দাবি করা হয় বলে অভিযোগ
- এক এএসআইয়ের দিকে অভিযোগের আঙুল, পুলিশ অভিযোগ মানতে চায়নি

> কেউ ওই নাবালিকাকে অপহরণ করেনি। এক বিবাহিত ব্যক্তির সঙ্গে সে স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। ইসলামপুরে তারা যেখানে ছিল সেখানে পুলিশ অভিযান চালায়। তবে দুজনকে সেখানে পাওয়া যায়নি। ওই দুজন সেখান থেকে পালিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে।
>
> **অভিষেক রায়**
> অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কার্সিয়াং

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানতে চাননি, 'ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ কোনওমতেই ঠিক নয়। ওই নাবালিকার বাবা পুরোপুরি ভিত্তিহীন দাবি করছেন।'

স্কুলে যাওয়ার জন্য ২০ অগাস্ট সকালে বছর ষোলোর ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। পরে পরিবার তার বহু খোঁজ করে। কিন্তু কোথাও ওই নাবালিকার কোনও হদিশ মেলেনি। পরে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডাঙ্গাপাড়ার এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে ওই নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়।

এনিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। এরপর ২২ তারিখ ওই নাবালিকার বাবা চটহাট ফাঁড়িতে গেলে এএসআই মহম্মদ নইমুদ্দিন টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ। গোটা বিষয়টি নিয়ে পরিবার খুবই চিন্তায় পড়ে যায়। শনিবার ওই নাবালিকার বাবা এসডিপিও (নকশালবাড়ি)-র দপ্তরে সবকিছু লিখিতভাবে জানান।

অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, 'টাকা না থাকলে কেন পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন?' বলে সংশ্লিষ্ট এএসআই ওই নাবালিকার বাবাকে প্রশ্ন করেন। পুলিশের এমন আচরণে তিনি মর্মাহত বলে ওই নাবালিকার বাবা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, ওই নাবালিকাকে উদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষের কথায়, 'পুলিশ নিয়ম মেনেই ওই নাবালিকাকে উদ্ধারের সমস্ত ব্যবস্থা করেছে।'

হাসপাতালে টোটো নিয়ে সমস্যা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৩ অগাস্ট : অ্যাম্বুল্যান্সচালক রতন দাস তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল থেকে এক মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে এসেছেন। দ্রুতগতির অ্যাম্বুল্যান্স হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মূল প্রবেশপথের সামনে। সেখানে তখন অন্তত চার-পাঁচটি টোটো দাঁড়িয়ে। অ্যাম্বুল্যান্স দেখে টোটোগুলি সরে যাওয়ার পর রাস্তা খুলল। রাগে গজগজ করতে করতে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন রতন।

এমজেএন মেডিকেলে এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, 'হাসপাতালে প্রবেশপথের সামনে অযথা ভিড় করা উচিত নয়। কিছু টোটো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটি প্রবেশপথে না থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়াতে পারে। হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স বা রোগী যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাতে সমস্যা না হয়, সেদিকে সকলেরই লক্ষ রাখা উচিত।'

সুনীতি রোডের পাশে হাসপাতালের মূল ভবনের প্রবেশপথ রয়েছে। এদিকে, বহির্বিভাগে যাওয়ার মূল প্রবেশপথ রয়েছে সিলভার জুবিলি রোডের পাশে। দুটি জায়গাতেই প্রবেশপথের ধারে যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে সুনীতি রোডের পাশের প্রবেশপথে। হাসপাতালের ওই বিল্ডিংয়েই জরুরি বিভাগ থাকায় সেখানে অ্যাম্বুল্যান্স করে রোগীদের নিয়ে আসা হয়। সুনীতি রোডে যানজট কমানোর জন্য পুলিশের তরফে কয়েক বছর আগেই বেশ কয়েকটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। সেই জায়গাগুলি বাদ দিয়ে অন্য কোথাও গাড়ি দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ওঠাতে বা নামাতে পারবে না। মাঝে কয়েকদিন সেই নিয়ম চললেও বর্তমানে অধিকাংশ যাত্রীবাহী গাড়িই সেই নিয়ম মানছে না। ফলে যেখানে-সেখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ওঠানো-নামানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। যার জেরে যানজট বাড়ছে। আর ওই রাস্তায় যানজট বাড়লে হাসপাতালে প্রবেশের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি সময় লাগছে অ্যাম্বুল্যান্সের। পাশাপাশি বহু টোটো একেবারে হাসপাতালে প্রবেশপথের মুখে দাঁড়িয়ে থাকাতেও সমস্যা বেড়েছে।

ডাকঘরে ভুয়ো ইন্টারভিউ

কোচবিহার, ২৩ অগাস্ট : কোচবিহারের মুখ্য ডাকঘরের ভেতরে ঢুকে ভুয়ো ইন্টারভিউ নিয়ে কিছু কর্মপ্রার্থীকে পোস্ট অফিসের চাকরি দেওয়ার নাম করে নিয়োগপত্র দেওয়ার অভিযোগ উঠল। পোস্ট অফিস সূত্রে খবর, ১০-১২ জন ছেলেমেয়ে এসে শুক্রবার দুপুরে মুখ্য ডাকঘরের সামনে জড়ো হন। এঁদের মধ্যে দুজন সাধারণ গ্রাহকের মতো পোস্ট অফিসের ভেতরে ঢুকে যান। গ্রাহকদের বসার জায়গায় বসে একজন ল্যাপটপ খুলে বসেন। তাঁর মুখে মাস্ক ছিল। তিনি ইন্টারভিউ নিতে শুরু করেন। যাঁরা ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন, তাঁরা বাইরে বসেছিলেন। এক এক করে ভেতরে ঢুকছিলেন। ইন্টারভিউ শেষে তাঁদের হাতে 'নিয়োগপত্র'ও দেওয়া হয়। প্রথমদিকে এই ঘটনা পোস্ট অফিসের কর্মীদের নজর এড়িয়ে গেলেও পরবর্তীতে তাঁদের নজরে পড়ে। হইচই শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি চম্পট দেন। যদিও শনিবার বিকেল পর্যন্ত পুলিশের কাছে কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন ওখানে কেউ ছিল না।'

দু'বছর ধরে অকেজো জল প্রকল্প

হলদিবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন হলদিবাড়ি ব্লকে বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের আঙ্গুলদেখা গ্রামের বাসিন্দারা। সরকারি প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীকে টিউবওয়েল বা কুয়োর অপরিশ্রুত জলের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। দুই বছরের বেশি সময় ধরে সরকারি পানীয় জলের প্রকল্পটি বিকল। বিভিন্ন সময় সেটি চালুর জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বর্ণলতা মল্লিক বলেন, 'সমস্যাটি জেলা পরিষদের নজরে আনা হয়েছে।'

আঙ্গুলদেখা সুপার মার্কেট চত্বরে বিকল সোলার পাম্প।

২০২১ সালে এলাকায় পানীয় জলের পরিষেবা দিতে কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে আঙ্গুলদেখা সুপার মার্কেট চত্বরে সৌরচালিত আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট বসানো হয়। পরিষেবা চালু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা সহ বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতারা খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু পরিষেবা চালু হওয়ার দুই বছরের মধ্যেই প্রকল্পটি অকেজো হয়ে যায়। ফলে ফের একবার জলসংকটের সম্মুখীন হতে হয় স্থানীয়দের।

স্থানীয় বাসিন্দা রবিন রায় বলেন, 'সরকারি অর্থ খরচ করে এলাকায় পানীয় জলের প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। কিন্তু পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা জল চাই। জল কোথায় পাব?' এলাকার আরেক বাসিন্দা কিরণবালা বর্মনের অভিযোগ, 'পরিষেবা প্রদানের নামে সরকারি অর্থ তছরুপ করা হয়েছে। নিয়মমাফিক কাজের জন্য সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাই অচিরেই প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়েছে।'

> সরকারি অর্থ খরচ করে এলাকায় পানীয় জলের প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। কিন্তু পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা জল চাই। জল কোথায় পাব?
>
> **রবিন রায়**
> স্থানীয় বাসিন্দা

প্রবীণ বাসিন্দা কমল রায়ের কথায়, 'সরকারি প্রকল্প থেকে জল পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে কুয়ো ও নলকূপের জল পান করতে হচ্ছে। ওই জলে আয়রন রয়েছে। বহুরকম পেটের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। রোগের হাত থেকে বাঁচতে গেলে আবার বহুদূর থেকে জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়।'

স্টেডিয়াম নিয়ে ক্ষোভ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : তিন বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও মেখলিগঞ্জ মহকুমার একমাত্র ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হয়নি। হতাশ সীমান্তবর্তী মহকুমার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার এজেন্সির দাবি, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। হলদিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস বলেন, 'দ্রুত বাকি কাজ শেষ করার জন্য ব্লক প্রশাসনকে বলা হয়েছে।' পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাহুল প্রামাণিক জানিয়েছেন, ফান্ড বরাদ্দের জন্য তদ্বির করা হয়েছে।

তরুণ প্রজন্মকে মাঠমুখী করতে ও এলাকায় খেলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে হলদিবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছিল। কাজের সূচনা করেছিলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। ৩০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১৮ মিটার প্রস্থের স্টেডিয়ামে শৌচাগার, পানীয় জল সহ আধুনিক সমস্ত সুযোগসুবিধা মিলবে বলে জানানো হয়। এর জন্য বিএডিপি ফান্ড থেকে ৮২ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৯৮ টাকা বরাদ্দ করা হয়। স্টেডিয়ামে ৫০০ জন দর্শক একসঙ্গে খেলার আনন্দ উপভোগ করতে

হলদিবাড়ি হাইস্কুলের মাঠে চলছে ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরির কাজ।

পারবেন বলে জানানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে ঠিকাদার সংস্থার তরফে প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ শেষ করা হয়। কিন্তু ফান্ডের অভাবে কাজের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়।

এদিকে, তিন বছর পেরিয়ে গেলেও প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় ব্যথিত মহকুমার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। একইসঙ্গে হতাশ হলদিবাড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা। দ্রুত অর্ধসমাপ্ত প্রকল্পের কাজ শেষ করার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

চলাচলে ভরসা সাঁকো

দিনহাটা, ২৩ অগাস্ট : একাধিকবার দাবি জানানো হলেও হয়নি সেতু। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাঁকো দিয়েই পারাপার করছেন পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে এমনই সমস্যায় ভুগছেন মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতালহাট, বড়নাচিনা, শিমুলতলা, ভুতকুরা ও পুঁটিমারি এলাকার প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ। বর্ষাকালে সেই সমস্যা আরও বড় আকার ধারণ করে। যদিও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের দাবি, দ্রুত সেতু তৈরি করে দেওয়া হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রভাতি বর্মনের কথায়, 'সেতু না থাকায় খুব সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।' এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী, এই সাঁকো দিয়ে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করে। বর্ষাকালে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়। এমনকি একাধিকবার প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি।

পঞ্চায়েত প্রধান মানবেন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চারপাশে একাধিক নদী রয়েছে। প্রত্যেকটি নদীর উপরেই সেতুর দরকার। ধীরে ধীরে সেই সেতু তৈরি করা হচ্ছে। একসঙ্গে সব সেতু নির্মাণ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক বছরই দুই-তিনটি করে করা হচ্ছে।'

নদী দখল করে অবৈধ আটটি রিসর্ট

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ইকো সেনসিটিভ জোনের সমীক্ষা করতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ প্রশাসনের কর্তাদের। সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, ইকো সেনসিটিভ জোনের বাইরে হলেও মাল ও ক্রান্তি ব্লকে অন্তত আটটি রিসর্ট গড়ে উঠেছে প্রশাসনের থেকে অনুমতি নিয়েই পুরোপুরি অবৈধভাবে নেওড়া নদীর চর দখল করে বা নদীর বুকে গড়ে উঠেছে। পাহাড়ি নদীর গতিপথ আটকে কীভাবে রিসর্ট গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হল তা নিয়েও উঠছে প্রশ্নচিহ্ন? পাশাপাশি হঠাৎ করে হড়পা এলে, এই রিসর্টগুলি ও রিসর্টে থাকা পর্যটকদের সুরক্ষার দায়িত্ব কে নেবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মালের মহকুমা শাসক শুভম কুন্দল।

গত কয়েকদিন ধরে গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ইকো সেনসিটিভ জোন চিহ্নিতকরণ করার কাজ শুরু হয়েছে প্রশাসনের তরফে। গরুমারা জাতীয় উদ্যান থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে যে সমস্ত রিসর্ট রয়েছে সেগুলি ইকো সেনসিটিভ

জলপাইগুড়ি

জোনের মধ্যে পড়ছে। মাল মহকুমার মেটেলি, মাল ও ক্রান্তি ব্লকে এই ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে কোন কোন রিসর্ট পড়ছে তার সমীক্ষার কাজ চালাতে গিয়ে প্রশাসনের কর্তাদের নজরে এসেছে অবাক করার মতো কিছু তথ্য।

সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, ক্রান্তি ও মাল ব্লকের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদী নেওড়ার দু'পাশে নদীর চর দখল করে গড়ে উঠেছে অন্তত আটটি রিসর্ট। সরকারি খাসজমিতে একেবারে নদী দখল করে কীভাবে রিসর্ট গড়ে উঠল? প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, এই সমস্ত রিসর্টের বিল্ডিং প্ল্যানের পাশাপাশি, ট্রেড লাইসেন্সও পুরোপুরি অবৈধভাবে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে থেকে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতের ফান্ডে টাকাও নেওয়া হয়েছে। সমীক্ষকরা জানতে পেরেছেন, বেশিরভাগ রিসর্টের মালিক দক্ষিণবঙ্গের। স্থানীয় কাউকে সামনে রেখে তাঁরা এভাবে বিপজ্জনক ব্যবসা চালাচ্ছেন।

গতবছর সরকারি এমনই খাসজমিতে গড়ে ওঠা বেশ কিছু রিসর্টের সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। তারপরেও অবশ্য সরকারি খাসজমিতে গড়ে ওঠা এই সমস্ত

নেওড়া নদীর বুকে অবৈধ রিসর্ট।

রিসর্ট লিজের জন্য আবেদন জানায় প্রশাসনের কাছে। ইকো সেনসিটিভ জোনের কাজ খতিয়ে দেখতে বন দপ্তর এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তরফে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। এই কমিটিকে সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা রিসর্টগুলির নথি খতিয়ে দেখতে বলা হয়। এই কমিটি নদীর মধ্যে গড়ে ওঠা রিসর্টগুলির লিজের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই এখন দেখার।

লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা রায় বর্মন ও কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডার প্রায় একই বক্তব্য। তাঁরা জানান, রিসর্টগুলি অনেকদিন আগেই গড়ে উঠেছে। সেই সময় তাঁরা প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন না। তবে কীভাবে রিসর্টগুলিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল, তা তাঁরা খতিয়ে দেখবেন। মালের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রীতি লামা বলেন, 'বন দপ্তরকে সঙ্গে নিয়েই ইকো সেনসিটিভ জোনের সমীক্ষার কাজ চলছিল। এই বিষয়ে সরকারি নির্দেশ কী রয়েছে সেটা দেখেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, পাহাড়ি নদী নেওড়ায় হড়পা আসতেই পারে। সেক্ষেত্রে রিসর্টগুলিতে পর্যটক ও কর্মীদের ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে। রিসর্টগুলিকে লিজ দেওয়ার আগে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। ময়নাগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ তথা ভূগোলের অধ্যাপক মধুসূদন কর্মকার মনে করেন, প্রশাসনের এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। গরুমারা ইকো সেনসিটিভ জোনের প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, জঙ্গল লাগোয়া চারটি রিসর্ট ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা বিশেষ কমিটি নেবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'সমীক্ষার রিপোর্ট আমরা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দেব।'

পথে ক্লান্তি দূর... শনিবার কোচবিহার ২ ব্লকের মোদকপাড়ায়। ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর সেহানবিশ

ফের মোষ পাচারের রমরমা

হেলদোল নেই শাসকদল ও পুলিশের

নিউজ ব্যুরো

২৩ অগাস্ট : পুলিশের নজর এড়িয়ে অসমে সহজে মোষ পাচার করতে ভরসা নদী ও জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের পথ। বৃষ্টির কারণে সংকোশ নদীর জলস্তর বেড়েছে। আগে হাতে বৈঠা বাওয়া নৌকায় বেঁধে মোষগুলিকে নদী পার করানো হত। একসঙ্গে বাঁধা ২০-২৫টি মোষ নদীতে সাঁতার কাটত। এতে সময়ও লাগত বেশি। এক ট্রিপে কম করেও ৪০-৫০ মিনিট সময় লেগে যেত। সম্প্রতি নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় এভাবে মোষগুলিকে নদী পার করানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই মাসখানেক হল কৌশল বদলে হাতে বৈঠা টানা নৌকার বদলে যন্ত্রচালিত বড় নৌকা ব্যবহার করছে মোষ পাচারকারীরা। ১৪-১৫টি মোষ মেশিনচালিত বড় নৌকার পাটাতনে চাপিয়ে ১৫-২০ মিনিটে নদী পার করে দেওয়া যাচ্ছে। এতে নদী পারাপারে আগের তুলনায় অনেক কম সময় লাগছে। এভাবেই রাতের অন্ধকারে একাধিক ভুটভুটিতে সংকোশ নদীপথে অবাধে কয়েকশো মোষ অসমে পাচার হচ্ছে।

সম্প্রতি কোচবিহার জেলা পুলিশের ধরপাকড়ে অসম-বাংলা সীমানার বিভিন্ন গ্রামের পথে মোষ পাচারের ঘটনা কিছুদিন বন্ধ ছিল। গত সোমবার কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়িতে গ্রামবাসীরা মোষবোঝাই দুটি পিকআপ ভ্যান আটকেছিলেন, যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, মোষ পাচার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা তো বটেই, সাধারণ গ্রামবাসীরাও বলছেন, আলিপুরদুয়ার জেলার সড়ক ও নদীপথ দিয়ে ফের রমরমিয়ে চলছে মোষ পাচার। কোচবিহার পুলিশের হাতের নাগালের বাইরে দিয়ে অসমে মোষ পাচারের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের চ্যাংমারি, ভল্কা বারবিশা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বনবস্তি লাগোয়া বিভিন্ন গ্রামীণ পথকে করিডর করেই চলছে মোষ পাচার।

পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মোষ। ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে।

এনিয়ে বিরোধীরা, বিশেষ করে বিজেপির নেতা-কর্মীরা গলা ফাটালেও কোনও হেলদোল নেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের।

রাধানগরের এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, কখনও কনটেনারে, কখনও ট্রাকে আবার কখনও পিকআপ ভ্যানে চাপিয়ে রাতের অন্ধকারে মোষ বারবিশা লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায় আনা হয়। তারপর একেক দিন একেক গ্রামের পথ ধরে মোষগুলিকে কয়েক কিমি হাঁটিয়ে সংকোশ নদীর বিভিন্ন ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। মোষ পাচারের জন্য বনবস্তি লাগোয়া জঙ্গলের পথকেই নিরাপদ করিডর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। রাধানগর থেকে লেফরাগুড়ি, ব্যাংডোবা, ইন্দুবস্তি, খুঁটিমারি দিয়ে বালাপাড়া হয়ে অসমটাপুতে সহজেই শয়ে-শয়ে মোষ পৌঁছে দেওয়া হয়। কখনও বারবিশা সেলস ট্যাক্স গেট এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের আশপাশে বা ভল্কা হাইস্কুলের সামনে মোষের গাড়ি খালি করা হয়। এরপর গ্রামের পথ ধরে সংকোশ নদীর জোঙ্গামারি ঘাটে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

কৌশল বদল

হাতে বৈঠা টানা নৌকার বদলে যন্ত্রচালিত বড় নৌকা ব্যবহার করছে মোষ পাচারকারীরা

১৪-১৫টি মোষ মেশিনচালিত বড় নৌকার পাটাতনে চাপিয়ে নদী পার করে দেওয়া যাচ্ছে

নদী পারাপারে আগের তুলনায় অনেক কম সময় লাগছে

এভাবে একাধিক ভুটভুটিতে সংকোশ নদীপথে অবাধে মোষ অসমে পাচার হচ্ছে

নদীপাড়ে ভবনাথ দাসের দোকানের আশপাশেই মোষ পাচারকারীদের নিরাপদ ঠেক। গোটা রাত ধরেই মোষগুলিকে সংকোশ নদী পার করিয়ে দেন স্থানীয় বেশ কয়েকজন ব্যক্তি। অভিযোগ, এভাবে প্রতিরাতে ১৫০-২০০ মোষ অসমে পাচার করা হচ্ছে। ঘটনায় কমবেশি শাসক ও বিরোধী শিবিরের লোকজন, বরং বলা ভালো মাতব্বররা জড়িত আছেন বলেই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁয়ের দাবি, 'শাসকদলের লোকজন এই অবৈধ কারবারে যুক্ত। তাই সবকিছু জেনেও তৃণমূল কংগ্রেসের উপরতলার নেতারা বিষয়টি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন না। প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্যে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারাও মুখে কুলুপ এঁটেছেন।' এদিকে শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য, বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদ উন্নয়নের কাজ থেকে শতযোজন দূরে। পায়ের তলার মাটি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। তাই তৃণমূল দলকে বদনাম করতে গায়ে পড়ে মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন।

ফুটবল ম্যাচে দ্বন্দ্ব

ডাক পাননি ব্লক, যুব সভাপতি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৩ অগাস্ট : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের একবার কোচবিহারে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল। শনিবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-১ তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির আয়োজিত একটি ফুটবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে দলীয় বিরোধ বাঁধল। স্থানীয় যুব সংগঠনের ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে আইএনটিটিইউসি এমনকি মূল সংগঠনের সভাপতিও এবিষয়ে দলের সহ সভাপতি নিরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। এদিন জোড়াই রাসমেলা মাঠে আট দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হয়। অভিযোগ, অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে খেলা পরিচালনা হলেও সেই খেলায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লক যুব সভাপতি মানিক বর্মন আমন্ত্রণ পাননি। ডাকা হয়নি স্থানীয় ব্লক সভাপতি চৈতি বর্মন বড়ুয়া, ব্লকের আইএনটিটিইউসি সভাপতি নরেশ বর্মনকেও।

তৃণমূলে কোন্দল

খেলায় আমন্ত্রণ না পাওয়া প্রত্যেকেরই দাবি, সম্প্রতি জেলার ব্লক ও শাখা সংগঠনের রদবদল ঘিরে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের সভাপতি হিসেবে নিরঞ্জন সরকারের নাম প্রস্তাব করেছিলেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। সেই থেকেই ব্লকের মাদার কমিটির সভাপতি থেকে শাখা সংগঠনের পদাধিকারীদের অন্ধকারে রেখে দল পরিচালনা করছেন নিরঞ্জন। এদিকে, ডাক না পাওয়া সদস্যরা মূলত হিপ্পি-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এদিন খেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি স্বপন বর্মন, সহ সভাপতি সায়নদীপ গোস্বামী, তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সহ সভাপতি নিরঞ্জন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ এই কোন্দল ঘিরে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন দলের নীচুতলার কর্মীরা। তাঁদের ভয়, আগের মতো এবারও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিধানসভা ভোটে বাজিমাত করতে চাইবে বিজেপি।

ব্লক যুব সভাপতি মানিকের তোপ, 'অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির ডাকে ফুটবল খেলা হচ্ছে। সেখানে জেলার যুব সভাপতি, সহ সভাপতি উপস্থিত রয়েছেন। অথচ আমাকে কেউ কিছু জানাননি। আমরা রবীন্দ্রনাথ-ঘনিষ্ঠ বলেই দলে আমাদের কোণঠাসা করে রাখতে চাইছে হিপ্পি-ঘনিষ্ঠ নিরঞ্জন।' চৈতি বর্মন বড়ুয়ার দাবি, 'আমি এখনও ব্লক সভাপতি হলেও দল পরিচালনা করছেন ব্লক সহ সভাপতি। পাড়ায় সমাধান থেকে, দলীয় অনুষ্ঠান, অঞ্চল স্তরের খেলা সবেতেই আমাকে ব্রাত্য রাখা হচ্ছে।' যদিও নিজের দিকে ওঠা অভিযোগ মানতে চাননি নিরঞ্জন। তাঁর পালটা দাবি, 'আমাকে বদনাম করতেই মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আমি তো ব্লক সভাপতি নই। অঞ্চল সভাপতিরা আমাকে ডাকেন, তাই আমি যাই।' অন্যদিকে, ব্লক যুব সভাপতিকে কেন আমন্ত্রণ জানানো হল না তা নিয়ে কিছু জানেন না বলে দায় এড়ান জেলা যুব সভাপতি স্বপন। তিনি বলেন, 'আমি প্রায় দু'মাস পদে থেকেও তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের যুব সভাপতির সঙ্গে পরিচয় হয়নি। তবে কেন তাঁকে ডাকা হয়নি সেনিয়ে আমি অঞ্চল যুব সভাপতির সঙ্গে কথা বলব।' অন্যদিকে, রামপুর-১ অঞ্চল যুব সভাপতি কমল দাসের সাফাই, হঠাৎ করে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। তাই শুধু ফোনে জেলা সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিষয়টিকে অযথা বিতর্কিত করা হচ্ছে।

পুরো ঘটনায় তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক মালতী রাভা বলেন, 'টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে যা গোষ্ঠীকোন্দল শুরু হয়েছে তাতে আগামী নির্বাচনে তৃণমূলের পার্টি অফিস খোলার জন্য কর্মী থাকবেন না।'

তুফানগঞ্জে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে প্রকাশ্যে কোন্দল।

দোকানের ছাউনি ভাঙা। মাদ্রাসা চৌপথি এলাকায়।

দলের পঞ্চায়েত সদস্যের দোকান ভাঙচুর

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৩ অগাস্ট : রবিবার স্থানীয় এক ক্লাবের ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ। তার আগে অতিথিদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে উদ্বোধনের জন্য তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে বেছে নেওয়া হয়েছে। আর তাতেই আপত্তি দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের একাংশের। ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা পঞ্চায়েত সদস্য সুনীল বর্মনের দোকানের ছাউনি ভেঙে দেন বলে অভিযোগ। শনিবার হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম খাটেরবাড়ির মাদ্রাসা চৌপথি এলাকার ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে থানায় এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তাদের নজরে রয়েছে।

ফুটবল খেলার উদ্বোধনে অতিথিদের তালিকা নিয়ে তৃণমূলের অন্তর্কোন্দল বিশাল আকার নেয়। অতিথির তালিকায় রাজ্যের দুজন প্রাক্তন মন্ত্রীর পাশাপাশি তৃণমূলের অনেক নেতাকে রাখা হয়েছে। অতিথি ও উদ্বোধকের তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই দলের নেতাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। একজন পঞ্চায়েত সদস্যকে উদ্বোধক হিসাবে দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের একাংশের মেনে নিতে আপত্তি রয়েছে। এরপরই বিপক্ষ গোষ্ঠীর এক নেতার মদতে পশ্চিম খাটেরবাড়ি বুথের পঞ্চায়েত সদস্যের মাছের দোকানের ছাউনি ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের হাজরাহাট-২ অঞ্চল সহ সভাপতি হামিদুল হক ও তাঁর লোকজনের বিরুদ্ধে। সুনীলের কথায়, 'আমাকে খেলার উদ্বোধনের জন্য বলা হয়েছে এটা হামিদুল ও তাঁর লোকজন মেনে নিতে পারেননি। তাই এদিন দোকানে ভাঙচুর চালানো হয়েছে।' হামিদুলের দাবি, অতিথির তালিকা নিয়ে দলের কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। এছাড়া, পঞ্চায়েত সদস্যকে উদ্বোধক হিসাবে কর্মীদের অনেকেই মেনে নিতে চাইছেন না। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে কর্মীদের কেউ হয়তো দোকানের ছাউনি ভেঙে দিয়েছেন।

খুনের নমুনা সংগ্রহে ফরেন্সিক

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : স্ত্রীকে খুন করে দেহাংশ নিয়ে স্বামীর গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর ঘটনায় শনিবার অভিযুক্ত রমেশ রায়ের বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। শনিবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে, মাকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বাবার চরম শাস্তি চাইছেন রমেশের ছেলে বিক্রম ও মেয়ে উদয়িনী। খুনের ঘটনার পর একদিন পেরিয়ে গেলেও ব্যাংকান্দি গ্রামজুড়ে এখনও আতঙ্কের পরিবেশ। এলাকায় ঘনঘন পুলিশভ্যান টহল দিচ্ছে। রমেশের বাড়ির সামনে বসানো হয়েছে পুলিশ পাহারা।

ময়নাগুড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি অক্ষয় পাল বলেন, 'অভিযুক্তকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা এসে ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। নমুনা পরীক্ষার পর রিপোর্ট পুলিশের কাছে দেবেন তাঁরা।'

এদিন ময়নাগুড়ি থানা থেকে আদালতে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভাবলেশহীনভাবে রমেশ বলেন, 'আমার স্ত্রী আমাকে আগে মারতে এসেছিল। সেই কারণে আমি ওকে মেরে দিয়েছি।' কেন তাঁর স্ত্রী তাঁকে মারতে এসেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে চুপ থাকেন রমেশ।

ময়নাগুড়ি

ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা।

শনিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মৌসুমি রক্ষিতের নেতৃত্বে ফরেন্সিক দল ময়নাগুড়ি ব্যাংকান্দি গ্রামে পৌঁছায়। ঘরের যে জায়গায় রমেশ তাঁর স্ত্রী দীপালিকে খুন করে ফেলে রেখেছিলেন সেখান থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। রমেশের থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়।

এদিকে, মায়ের মৃত্যুর পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন দীপালি ও রমেশের দুই সন্তান বিক্রম ও উদয়িনী। বিক্রম বলেন, 'ছোটবেলা থেকে বাবা আমাদের ওপর অত্যাচার করত। আমাকে মাঝেমধ্যেই লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে দিত। আমাদের ওপর অত্যাচারের জন্য ছয় বছর বয়স থেকে পাশে পিসির বাড়িতে থাকতে শুরু করি। বাবা জেলের বাইরে থাকলে ফের কারও ক্ষতি করবে না তার নিশ্চয়তা নেই। তাই আমরা চাই বাবা জেলেই থাকুক।' একইরকম বক্তব্য উদয়িনীর। এদিন গ্রামে গিয়ে জানা যায়, এর আগেও রমেশ একজনের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রীকে ঘর থেকে তিনি বের হতে দিতেন না বা প্রতিবেশীদের সঙ্গেও কথা বলতে দিতেন না। তা সত্ত্বেও স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। রমেশের সত্তরোর্ধ্ব মা পরমেশ্বরী রায় এদিন কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, 'বৌমা আমার মেয়ের মতোই ছিল। কেন আমার ছেলে ওকে খুন করল তা এখনও ভেবে পাচ্ছি না।' রমেশের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তার খুড়তুতো ভাই গণেশ রায়। গণেশ বলেন, 'রমেশ আমার ভাই হলেও ওর জঘন্য অপরাধের জন্য চরম শাস্তি পাওয়া উচিত।' এদিন ব্যাংকান্দি গ্রামে গিয়ে দেখা যায় আতঙ্কের পরিবেশ। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এলাকায় পথবাতি লাগানোর পাশাপাশি ঘটনাস্থলের আশপাশে বাড়তি আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা চাইছেন, রমেশ যেন জেলেই থাকেন। এলাকার বাসিন্দা সুতোবালা রায়, উমা রায়, তনিমা রায়ের আশঙ্কা, জেল থেকে কোনওভাবে ছাড়া পেলে রমেশ যে ফের এই ধরনের ঘটনা ঘটাবেন না, তার নিশ্চয়তা নেই।

টুকরো খবর

মিছিল

হলদিবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : 'দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন'-এর শহিদ সমাবেশ সফল করতে মিছিল হল হলদিবাড়িতে। শনিবার দুপুরে হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির তরফে মিছিলটি হলদিবাড়ি নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে হলদিবাড়ি বাজার পরিক্রমা করার পর আবার বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে শহিদ দিবস পালন করা হবে।

রক্তদান শিবির

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৩ অগাস্ট : শনিবার ঘোকসাডাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। উদ্বোধন করার পর রক্ত দেন জেলার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই, ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি, পুলিশকর্মী সহ মোট ৫৪ জন। সংগৃহীত রক্ত কোচবিহার এমজেএন ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার জানান, কর্তব্যপালনের পাশাপাশি বেশকিছু সামাজিক কাজ করে পুলিশ। রক্তের সংকট মেটাতে বিভিন্ন থানায় শিবির করে সংগৃহীত রক্ত ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য শিবির

ফুলবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দম বৈরাগী স্কুল যুব ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শনিবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন, প্রাক্তন শিক্ষক ও লেখক জগদীশ অসোয়ার প্রমুখ। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার অনুষ্ঠিত হবে অষ্টম দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা।

কর্মসূচি

বক্সিরহাট, ২৩ অগাস্ট : হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় শনিবার অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস উদযাপন হল। শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তল্লিগুড়ি বাজার এলাকায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ছোট্ট তারা

পারমিতা দাস ধলডাবরি হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। জিমনাস্টিক্সের পাশাপাশি নাচ, অঙ্কনে পারদর্শী এই খুদে।

হঠাৎ বাঁক।। এনজেপি থেকে নিউ কোচবিহারের পথে ছবিটি তুলেছেন বিভূতিভূষণ নন্দী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিডিও অফিসপাড়ায় চুরি

সাহেবগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : দিনহাটা ২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসপাড়া এলাকায় শুক্রবার রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল। নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে ছিন্নমস্তা মায়ের কাছে পুজো দিতে গিয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দা স্বপ্নারানি দে সরকার। ফিরে এসে দেখেন, ঘর লন্ডভন্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দুষ্কৃতীরা চুরি করে পালিয়েছে। সাহেবগঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসপাড়া এলাকার বাসিন্দা স্বপ্নারানি দে সরকার নাতনিকে নিয়ে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ছিন্নমস্তা মায়ের পুজোয় যান। সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। ফাঁকা বাড়ি থাকার এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তারা বাড়িতে ঢুকে প্রথমে আলমারির লকার ভাঙে। সেখান থেকে বেশকিছু টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। টাকা, সোনার গয়না খুইয়ে স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েছেন স্বপ্না। তিনি বলেন, 'এমআইএস করার জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। সেই টাকা খোয়া গিয়েছে। আমার খুব ক্ষতি হয়ে গেল। কে বা কারা এ ধরনের ঘটনা ঘটাল, পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।'

বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকার বাসিন্দারা স্বপ্নার বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় এই ধরনের ঘটনা নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। যেখানে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে তার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই দিনহাটা ২ বিডিও অফিস। তার কিছুটা দূরেই রয়েছে সাহেবগঞ্জ থানা। কিন্তু এত কিছুর পর চুরির ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা চিন্তিত। পার্থ নাগ নামে এলাকার এক বাসিন্দা জানান, এলাকায় চোরের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। পুলিশ তদন্ত করে এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করুক।

পরিত্যক্ত শিক্ষক আবাসনে নেশার আড্ডা

শুভদীপ চক্রবর্তী

চৌধুরীহাট, ২৩ অগাস্ট : দিনহাটা মহকুমায় বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া চৌধুরীহাটে শিক্ষক আবাসনটি অনেক পুরোনো। দূর থেকে আসা চৌধুরীহাট বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকদের জন্য ওই আবাসনটি ১৫ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বড় ওই ভবনটিকে কাজে লাগানোর আর কোনও পরিকল্পনা নেই। পড়ে থাকতে থাকতে আবাসনটি এখন হয়ে উঠেছে সমাজবিরোধীদের আড্ডাস্থল।

কোনও সংস্কার নেই দীর্ঘদিন। ফলে জরাজীর্ণ অবস্থা আবাসনটির। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। ভরে গিয়েছে আগাছায়। সংস্কার করে ওই আবাসনটিতে শিক্ষকদের থাকার ব্যবস্থা করার দাবি তুলছেন স্থানীয়রা। চৌধুরীহাটে আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় ওই বিদ্যালয়টি থেকে কিছুটা দূরে ওই শিক্ষক আবাসন। শিক্ষকরা থাকতে অনিচ্ছুক হওয়ায় আবাসনটি ফাঁকা পড়ে আছে।

চৌধুরীহাট বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ভবতোষ মণ্ডল বলেন, 'ইতিমধ্যে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' সন্ধ্যা নামলেই ওই আবাসনে এখন নানারকম অসামাজিক কাজকর্ম এমনকি নেশার আসর বসে। আবাসন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে চৌধুরীহাট বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির ও চৌধুরীহাট রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

ওই আবাসনের ঠিক সামনেই শিক্ষা দপ্তরের বামনহাট সার্কেলের প্রাথমিক স্তরের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস। গুরুত্বপূর্ণ ওই এলাকাতেই এখন সমাজবিরোধীদের আসর তৈরি হওয়ায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা।

কয়েকবার পুলিশ ধরপাকড় করলেও ছবিটা বদলায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা আকাশ দেবনাথ বলেন, 'এলাকার বাচ্চাদের উপরেও এই অসামাজিক কার্যকলাপের প্রভাব পড়তে পারে।' কাছেই অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস থাকতে কেন সমস্যাটির সমাধান হবে না, তার কোনও জবাব নেই কারও কাছে।

শিক্ষক আবাসনের জরাজীর্ণ দশা।

> ইতিমধ্যে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
>
> **ভবতোষ মণ্ডল**, *প্রধান শিক্ষক*

গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার

বক্সিরহাট, ২৩ অগাস্ট : টোটোতে করে গাঁজা পাচারের ছক। তাতেও শেষরক্ষা হল না। অভিযান চালিয়ে ১৪ কিলোগ্রাম গাঁজা সমেত মহারাষ্ট্রের দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে রামপুর বাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়। টোটোতে যাত্রীদের বসার আসনের নীচে লুকিয়ে গাঁজা পাচার চলছিল। উদ্দেশ্য ছিল, কুরিয়ার সার্ভিস অফিসে সেই প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রামপুর এলাকায় টোটোটি আটক করে পুলিশ।

তল্লাশি চালাতে দুটি প্যাকেট মিলিয়ে উদ্ধার হয় ১৪ কিলোগ্রাম গাঁজা। তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার জানান, সাগিরুদ্দিন মুজাউদ্দিন ও দাউদ খান নামে মহারাষ্ট্রের ও মনোজিৎ সাহা নামে ফলিমারির এক বাসিন্দাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের শনিবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজা ফলিমারি থেকে বারবিশার উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

প্রাণীদের মধ্যে বাদুড় হল ঘুমে চ্যাম্পিয়ন। ওদের কেউ কেউ তো দিনে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়।

আলোর উৎসবে আমার মতে সবচেয়ে ভালো হল... লেখালেখি

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

শিশু কিশোর আসরের ডাকে পড়ুয়াদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেয়ে আমরা অভিভূত। এবার নির্বাচিত দশজন পড়ুয়ার লেখা প্রকাশিত হল। খুব ভালো লাগছে এটা ভেবে যে, পড়ুয়ারা নিজের মাকে নিয়ে নিজের মতো করে অনেক কিছু ভেবেছে। সব কথা সবাই সব সময় মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারে না। তা না পারলেও তাদের ভাবনাটা মিথ্যে হয়ে যায় না। একজন শিশু বা কিশোর-কিশোরীদের মনে তার প্রিয়জন সম্পর্কে আনকোরা ভাবনা আমাদের কাছে মূল্যবান। তাই আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে তোমাদের আরও কিছু লেখা প্রকাশিত হবে।

দশ পড়ুয়ার চোখে মা দশভুজা

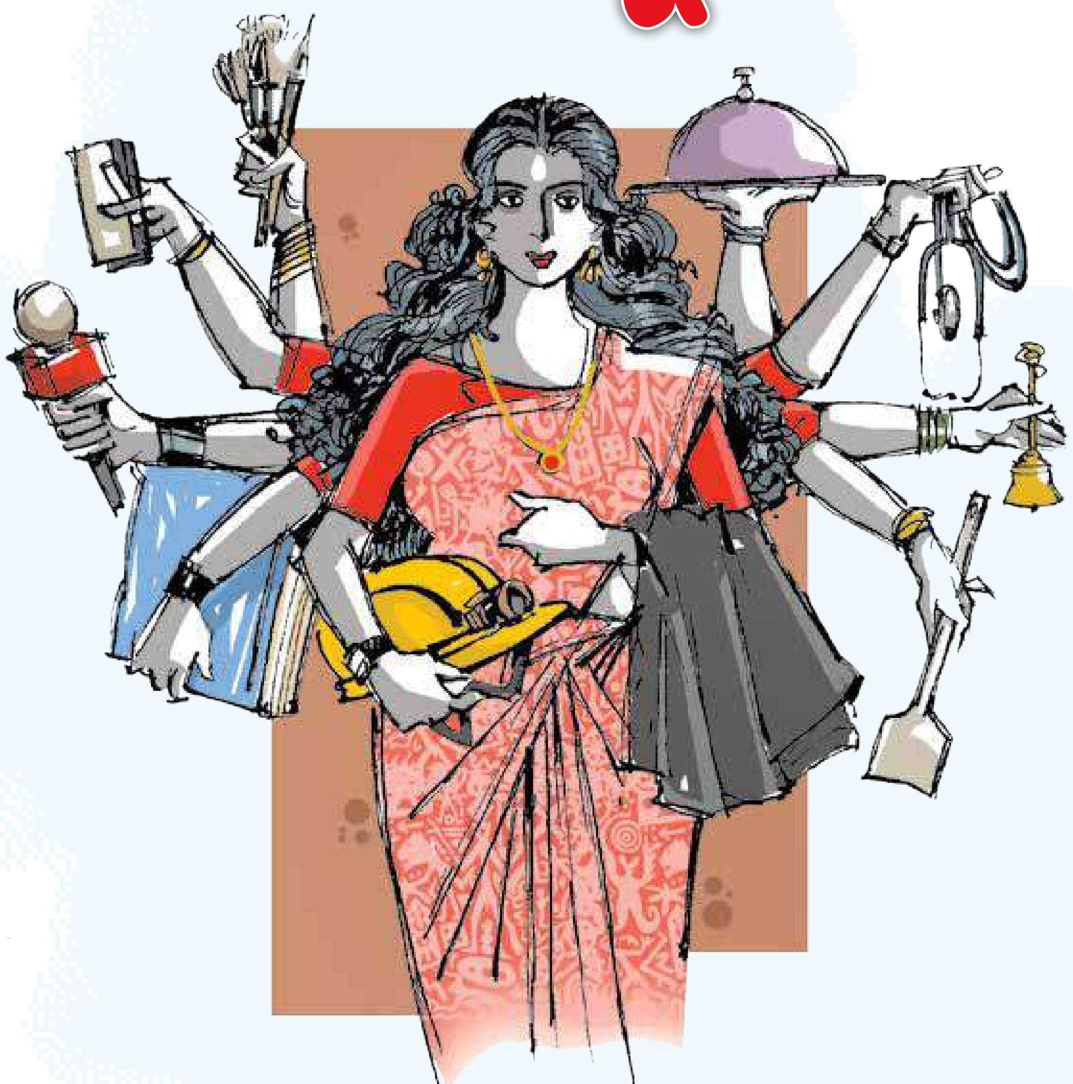

আমাদের লেখালেখি

সবার বন্ধু

মা মানে হল আদর, ভালোভাসা আর শাসন। মা আমার বন্ধু, বাবারও বন্ধু। সব সময় আমাদের পরিবারের সকলের মঙ্গল চান। মা আমার সকাল-বিকাল। মা মানে বাবার ব্যস্ততাকে কমিয়ে দেওয়া। মা মানে সংসারের ফুটো সেলাই করা মেশিন। মা মানে নির্ভয়ে পরীক্ষা দেওয়া। মা মানে হল নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারা। মা মানে হল আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। মাকে আমার দেবী মনে হয়। মায়ের প্রতি অন্তরের প্রণাম।

-সুমি বাস্কে,
নাজিরপুর উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ)

খেলার সাথি

দেবী দুর্গার মতোই আমার মা আপনাদের দুই বোনকে দুই হাতে সামলান। সারাদিন বাড়ির সব কাজ সেরে আমরা কখন কী করব সেই রুটিন তৈরি করে দেন। মা পাশে বসে থাকলে পড়া, আঁকা, হাতে কাজ- সব করে নিতে পারি। ছুটির দিনে মা ভালো ভালো গল্প শোনান। আমাদের সঙ্গে লুডো আর রান্নাবাটিও খেলেন। আমার যখন জ্বর হয় তখন গান শুনিয়ে কপালে হাত বুলিয়ে দেন। ভুল করলে শাসন করেন, ঠিক জিনিস শিখিয়ে দিয়ে আদরও করেন। অনুষ্ঠানের আগে সুন্দর করে সাজিয়ে দেন। যখন দুঃখ, কষ্ট, রাগ অভিমান সব শোনার জন্য সময় বের করে বসে থাকেন। তাইতো আমার মা আমার দুর্গা।

-প্রতিভা সরকার,
সরস্বতী বিদ্যামন্দির, ইসলামপুর

সেরা শিক্ষক

পৃথিবীতে সবার কাছেই মা সবচেয়ে আপনজন। আমার কাছেও আমার মা সবচেয়ে প্রিয়। মাকে ছাড়া আমি একটি দিনের কথাও ভাবতে পারি না। মাকে আমি খুব ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। মা আমাকে খুব স্নেহ করেন। সব সময় আমাকে নিয়ে ভাবেন। সব সময় খুবই ভোরে ঘুম থেকে উঠেন। আমাকে রোজ সকালে খাবার তৈরি করে দেন। স্কুলে যাওয়ার সময় আমার বইপত্র গুছিয়ে দেন। মা আমার সেরা শিক্ষক। মা আমাকে পড়া শেখান, কঠিন বিষয়গুলো খুব সহজ করে বুঝিয়ে দেন। মা যেন দশ হাতে দুর্গা। সব কিছু নিজেই সামলে নিতে পারেন। মায়ের অনেক ভালো গুণ আছে। আমি সেগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করি। মা আমার জীবনের আলো এবং আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

-অঙ্কুশ ঘোষ,
ডেফোডিলস ইংলিশ অ্যাকাডেমি, মালদা

খুব ভালো লাগে

আমার মা হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। যদিও তিনি ব্যস্ত থাকেন, তিনি সব সময় আমার সঙ্গে খেলা এবং কথা বলার জন্য সময় বের করেন। মা আমার দেখাশোনাও করেন। তিনি আমার জামাকাপড় এবং বইখাতা গুছিয়ে দিয়ে আমাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন। আমি জানি তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু তিনি কখনও অভিযোগ করেন না। তাই মাকে আমার খুব ভালো লাগে।

-শুভায়ু ঘোষ,
এপিক পাবলিক স্কুল, কোচবিহার

দেখে মনে হয় মা'ই যেন দুর্গা

সকাল সাতটা। আমার মা ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে ভেজা চুলে টাওয়াল জড়িয়ে সুরেলা কণ্ঠে আমার উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন উঠে পরো মা, তাড়াতাড়ি তৈরি হও। তারপর ঠাকুরঘর থেকে ছোট ঘণ্টার টিংটিং আওয়াজ। সঙ্গে – কৃষ্ণায় বাসুদেবায় মন্ত্র উচ্চারণের মাঝে আমার উদ্দেশ্যে একটু কড়া সুর চড়িয়ে 'করে কথা কানে গেল না?' আবার মন্ত্র যে শ্রাবণের বারিধারা। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। আমি ঘুমে তখনও বালিশ জড়িয়ে ভারী সকালটা কেন যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসে বুঝিনা। সকালের চোখে কি ঘুম নেই? ভাবি আমার স্কুলটা যদি আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতে হত তাহলে আরও একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারতাম। কিন্তু আমার স্কুলটা একটু দূরে মায়ের সঙ্গে টোটোতে যেতে প্রচণ্ড যানজটের মধ্যে পড়তে হয়। মা আমার জন্য দু'হাতে খাবার তৈরি, টিফিন তৈরি করতে করতে ঘাড়ে মোবাইল ফোন রেখে মাথা দিয়ে চেপে টোটোওয়ালাকে ফোন। তাড়াতাড়ি গেটে এসে দাঁড়াও। গুনগুন তৈরি হচ্ছে। আবার আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার – ' কিরে এখনও ঘুমোচ্ছিস?' দেখলাম মা চোখ গোল গোল করে আমার দিকে তাকিয়ে কী সব বিড়বিড় করে বলছে। আর রক্ষে নেই, এবার বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে। ওদিকে বাবা নিশ্চিন্তে গুমোচ্ছে, বাবা জানে মা আমাকে স্কুলে পৌঁছে ফেরার পথে সবজি বাজার করে ফিরে রান্না করবে। শুধু তাই নয়, আমার ছোট বোনের জন্য আলাদা রান্না। তার পরিচর্যা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর মোছা, সঙ্গে আবার অফিশিয়াল কাজ করে দেওয়া থেকে বাবার কাজের লোকজনদের চা করে দেওয়া আত্মীয়স্বজনদের আপ্যায়ন সবকিছুই দৈনন্দিন মাকে করতে হয়। আর তা দেখেই আমার মনে হয় দুশভুজা দুর্গা বাস্তবে স্বয়ং আমার মা।

-দেবাঙ্গী দাস,
টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুল, বালুরঘাট

সবচেয়ে আপনজন

আমার জীবনের শুরুই হয়েছে মায়ের কোল থেকে। মা আমাকে ভালোবাসেন নিঃস্বার্থভাবে। আমি দুঃখ পেলে মা কষ্ট পান। মা সব সময় আমার ভালো চান। তিনি আমাকে শিখিয়ে দেন সঠিক পথ। বকাও দেন আবার জড়িয়ে ধরে আদর করেন। মায়ের মুখে হাসি মানে আমার শান্তি। মা না থাকলে পৃথিবীটা অন্ধকার লাগে। তিনি আমার বন্ধু, পথপ্রদর্শক আমি আমার মাকে খুব ভালোবাসি।

-হৃদ্ধিমা রায়,
শিশু বিতান কেজি স্কুল, ধূপগুড়ি।

বিদ্যা রূপেণ

মা আমাদের এই পৃথিবীটার আলো দেখায়। ছোট থেকে বড় করে। শিশুশিক্ষাও আমরা মায়ের কাছেই পাই। আমার মা পেশায় শিক্ষিকা। মা আমাকে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আঁকা এবং অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করে। দুষ্টুমি করলে আমাকে বকা দেয়। কিন্তু অন্য কেউ আমার নামে কিছু বললে মা দুর্গা যেমন মহিষাসুর বধের সময় রেখে গিয়েছিলেন সেরকমই আমার মা তার উপর রেগে যায়। তাই মা আমার কাছে মা দুর্গার চেয়ে কিছু কম নয়। মা দুর্গা যেমন দশ হাতে সব সামলান আমার মা দু'হাতেই সেসব কাজ নেয়। আমি বড় হয়ে আমার মায়ের মতো হতে চাই।

-দৃশানা নন্দী,
সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল, মাটিগাড়া

অভয়া শক্তি

সারাদিন পর যখন এসে মায়ের কোলে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম নিই তখন মনে হয় যেন পৃথিবীর অমৃত সুখ লাভ করেছি। একজন 'মা' সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তাঁর সন্তানকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করেন। নিজের জীবনের ইচ্ছেগুলোকে তাঁর সন্তানের মাধ্যম দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। 'মায়ের' এই ত্যাগ না থাকলে শিশু পৃথিবীতে তার আপন ঠিকানাই খুঁজে পেত না। দেবী দুর্গা যেমন দশ হাতে সমস্ত সন্তানকে রক্ষা করেন, আবার যেন সেই হাতেই অসুরও বিনাশ করেন। তেমনভাবেই আমার মা সব কিছু সামলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই ভয় পান না।

-জয়িতা কর্মকার,
বালুরঘাট গার্লস হাইস্কুল

সদাহাস্যময়ী

আমার মা একজন কর্মঠ মহিলা, যিনি দশভুজা দেবী দুর্গার মতো সবকিছু একা হাতে সামলান। তিনি সংসার ও কর্মজীবনের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য একহাতে একনিষ্ঠভাবে পালন করেন। মা দু'হাতে দশটা কাজ করলেও তার মধ্যে কখনওই ক্লান্তিবোধ আসে না। তাঁর একমুখ হাসি আর কর্মক্ষমতা আমার অনুপ্রেরণা। দশভুজার মতো, মা ও আমাদের জীবনে সকল সমস্যার সমাধান করে চলেছেন, তার বদলে তার কোনও আবদার ও আক্ষেপ নেই। তার আত্মবিশ্বাস এবং কাজের উদ্যম দেখে আমি গর্বিত। মায়ের কাছে কোনও কাজই কঠিন নয়, সব কিছুই তিনি হাসতে হাসতে সামলে নেন। দশভুজা দুর্গার মতো মা-ও আমাদের জীবনে সুরক্ষা ও আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। আমি মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা তিনি আমার ও পরিবারের জন্য এতকিছু করেন।

-স্বাধ্যায়ী সরকার,
সেন্ট পলস স্কুল, পাহাড়পুর

বিপদে শান্ত

আমার মা রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দশভুজার মতো বাড়ির সমস্ত কাজ করে আমাকে উঠে দশভুজার মতো বাড়ির সমস্ত কাজ করে আমাকে নিয়ে পড়তে বসায়, আমাকে রোজ স্কুলের টিফিন বানিয়ে দেয়, স্কুলের পোশাক পরিয়ে দেয়। আমার ঠিকমতো খাওয়া হচ্ছে কিনা মা সেটা নজর রাখেন, স্কুলের ঠিকমতো পড়া পারছি কিনা মা সেটা খেয়াল করেন এবং পড়া বুঝিয়ে সেটা তৈরি করে দেন। আমার শরীর খারাপ হলে মায়ের উদ্বেগের শেষ থাকে না, আমাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাওয়া, সময় মতো ওষুধ খাওয়ানো এবং সারারাত জেগে আমার সেবা করা- সব মা হাসিমুখে করেন। আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা যায় কী করে বিপদে মাথা ঠান্ডা রেখে হাসিমুখে তার মোকাবিলা করতে হয়।

-সায়ন কুণ্ডু,
বালুরঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়

অক্ষর সাজাও

- বাদিক্রচলক
- উপতিতিঠড়
- তগুবর্জিপাব
- হাহাসরিপস্য
- সলতলিখাস্ব
- চাড়পষোশোর
- সসারংক্ষিপ্ত

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : অগ্নিসংযোগ, হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান, সুবর্ণ সুযোগ, সংবাদদাতা, শবসৎকার, লালনপালন, মূলোৎপাটন

তিমির হাড় থেকে প্রাচীন হাতিয়ার

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, প্রায় ২০,০০০ বছর আগে মানুষ তিমির হাড় দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করত। এই সময়টা ছিল তুষার যুগের শেষ পর্যায়। তখন সমুদ্রতটে ভেসে আসা মরা তিমির বড় বড় হাড় সংগ্রহ করত তখনকার মানুষ। পাথরের মতো শক্ত ও টেকসই হওয়ায় এই হাড় থেকে তারা নানা অস্ত্র তৈরি করত।

তারও আগে মানুষ কাঠের ডগায় ধারালো পাথরের ফলক দিয়ে বর্শা বানাত। মানুষের তৈরি এই ধরনের অস্ত্রের বয়স অনেক। আর বর্শার পাথরের ডগা সারা বিশ্বে পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীনতমটির সন্ধান মিলেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেই অস্ত্র তৈরি হয়েছে আনুমানিক ৬৪,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

গত সংখ্যার উত্তর
তাপমাত্রা, ভাইরাস, জিভ, চোখ

আমি বাতাসে ভেসে আছি। আমাকে তুমি চোখে দেখতে পাও না। আমি আছি বলেই তুমি আছ। বলো তো আমি কে?

আমি এক অঙ্কের একটি সংখ্যা। আমাকে আমার সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে আমার কোনও পরিবর্তন হবে না। বলতো আমি কত সংখ্যা?

আমরা তোমার সঙ্গেই থাকি। সবকিছু শুনতে পাই। কিন্তু কারও কথার কোনও জবাব দিই না। বলোতো আমরা কে?

এমন একটা জিনিস যা সব সময় তোমার মাথার উপরেই থাকে, কখনও তাকে নীচে নামতে দেখা যায় না। বলোতো কী?

আঁকিবুকি

আঁখি সাহা, প্রথম শ্রেণি,
সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল, মাটিগাড়া

মানালী পাল, নবম শ্রেণি,
সেন্ট্রাল গার্লস উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

মাফুজা মাসুদা, ষষ্ঠ শ্রেণি,
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

জিনিয়া ভৌমিক, তৃতীয় শ্রেণি,
শিলিগুড়ি পাঠভবন, দেশবন্ধুপাড়া

প্রবল বৃষ্টিতে হড়পায় বিধ্বস্ত চামোলি

উত্তরাখণ্ডে আবার ধস, মৃতের সংখ্যা ১

দেরাদুন, ২৩ অগাস্ট : দুর্যোগের বিভীষিকা আবার ফিরে এল উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে। শুক্রবার রাতে চামোলি জেলার থারালি এলাকায় ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও দু'জন নিখোঁজ। বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে ধস নামায় বহু বাড়িঘর, দোকানপাট এবং একাধিক সরকারি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, থারালি বাজার ও থারালি তহশিল কমপ্লেক্স ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে গিয়েছে। এসডিএম-এর সরকারি বাসভবন, দোকানপাট ও অনেক গাড়ি ভেসে গিয়ে চাপা পড়েছে কাদামাটির নীচে। পাশের সাগওয়ারা গ্রামে একটি ভবনের ভিতর ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে এক কিশোরী আটকে পড়েছে। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

চেপডন বাজারের বহু দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত। ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় বন্ধ থারালি-গ্বালদাম ও থারালি-সাগওয়ারা সড়ক। এতে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। গভীর রাতের বিপর্যয়ের আতঙ্কে ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাত থেকেই এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-এর উদ্ধারকারী দল কাজ শুরু করেছে।

চামোলির জেলা শাসক সন্দীপ তিওয়ারি জানিয়েছেন, 'মেঘভাঙা বৃষ্টিতে থারালি এলাকা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বিরাট আয়তনের পাহাড়ি ধসে বহু ঘরবাড়ি, এমনকি এসডিএম-এর বাসভবনও সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' অতিরিক্ত জেলা শাসক বিবেক প্রকাশ জানান, 'ইতিমধ্যে ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিপন্ন লোকজনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা হচ্ছে। উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনীও নেমেছে। তারা মেডিকেল টিম, অনুসন্ধানী কুকুর ও উদ্ধারকারী দল নিয়ে ঘটনাস্থলে কাজ করছে। তবে রাস্তাঘাট ভেঙে যাওয়ায় অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।'

> চামোলির থারালি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির খবর পেয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন। জেলা প্রশাসন, এসডিআরএফ ও পুলিশ ত্রাণকাজে লেগে গিয়েছে। আমি সবার নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।
>
> **পুষ্কর সিং ধামি**

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, তিনি পরিস্থিতির ওপর ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখছেন। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'চামোলির থারালি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির খবর পেয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন। জেলা প্রশাসন, এসডিআরএফ ও পুলিশ ত্রাণকাজে লেগে গিয়েছে। আমি সবার নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।'

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষ করে দেরাদুন, তেহরি, উত্তরকাশী, পিথোরাগড়, নৈনিতাল ও বাগেশ্বর জেলায় প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

যেন ধারালির পুনরাবৃত্তি। বিধ্বস্ত উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার থারালি গ্রাম। শনিবার।

লাফিয়ে হই পার... মঙ্গল বা চাঁদ নয়, খানাখন্দে ভরা রাস্তায় বাইক আরোহী। শনিবার রাজকোটে।

অনিল আম্বানির বাসভবনে সিবিআই হানা

মুম্বই, ২৩ অগাস্ট : সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না রিলায়েন্স এডিএজি গোষ্ঠীর কর্ণধার শিল্পপতি অনিল আম্বানির। ৩০৭৩ কোটি টাকার একটি ব্যাংক জালিয়াতি মামলায় শনিবার সকালে তাঁর বাসভবনে হানা দেয় সিবিআই। সকাল সাতটা নাগাদ মুম্বইয়ের সিউইন্ড, কাফে প্যারেডের বাংলোয় পৌঁছোয় সিবিআইয়ের ৭-৮ জন আধিকারিক। সূত্রের খবর, সিবিআই তল্লাশির সময় বাড়িতেই ছিলেন অনিল আম্বানি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

অনিল আম্বানির মালিকানাধীন রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড

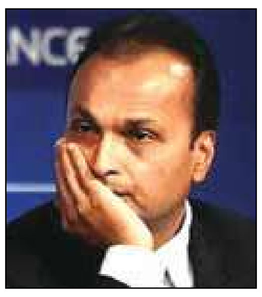

বা আরকমের বিরুদ্ধে মোট ৩০৭৩ কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছে এসবিআই। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অনিল আম্বানি, তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নতুন করে এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী লোকসভায় জানিয়েছিলেন, আরকম এবং তার প্রোমোটার ডিরেক্টর অনিল আম্বানিকে সরকারিভাবে জালিয়াত বলে ঘোষণা করেছে এসবিআই। গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবে রয়েছেন ভারতের অন্যতম শীর্ষ ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ভাই অনিল আম্বানি। সম্প্রতি ইডি দপ্তরে জেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। ১৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশে ভারতের চাল রপ্তানি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২৩ অগাস্ট : গত ১৫ এপ্রিল থেকে বন্ধ থাকার পর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে ফের চাল রপ্তানি শুরু করেছে ভারত। গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের বাজারে চালের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু হওয়ায় সেই দাম কমবে বলে আশা ব্যবসায়ীদের। ভারতের ৯টি ট্রাকে মোট ৩১৫ মেট্রিক টন চাল বেনাপোল বন্দরে ঢুকেছে। বেনাপোলের আমদানিকারক সংস্থা মেসার্স হাজি মূসা করিম অ্যান্ড সন্স-এর কর্তা আব্দুস সামাদ জানান, মঙ্গলবার থেকে চাল বোঝাই ৯টি ট্রাক ৩১৫ মেট্রিক টন চাল নিয়ে ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে অপেক্ষা করছিল। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ ট্রাকগুলি বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করে। রবিবার থেকে আমদানি আরও বাড়বে বলে আশা ব্যবসায়ীদের। এই অবস্থায় বাজারে চালের দাম কেজিতে ৫ থেকে ৭ টাকা পর্যন্ত কমার কথা জানান ব্যবসায়ীরা।

বেনাপোলে উপ-সহকারী আধিকারিক শ্যামল কুমার নাথ জানালেন, ১৫ এপ্রিল শেষবার ভারত থেকে চাল আমদানি হয়েছিল। এরপর বৃহস্পতিবার আবার চাল আমদানি শুরু হয়েছে।

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর

ওয়াশিংটন, ২৩ অগাস্ট : বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে ভারতে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ভারতে আমেরিকার পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমি সার্জিও গোরকে মনোনীত করেছি। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় তিনিই হবেন আমার বিশেষ দূত।'

বর্তমানে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনেল ডিরেক্টরের দায়িত্বে রয়েছেন গোর। দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলয়ে রয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর গোরকে ফেডারেল প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী নিয়োগের দায়িত্ব দেন ট্রাম্প। সেই কাজ শেষের পথে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'গোরের নেতৃত্বাধীন বাছাই-দল ফেডারেল দপ্তরগুলির ৯৫ শতাংশ শূন্যপদ পূরণ করেছে। গোর শুধু আমার খুব ভালো বন্ধু নন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমার পাশে রয়েছেন। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় এমন কাউকে দরকার ছিল, যাঁর ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যায়।' ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে নতুন রাষ্ট্রদূত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন বলে আশাপ্রকাশ করেন ট্রাম্প।

যদিও গোরকে নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল টেসলা-কর্তা এলন মাস্কের। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সরকারে অংশ নিয়েছিলেন মাস্ক। কিন্তু প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। গোরের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছিলেন তিনি। সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সময় গোরকে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন টেসলা প্রধান।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কর্মহীন ১ লক্ষ

বেসরকারিকরণের ধাক্কা

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : বিকশিত ভারতের কথা প্রায়ই শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে। দেশের অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম বলেও দাবি করা হয় গেরুয়া শিবিরের তরফে। কিন্তু যে দাবিই করা হোক, বেসরকারিকরণ এবং বিলগ্নিকরণের দাপটে ক্রমশ বিবর্ণ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির জেল্লা। সংসদে সম্প্রতি সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার (সিপিএসই) ১ লক্ষেরও বেশি কর্মচারী কাজ হারিয়েছেন।

সিপিএমের লোকসভার সাংসদ সচিথানাথম আর জানতে চেয়েছিলেন, গত পাঁচ বছরে সিপিএসই-গুলিতে বেসরকারিকরণের দাপটে কতজন কাজ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কতজন এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের তাও জানতে চেয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার তার জবাব দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী বিএল ভার্মা লোকসভায় এক লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, ২০১৯-২০-তে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৯.২ লক্ষ। কিন্তু বিলগ্নিকরণ এবং বেসরকারিকরণের জেরে ২০২৩-২৪-এ সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৮.১২ লক্ষে। অর্থাৎ ১ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী চাকরিচ্যুত হয়েছে গত পাঁচ বছরে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির নিয়মিত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ২০১৯-২০ সালে ৯.২ লক্ষ থেকে কমে ২০২০-২১ সালে ৮.৬ লক্ষ হয়েছিল। ২০২১-২২ সালে সেটা আরও কমে দাঁড়ায় ৮.৩৯ লক্ষে। ২০২৩-২৪ সালে নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা আরও কমে দাঁড়ায় ৮.১২ লক্ষে। কেন্দ্রের তরফে এও জানানো হয়েছে, পাঁচ বছরে এসসি, এসটি কর্মীদের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। তবে ওবিসি কর্মচারীদের সংখ্যাটা ১.৯৯ লক্ষ থেকে বেড়ে ২.১৩ লক্ষ হয়েছে। পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভের মাসিক রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৫ বছর বা তার বেশি সময়ে দেশে বেকারত্বের হার ছিল ৫ শতাংশের বেশি।

২০২২-২৩ সালের রিপোর্টে গড় বার্ষিক বেকারত্বের হার ছিল সবচেয়ে কম, ৩.২ শতাংশ। এই অবস্থায় অভিযোগ উঠেছে, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে সরকার কোষাগার ভরাতে চাইছে। তবে কর্মীস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কেন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ করা হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

জেপিসিতে বাদ তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে (জেপিসি) কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে না তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সংবিধান বিলের জন্য গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে কোনও সদস্যকে মনোনীত না করার।' শনিবার এক বিবৃতিতে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, 'আমরা ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছি। আমাদের মতে, এই যৌথ সংসদীয় কমিটি পুরোপুরি প্রহসন। তাই এই কমিটিতে আমাদের কেউ থাকছে না।'

গ্রেট নিকোবরে পরিবেশ নিয়ে শঙ্কায় জয়রাম

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : গ্রেট নিকোবরের মেগা পরিকাঠামো প্রকল্পকে মহা-পরিবেশ বিপর্যয় বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ। তাঁর অভিযোগ, 'এই প্রকল্পকে জোর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছে না যে, এতে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে।' রমেশ জানান, এই বিষয়ে তিনি আগেই কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং প্রকল্প নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই আলোচনা থেকে কোনও বাস্তব ফল মেলেনি বলে তাঁর আক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, ওই প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার এখনও বনাধিকার আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি হয়নি।

অনলাইন বেটিংয়ে ধৃত কং বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : অনলাইন গেমিং রুখতে মোদি সরকার নড়েচড়ে বসতেই সাফল্যের মুখ দেখল ইডি। দু-দিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালানোর পর একটি বেআইনি বেটিং চক্রের হদিস পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারই সূত্র ধরে শনিবার সিকিম থেকে কংগ্রেসের বিধায়ক কেসি বীরেন্দ্র পাপ্পিকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। তাঁকে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ট্রানজিট রিমান্ডে বেঙ্গালুরুর আদালতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি মুদ্রা সহ মোট ১২ কোটি টাকা নগদ, ৬ কোটি টাকার সোনার অলংকার, ১০ কেজি রুপোর থালাবাসন এবং চারটি বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা।

এর পাশাপাশি বীরেন্দ্রর ভাই কেসি নাগরাজ এবং তাঁর ছেলে পৃথ্বী এন রাজের থেকে বিভিন্ন সম্পত্তির নথিপত্রও উদ্ধার করেছে ইডি। ১৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ২টি ব্যাংক লকার ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। তদন্তে নেমে ইডি জানতে পেরেছে, কর্ণাটকের চিত্রদুর্গের বিধায়ক কিং ৫৬৭ এবং রাজা ৫৬৭ নামে একাধিক বেটিং প্ল্যাটফর্ম চালাচ্ছিলেন। দুবাইয়ের একাধিক আন্তর্জাতিক ক্যাসিনো এবং গেমিং অপারেশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ওই কংগ্রেস নেতা। শুক্রবার থেকে সিকিম, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান

এবং গোয়ার বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযানে নামে ইডি। পাপ্পিস ক্যাসিনো গোল্ড, ওসান রিভার্স ক্যাসিনো, পাপ্পিস ক্যাসিনো প্রাইড, ওসান ৭ ক্যাসিনো এবং বিগ ড্যাডি ক্যাসিনো নামে পাঁচটি ক্যাসিনোকে নিশানা করেছিল ইডি।

বাংলাদেশে সাংবাদিকের মৃত্যুতে রহস্য

ঢাকা, ২৩ অগাস্ট : বাংলাদেশের প্রথমসারির সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু ঘিরে ধোঁয়াশা বাড়ছে। শনিবার মুন্সিগঞ্জ জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই বলে ময়নাতদন্তের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক শেখ মহম্মদ এহসানুল ইসলাম জানিয়েছেন। তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে রিপোর্টে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, 'মৃতের দাঁত, চুল, লিভার, কিডনি, পাকস্থলীর নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পর নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো সম্ভব হবে।'

বৃহস্পতিবার ঢাকায় বাড়ি থেকে বার হওয়ার পর নিখোঁজ হয়ে যান আজকের পত্রিকায় জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক বিভুরঞ্জন সরকার। শুক্রবার মুন্সিগঞ্জের মেঘনা নদীতে হিন্দু সাংবাদিকের দেহটি ভাসতে দেখা যায়। কীভাবে ঢাকার এক সাংবাদিকের দেহ মুন্সিগঞ্জের নদী থেকে উদ্ধার হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর পরিজনেরা।

সভাপতি বাছাই ঘিরে বিজেপিতে জট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অঙ্কে পরবর্তী বিজেপি সভাপতি বাছাইয়ের সমীকরণ করতে চাইছে বিজেপি। আরএসএস করে উঠে আসা সিপি রাধাকৃষ্ণানকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ-র পদপ্রার্থী করে পদ্মশিবির বুঝিয়ে দিয়েছে, সংঘের পছন্দে সায় রয়েছে তাদের। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যেমন আরএসএসের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি, তেমনই জাতীয় সভাপতি নির্বাচনেও মোদি-শা জুটি এবার নিজেদের ঘনিষ্ঠ কাউকে দলের শীর্ষ আসনে বসানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তবে বিজেপির অন্দরের খবর, মোদি-শা জুটি যেখানে নিজেদের প্রভাব ধরে রাখতে ঘনিষ্ঠ নেতৃত্বকে সামনে আনতে চান, সেখানে আরএসএস চাইছে নিজেদের পছন্দের কোও 'সংঘপন্থী' নেতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মোদি-শা-কে চাপে রাখতে আরএসএস তাই নিজেদের পছন্দের লোককেই বিজেপি সভাপতির আসনে বসাতে মরিয়া। কিন্তু যেহেতু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আরএসএসের পছন্দ মেনে নেওয়া হয়েছে, তাই বিজেপি সভাপতি বাছাইয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

এক বিজেপি সাংসদ বলেন, 'বিহার ভোটের আগেই নতুন জাতীয় সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে।' ইতিমধ্যে পরবর্তী সভাপতি হিসেবে কাকে বেছে নেওয়া হবে, সেই ব্যাপারে দলের শীর্ষনেতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীদের থেকে মতামত চেয়েছেন বিজেপি শীর্ষনেতৃত্ব।

অফবিট

তালাক চাইলে আগে 'লকআপ হানিমুন'

রোমানিয়ার ট্রান্সিলভেনিয়ার ছোট্ট গ্রাম বিয়ারটানে ছিল এক অদ্ভুত রীতি। এখানে নাকি প্রায় ৩০০ বছরে মাত্র একবারই তালাক হয়েছে। রহস্যটা কী জানেন? তালাক চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে আদালত বা কোর্টে যাওয়ার সুযোগ

ছিল না। বরং স্বামী-স্ত্রীকে পাঠানো হত এক বিশেষ কক্ষে, যেখানে অন্তত দু'সপ্তাহ ধরে একসঙ্গে বন্দি থাকতে হত। একে বলা হত 'লকআপ হানিমুন'।

বন্দি মধুচন্দ্রিমার সেই ঘরটাও ছিল চমকপ্রদ। ঘরের ভিতরে থাকত একটি মাত্র খাট, একটি প্লেট, এক সেট চামচ-ছুরি, একটি চেয়ার আর একটি টেবিল। রান্না, খাওয়া, ঘুম, গল্প, ঝগড়া, মারামারি—সব কিছু দম্পতিকে করতে হত একসঙ্গে একই জায়গায়। বোঝাই যাচ্ছে লকআপ হানিমুনের লক্ষ্যটা ছিল শাস্তি দেওয়া নয়, বরং ঝগড়া থামিয়ে, জোর করে হলেও দু'জনকে মুখোমুখি বসানো। কথা হোক বা চুপচাপ বসে থাকা—কোনও না কোনওভাবে সম্পর্কটা নিয়ে ভাবার সুযোগ পেতেন দু'জনেই।

ফলাফল? ভাঙতে বসা সব দাম্পত্য সম্পর্কই আবার জোড়া লেগে যেত। এই টোটকা বিফলে যেত না। তিনশো বছরে ব্যতিক্রম বলতে একটিই। ওই নিভৃতবাস থেকে বেরিয়ে আসার পর বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে দেখা গিয়েছে একটি মাত্র দম্পতিকে। বাকিদের লকআপ হানিমুনে থাকতে থাকতে মন পরস্পরের প্রতি নরম হয়ে যেত। অবসান হত ভুল বোঝাবুঝির।

কেউ কেউ মজা করে বলতেই পারেন, আজকের দিনে কাউন্সেলিং সেন্টার বা বিবাহবিচ্ছেদ পরামর্শদাতার বদলে এই পদ্ধতি ফের চালু করা গেলে অনেক বিবাহই হয়তো বাঁচত! হয়তো!

দুবাইয়ের এআই-শেফ

বিদেশে বেড়াতে গিয়ে আপনি রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। আর তৎক্ষণাৎ সামনেই হাজির এক বিশাল হলোগ্রাফিক বাবুর্চি। নাম তার, ধরা যাক, 'শেফ আইমান'। তবে এই ভদ্রলোক রক্তমাংসের কোনও মানুষ নন মোটেই। বরং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই-চালিত এক সুপার-শেফ!

কল্পবিজ্ঞানের গপ্পো নয়, নিরেট সত্যি এটা। খুব শিগগিরই দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার একেবারে নাকের ডগায় খুলতে চলেছে 'উহু' নামের এই রেস্তোরাঁ। যেখানে মেনু বানানো থেকে শুরু করে লাইট, সাউন্ড, মিউজিক, এমনকি পুরো ডাইনিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে কৃত্রিম মেধার এই শেফ আইমান'কে। মানে, এআই-শেফের হাতের ছোঁয়ায় ডিজিটাল তথ্য আর রান্নার গন্ধের মিশেলে রেস্তোরাঁর কুঠুরিতে তৈরি হবে একেবারে আলাদা জগৎ।

তবে ভয় পাবেন না, রান্না করবেন এখনও মানুষই। এআই শুধু বলবে, 'আজ মলিকিউলার গ্যাস্ট্রোনমির সঙ্গে একটু ফিউশন ট্রাই করুন!' অথবা বলবে, 'অ্যাম্বিয়েন্সে একটু লাইট ব্লু দিন, কাস্টমারের মুড

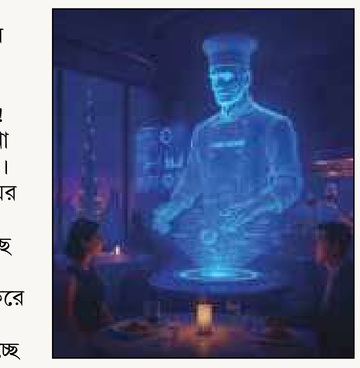

ভালো হয়ে যাবে।'

সোজা কথায়, খাবার আর প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এমন রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে, যেখানে আপনার খাবারই শুধু নয়, পুরো অভিজ্ঞতাই হবে 'ওয়াও'।

বিহারে মাখনা চাষিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় রাহুল গান্ধি। শনিবার কংগ্রেস নেতার এক্স-পোস্ট।

ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ জয়শংকরের ■ মার্কিন সৌজন্যে প্রশ্ন

ভারতের তেল কিনবেন না

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ২৩ অগাস্ট : পরিশোধিত জ্বালানি তেল কেনার জন্য কাউকে অনুরোধ করেনি বা চাপ দেয়নি ভারত। ক্রেতারা তাদের প্রয়োজন মতো ভারত থেকে তেল আমদানি করছে। চাইলেই তারা সেই আমদানি বন্ধ করে দিতে পারে। রাশিয়া থেকে তেল আমদানি ইস্যুতে শনিবার কার্যত এই ভাষাতেই আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বার্তা দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

তিনি বলেন, ‘বাণিজ্য বাড়াতে মরিয়া মার্কিন প্রশাসনের কর্তারা অন্য দেশের ব্যবসা পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এটা ক্রমশ হাস্যকর পর্যায়ে যাচ্ছে। যদি ভারত থেকে পরিশোধিত তেল কিনতে আপনাদের আপত্তি থাকে তাহলে কিনবেন না। এজন্য কেউ আপনাদের বাধ্য করবে না।’ বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চলতি টানাপোড়েনের মধ্যে এই প্রথম প্রকাশ্যে আমেরিকাকে আক্ষরিক অর্থে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ভারত। দিনকয়েক আগে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। তারপরেও রাশিয়া থেকে তেল আমদানি জারি রেখেছে ভারত।

দৃশ্যত ক্ষুব্ধ আমেরিকার বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো শুক্রবার ভারতকে নিশানা করেন। তাঁর কথায়, ‘নিজের লাভের জন্য ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে। রাশিয়া থেকে আমদানি করা তেল পরিশোধিত করে বিক্রি করছে ওরা।

> মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্তগুলি এখন আগে সমাজমাধ্যমে চলে আসে। তারপর তা সংশ্লিষ্ট দেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। গোটা বিশ্ব এই অদ্ভুত অবস্থার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।
>
> **এস জয়শংকর**

এটা ছাড়া রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার কোনও কারণ নেই।’ কারও নাম না করলেও জয়শংকরের বক্তব্য যে নাভারোর সেই মন্তব্যের জবাব, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। শুধু তাই নয়, ট্রাম্প সরকারের কূটনৈতিক শিষ্টাচার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেন, ‘এর আগে আমরা কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এত খোলামেলাভাবে বিদেশনীতি পরিচালনা করতে দেখিনি। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বের কাছে এটা ব্যতিক্রমী পন্থা। অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রে ট্রাম্প একটি স্বতন্ত্র পন্থা অনুসরণ করছেন। যা প্রচলিত নীতি-পদ্ধতি থেকে একেবারে আলাদা। আমেরিকার দীর্ঘদিনের কূটনীতির সঙ্গে যার কোনও মিল নেই।’ জয়শংকর জানান, ট্রাম্প শুল্ককে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন। অতীতে আমেরিকা এই ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেনি। বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্তগুলি এখন আগে সমাজমাধ্যমে চলে আসে। তারপর তা সংশ্লিষ্ট দেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। গোটা বিশ্ব এই অদ্ভুত অবস্থার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।’

ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছে যাওয়া নিয়ে মার্কিন সরকারের বহু প্রাক্তন আধিকারিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, ট্রাম্প সরকারের ভুল নীতি ভারতকে ক্রমশ রাশিয়া-চিনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে যার খেসারত আমেরিকাকে দিতে হবে। আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশসচিব জন কেরি বলেন, ‘আমরা উদ্বিগ্ন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির এই লড়াই দুর্ভাগ্যজনক। আগে সহযোগিতা এবং শ্রদ্ধার মাধ্যমে আলোচনা করা হত। কিন্তু এখন নির্দেশ, চাপ, টানাপোড়েনই যেন বেশি হচ্ছে। ট্রাম্পের প্রাক্তন সহযোগী জন বোল্টনের মূল্যায়ন, শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের ফলে রাশিয়া ও চিনের থেকে ভারতকে দূরে সরিয়ে রাখার কয়েক দশকের মার্কিন চেষ্টাকে বিপন্ন করে তুলেছে। ট্রাম্পের চিনপন্থী পক্ষপাত একটি বিরাট ভুলে পরিণত হতে চলেছে।

গণকবর কাণ্ডে গ্রেপ্তার অভিযোগকারী সাফাইকর্মী

বেঙ্গালুরু, ২৩ অগাস্ট : কর্ণাটকের ধর্মস্থানে গণকবর মামলার তদন্তে নতুন মোড়। যাঁর জন্য ঘটনাটি সামনে এসেছিল, শনিবার সেই প্রাক্তন সাফাইকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে কর্ণাটক পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। তাঁর নামও প্রকাশ করা হয়েছে। ধৃতের নাম সিএন চিননায়া ওরফে চিন্না। সিটের তরফে জানানো হয়েছে, মিথ্যা বলা এবং অপপ্রচারের অভিযোগে চিন্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট, ধৃতের যাবতীয় দাবি ভুয়ো। শুরু থেকে মিথ্যা বলেছেন তিনি।

গত জুলাইয়ে একটি খুলি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চিন্না। তিনি জানান, তাঁর গ্রামে শতাধিক মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়েছে। দেহগুলি মাটি চাপা দিতে তিনি নিজে সাহায্য করেছিলেন বলে চিন্না জানান। এখন অপরাধবোধ থেকে বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন। গোটা ঘটনায় আগাগোড়া মুখে মুখোশ পরে প্রকাশ্যে এসেছিলেন চিন্না। জানিয়েছিলেন, নিরাপত্তার কারণে পরিচয় গোপন করতে তিনি মুখোশ

কর্ণাটক

পরে রয়েছেন। গোটা ঘটনায় স্থানীয় এক মন্দির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। চিন্না অভিযোগ করেন, মন্দির কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নাকি বহু মানুষকে খুন করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের তরফে অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।

এদিকে সুজাতা ভাট নামে এক মহিলা পুলিশে অভিযোগ করেন, তাঁর এমবিবিএস পড়ুয়া মেয়ে অনন্যা ভাটের খোঁজ মিলছে না। পরে আবার এক ইউটিউব চ্যানেলে তিনি জানান, অনন্যা নামে তাঁর কোনও মেয়ে নেই। চাপের মুখে তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন। কীসের চাপ তা খোলসা করেননি সুজাতা। এদিকে সুজাতার অভিযোগকে সমর্থন করে চিন্না দাবি করেন, অনন্যাকে ধর্ষণ করে খুন করে ওই গণকবরে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। তবে চিন্না ও সুজাতা দু’জনের অভিযোগই ভুয়ো বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনায় কর্ণাটকে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকে নিশানা করেছে বিজেপি। তাদের দাবি, মন্দির কর্তৃপক্ষকে বদনাম করতে চাইছে কংগ্রেস। বিজেপি বিধায়ক ভরত শেট্টি বলেন, ‘মুখোশধারী ব্যক্তি ও সুজাতা আসলে পুতুল। ওঁদের দিয়ে ভুয়ো অভিযোগ করানো হয়েছে। এর পিছনে বড় মাথারা রয়েছে। বিশাল অর্থের লেনদেন হয়েছে।’ সিট গঠনের পিছনেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে জানান তিনি। রাজ্য সরকার অবশ্য সেই অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি।

শনিবার চিন্নাকে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তোলা হয় আদালতে। সুত্রের খবর, সিটের জেরায় চিন্না যেসব দাবি করেছিলেন, তাতে বহু অসংগতি পাওয়া গিয়েছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, তাঁর অভিযোগগুলি মিথ্যা। সাক্ষী নিরাপত্তা প্রত্যাহার করার পর চিন্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে হত দুষ্কৃতী

লখনউ, ২৩ অগাস্ট : উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীর। তার মাথার দাম ছিল একলক্ষ টাকা। ২০১১ সাল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল শংকর কনোজিয়া।

বারাণসী পুলিশের এসটিএফ গোপন সূত্রে খবর পায়, আজমগড়ে দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে শংকর। বড় কোনও কাণ্ড ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল আজমগড়ে। খবর পেয়েই ইনস্পেকটর পুনীত সিং পরিহারের নেতৃত্বে আজমগড়ে পৌঁছোয় বারাণসী পুলিশের এসটিএফ। তাদের দাবি, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে শংকর। হামলার

মুখে পড়ে পালটা গুলি চালায় পুলিশও। দু’পক্ষের মধ্যে কয়েক রাউন্ড গুলির লড়াই চলে। সেই সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয় শংকর। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ইন্দিরাপুরমের অ্যাডিশনাল ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অভিষেক শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, শংকরের দলের বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজ চলছে। শংকরের কাছ থেকে একটি ৯ এমএম কার্বাইন, ৯ এমএমের একটি পিস্তল, একটি কুকরি এবং প্রচুর কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ওই দুষ্কৃতী। ওই বছরেই দোহরিঘাট এলাকায় লুটপাটের সময় বিন্ধ্যাচল পান্ডে নামে এক ব্যক্তির গলা কেটে খুন করে দেহ লোপাট করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তারপর থেকে একের পর এক লুট, অপহরণ, খুনের মামলায় নাম জড়ায় শংকরের। তার মাথার দাম একলক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল বারাণসী পুলিশ।

ঢাকায় পাক উপপ্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ অগাস্ট : তিনদিনের সফরে শনিবার বাংলাদেশে এলেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার। ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশসচিব আসাদ আলম সিয়াম। সেখানে উপস্থিতি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইমরান হায়দর সহ দূতাবাসের একাধিক আধিকারিক। রবিবার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এবং বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন দার। দেখা করবেন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গেও। জামায়াতে ইসলামির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা রয়েছে ইসহাক দারের। চলতি সফরে ৬টি মউ ও একটি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সরকারি আধিকারিক এবং কূটনীতিকদের ভিসাহীন ভাবে যাতায়াতের সুবিধা সংক্রান্ত চুক্তিটি। এছাড়া দু’দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, সাংস্কৃতিক বিনিময়, দু’দেশের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন, দুই রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ মউ চুক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ মাখন চোর নন, মন্তব্য মোহনের

ভোপাল, ২৩ অগাস্ট : যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরির কাহিনী শোনেননি এমন মানুষ ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নটখট নন্দলাল বা হাতেমুখে মাখন লেগে থাকা বালগোপালের ছবি বহু কৃষ্ণভক্তের ঠাকুরঘরে শোভা পায় বহু যুগ ধরে। অথচ শ্রীকৃষ্ণের এই দুষ্টুমিষ্টি ছবি ও গল্পে এবার রাজনীতির বজ্রাঘাত শুরু হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, ‘কৃষ্ণকে কিছুতেই মাখন চোর বলা যাবে না। কারণ, কৃষ্ণের এই মাখন চুরি করে খাওয়া আসলে কংসের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।’ শ্রীকৃষ্ণকে এক বিদ্রোহীর সঙ্গে তুলনা করে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘যা কিছু কৃষ্ণের প্রাপ্য ছিল সেইসব কংস দখল করে নিয়েছিল। সেই ক্রোধ থেকেই কৃষ্ণ তাঁর গোয়ালা বন্ধুদের সঙ্গে মিলে হাঁড়ি ভেঙে মাখন খেতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহ করা। কিন্তু সেটা না জেনে আমরা

ওঁর বিদ্রোহকে মাখন চোরের মতো উপাধি দিয়েছি।’

স্বাভাবিকভাবেই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কংগ্রেসের বক্তব্য, ইতিহাসের পর এবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত এবং জীবনকাহিনীও বিকৃত করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা উমঙ্গ সিংহার বলেন, ‘ইতিহাসের নিজস্ব সংস্করণ লিখতে চাইছেন মোহন যাদব। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কৃষ্ণের লীলাখেলা লিপিবদ্ধ ও উদযাপিত হয়েছে। এবার কি উনি সনাতন ধর্মের প্রাচীন গল্পগাথাগুলিকেও বদলে ফেলতে চাইছেন?’ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ভালো চোখে দেখছেন না কৃষ্ণভক্তরাও।

দুষ্কর্মে মৃত্যুদণ্ডই ‘সাধারণ সাজা’ সৌদিতে

রিয়াধ, ২৩ অগাস্ট : অপরাধীর নিস্তার নেই। প্রায় সব অপরাধের শাস্তি একটাই, মৃত্যুদণ্ড। এমনই ঘটে চলেছে সৌদি আরবে। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ক্রমাগত উচ্চ হারে বাড়ছে সেখানে। বিগত ছয় মাসে ১৮০ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এমনকি একদিনে আটজনের সর্বোচ্চ সাজা হয়েছে এমন উদাহরণও রয়েছে। তাজির নামে একটি ব্যবস্থার অধীনে বিচারকদের সাজা ঘোষণার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সৌদিতে। এর মাধ্যমে আদালতগুলি ধারাবাহিকভাবে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে চলেছে।

অতীতে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি সীমিত করা হবে। কিন্তু জুলাইতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশিত রিপোর্ট এবং স্থানীয় একটি সংবাদ সংস্থার তথ্য বলছে, ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ১,৮১৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবে।

বিদেশি নাগরিক, যাঁরা কাজের খোঁজে সেদেশে পাড়ি দিয়েছেন, আইনি লড়াইয়ের সামর্থ্য নেই, রয়েছে ভাষাগত সমস্যা, তাঁদের এই চূড়ান্ত সাজা হওয়ার প্রবণতা তুলনায় বেশি। বিগত ১০ বছরে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড পেয়েছেন পাকিস্তানিরা। ১৫৫ জন। পিছিয়ে নেই সিরিয়া (৬৬ জন) ও জর্ডন (৫০ জন) থেকে আসা নাগরিকরা।

অন্যদিকে, মাদক বিরোধী অভিযানও জারি রেখেছে মধ্য এশিয়ার দেশটি। দেশকে মাদকমুক্ত রাখতে মাদক-অপরাধীদের জন্য প্রতিনিয়ত ঘোষণা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডের সাজা। বিগত ১০ বছরে মৃত্যুদণ্ড প্রাপকদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধে মাদক সংক্রান্ত অপরাধে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ মাদক। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, সৌদি আরবের বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় মাদক পাচার চক্র।

আমেরিকায় পার্সেল আর পাঠাবে না ভারতীয় ডাক বিভাগ

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। আপাতত আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানো যাবে না। চলতি মাসের শেষ থেকেই কার্যকর হচ্ছে নয়া নিয়ম। তবে কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকা শুল্কনীতিতে বড় পরিবর্তন করেছে, যা চলতি মাসের শেষের দিক থেকে কার্যকর হবে। সেই আবহে এবার ভারতও আমেরিকার সঙ্গে ডাক যোগাযোগ আপাতত সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ৩০ জুলাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, এতদিন ৮০০ মার্কিন ডলার মূল্য পর্যন্ত কোনও সামগ্রী আমেরিকার বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে শুল্ক গুনতে হত না। তবে এবার সেই নিয়ম পালটে যাচ্ছে। শুল্কমুক্ত পরিষেবা স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তারপরেই ভারতীয় ডাক বিভাগ পরিষেবা সাময়িক স্থগিতের কথা জানিয়েছে।

ডাক বিভাগ বলেছে, আগামী ২৯ অগাস্ট থেকে আমেরিকায় পাঠানো সমস্ত ডাক পণ্যে তাদের মূল্যের ভিত্তিতে শুল্ক আরোপ করা হবে। সেই শুল্ক নির্ধারণ করা হবে ‘আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক শক্তি আইন’-এর অধীনে। বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ১০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের উপহার সামগ্রী শুল্কমুক্ত থাকবে।

ভারতীয় ডাক বিভাগ ২৯ অগাস্ট থেকে পরিষেবা স্থগিতের কথা জানালেও ২৫ অগাস্টের পর থেকেই আমেরিকায় পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও চিঠি বা সামগ্রীর বুকিং হবে না। বিমান সংস্থাগুলি জানিয়েছে, ২৫ অগাস্টের পরে তারা আর আমেরিকায় পাঠানো কোনও পার্সেল নিয়ে যেতে পারবে না। সেই কারণেই ভারতীয় ডাক বিভাগ আমেরিকার জন্য সব ধরনের সামগ্রীর বুকিং স্থগিত রাখছে।

যেসব গ্রাহক ইতিমধ্যে আমেরিকায় পার্সেল পাঠানোর জন্য বুকিং করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম বলবৎ হচ্ছে। ওই সব গ্রাহকের পার্সেল পাঠানো যাবে না বলেই জানিয়েছে ডাক বিভাগ। তবে বুকিংয়ের জন্য গ্রাহকেরা যা খরচ করেছেন, তা ফেরত দেওয়া হবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে

যত দ্রুত সম্ভব আমেরিকায় পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শুধু ভারত নয়, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের মতো দেশগুলিও আমেরিকায় ডাক পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ২৭ অগাস্ট থেকে তা কার্যকর হওয়ার কথা।

ইউক্রেনে কিম-বাহিনী

পিয়ং ইয়ং, ২৩ অগাস্ট : ইউক্রেনে রুশ সেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে উত্তর কোরিয়ার বাহিনী। কয়েকমাস ধরে এমনই দাবি করছিল ভোলোদিমির জেলেনস্কির সরকার। কিন্তু এতদিন তাদের সেই দাবির সত্যতা স্বীকার করেনি রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়া। শেষপর্যন্ত অবশ্য ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর কথা মেনে নিলেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। সম্প্রতি ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত ১০১ জন উত্তর কোরীয় সেনার ছবির সামনে বসে প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি। উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যম সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি কিমের সেই শ্রদ্ধা জানানোর ছবি প্রকাশ করেছে।

নিহত সেনা সদস্যদের শহিদ ঘোষণা করে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেন, ‘আমাদের দেশের ওই সাহসী তরুণদের অমূল্য জীবন রক্ষা করতে না পেরে আমার খারাপ লাগছে। নিহতদের পরিজনদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।’

বিবাহ-জালিয়াতি

জম্মু, ২৩ অগাস্ট : ভুয়ো বিবাহের ফাঁদ পেতে বরপক্ষের থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতানোর চক্র ভালোই কাজ করছিল। আখনুরে তিনটি এবং নাগরোটায় দুটি সহ মোট পাঁচটি ঘটনা সামনে এসেছিল। শনিবার অবশেষে ওই চক্রের ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে সেই চক্রের পর্দা ফাঁস করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের একজন মহিলাও রয়েছেন। সম্প্রতি ধানা চাপরির বাসিন্দা দীপক কুমার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন দোরি দাগের রসপাল চাঁদকে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাইরে বিবাহের অনুষ্ঠান করানোর জন্য তাঁর থেকে ৩ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। বিবাহের পর নববধূ পালিয়ে যান।

নতুন ঠিকানায় কেন্দ্রের সদর দপ্তর

নবনীতা মণ্ডল

নর্থ ও সাউথ ব্লকের দিন শেষ

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : ভারতের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, দিল্লির ঐতিহ্যবাহী রাইসিনা হিলসের দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যাচ্ছে। নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লকের সুউচ্চ, ঐতিহাসিক ভবনগুলি থেকে একে একে সরে যাচ্ছে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী এই ভবনগুলি এখন রূপান্তরিত হতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম জাদুঘরে– ‘যুগে যুগে ভারত জাতীয় সংগ্রহশালা’য়। এই স্থানান্তর একদিকে যেমন নতুন যুগের সূচনা করেছে, তেমনই পুরোনো সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে গভীর নস্টালজিয়া।

নর্থ ব্লকের খালি হচ্ছে করিডর

নর্থ ব্লকের নির্মাণ ১৯৩১ সালে শেষ হয়েছিল। গত ৯৪ বছর ধরে স্বরাষ্ট্র, অর্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলির প্রাণকেন্দ্র ছিল সেটি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্র থেকে স্বাধীন ভারতের নীতি নির্ধারণের পীঠস্থান হয়ে ওঠা এই ভবন এখন অনেকটাই নিঝুম। করিডর ধরে এখন আর কর্মব্যস্ততার সেই চিরচেনা গুঞ্জন শোনা যায় না। ফাইলপত্র, স্টেশনারি এবং কম্পিউটার যত্ন সহকারে বাক্সবন্দি করা হচ্ছে। এমনকি, মহাত্মা গান্ধির ছবি থেকে শুরু করে অন্যান্য শিল্পকর্মও সযত্নে মোড়ানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া এক মাস আগে শুরু

হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের একজন করে নোডাল অফিসার এই কাজটি সমন্বয় করছেন।

কর্মকর্তারা বলছেন, ই-অফিস পোর্টালের কারণে অধিকাংশ ফাইল ডিজিটাল হয়ে যাওয়ায় স্থানান্তরের কাজটি অনেকটাই সহজ হয়েছে। তবে কিছু সংবেদনশীল ফাইল এখনও হাতে-কলমে সরানো হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এরই মধ্যে ‘কর্তব্য ভবন ৩’-এ তাদের নতুন কার্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। ৬ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। তবে অর্থমন্ত্রকের স্থানান্তরের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

সাউথ ব্লকের নতুন যাত্রা

অন্যদিকে সাউথ ব্লকে ছিল প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় (পিএমও), প্রতিরক্ষা এবং বিদেশ মন্ত্রকের সদর দপ্তর। সেপ্টেম্বরে ওই মন্ত্রকগুলিও স্থানান্তরিত হবে। পিএমও উঠে যাচ্ছে বিজয় চকের কাছে নতুন নির্মিত ‘এগজিকিউটিভ এনক্লেভ’-এ। এটি সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অধীনে নির্মিত একটি অত্যাধুনিক ভবন। এর কাছেই প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন, ক্যাবিনেট সচিবালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা সচিবালয়ও তৈরি হচ্ছে। এই বিন্যাসটিকে অনেকে সাম্রাজ্যবাদী অতীত থেকে ভারতের মুক্তির প্রতীক হিসেবে দেখছেন। নতুন ভবনগুলিতে অত্যাধুনিক সুবিধা যেমন কাঁচের কেবিন এবং অ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে।

সুবিধা বনাম ঐতিহ্য

নতুন দপ্তরগুলিতে স্থান সংকুলানের সমস্যা কমবে বলে কর্মকর্তারা আশা করছেন। বহু বছর ধরে পুরোনো ভবনগুলিতে জায়গার অভাবে ছোট ছোট কক্ষগুলিকে ভাগ করে অতিরিক্ত কর্মীর জায়গা করা হয়েছিল। কর্মীরা জানান, নতুন ভবনগুলির ক্যান্টিন এবং কর্মপরিবেশ ভালো হওয়ায় তাঁরা খুশি। তবে নতুন ‘ওপেন-প্ল্যান’ লেআউট নিয়েও কিছু বিতর্ক রয়েছে। সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস ফোরামের পক্ষ থেকে পিএমও-তে একটি চিঠি পাঠিয়ে গোপনীয়তার অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাক্তন কর্মকর্তারা এই পরিবর্তনের সঙ্গে মিশে থাকা নস্টালজিয়া ভাগ করে নিচ্ছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জিকে পিল্লাই বলেন, ‘সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা এই ভবনগুলিতে কাজ করেছেন। পুরোনো কর্মচারীরা সেই সব ঐতিহাসিক মিটিংয়ের গল্প বলতেন। নতুন প্রজন্ম সেই ইতিহাসের অনুভব থেকে বঞ্চিত হবে।’ তবে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রাক্তন আইএএস অফিসার দুর্গা শংকর মিশ্র, মনে করেন নতুন ভবনগুলি দক্ষতা ও সমন্বয়ের দিক থেকে সরকারের কার্যকারিতা বাড়াবে।

সন্তানকে উপহার দিন ‘চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড’

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

উচ্চশিক্ষার খরচ দিনদিন বাড়ছে। সন্তানের উচ্চশিক্ষার খরচ জোগাতে হিমসিম খেতে হয় বাবা-মাকে। এই সমস্যার সমাধানে বড় ভূমিকা নিতে পারে চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড। সন্তানের জন্য আজই লগ্নি করুন এই ফান্ডে। যা ভবিষ্যতে আপনার সন্তানের জন্য বড় উপহার হয়ে উঠবে।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড কী?

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড হল এমন একটি মিউচুয়াল ফান্ড যা সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন যেমন উচ্চশিক্ষা, বিয়ে ইত্যাদি পূরণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। এক কথায় সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে সাহায্য করে অভিভাবককে।

এদেশের অধিকাংশ চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড ইকুইটি এবং ডেট উভয় ইনস্ট্রুমেন্টের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। অভিভাবকের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং কতদিন লগ্নি করতে চান, এই দুই বিষয় বিবেচনা করে এই ফান্ড নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত ৫ বছরের লক-ইন পিরিয়ড থাকলেও সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এর মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য কী?

এই ফান্ডের উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতে সন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিয়ে বা অন্য কোনও বড় খরচের জন্য অর্থের উৎস তৈরি করা। এছাড়াও এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের বিকল্প, যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালো রিটার্ন পাওয়া যায় যা সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করবে।

কারা বিনিয়োগ করবেন?

এই ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড তৈরিই করা হয়েছে পিতা-মাতার জন্য। কন্যাসন্তানের জন্য ডাকঘরে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা বা পুত্রসন্তানের জন্য বিভিন্ন ফিক্সড ডিপোজিট এবং পিপিএফ সহ একাধিক নিশ্চিত আয়ের প্রকল্প রয়েছে। তবে এই ধরনের প্রকল্পে রিটার্ন পূর্ব নির্ধারিত এবং সীমিত হয়। বড় কর্পাস এবং উঁচু হারে রিটার্ন পেতে চাইলে এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে সন্তানের জন্য অবশ্যই বিনিয়োগ করতে পারেন পিতা-মাতারা।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

■ এই ধরনের ফান্ডের ন্যূনতম লক-ইন পিরিয়ড ৫ বছর। প্রয়োজনে তা সন্তানের ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

■ এই ফান্ডগুলি ডেট এবং ইকুইটির সংমিশ্রণে তৈরি হয়। ফলে ঝুঁকি এবং রিটার্নের ভারসাম্য বজায় থাকে।

■ সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে ফান্ডে বিনিয়োগের মালিকানা তার কাছে হস্তান্তর করা যায়।

■ এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করলে আয়করে ছাড় পাওয়া যায়।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের সুবিধা

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের একাধিক সুবিধা রয়েছে।

■ **দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধি :** এই ধরনের ফান্ডে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করা যায়। সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা বিয়ের মতো লক্ষ্যগুলির জন্য যা আদর্শ। অন্যান্য অনেক বিকল্পের তুলনায় এই ফান্ডে রিটার্নও বেশি হয়।

■ **সুশৃঙ্খল সঞ্চয় :** নিয়মিতভাবে এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করলে পিতা-মাতার যেমন আর্থিক শৃঙ্খলা তৈরি হয়, তেমনই সন্তানও দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চয়ের সুফল শিখতে পারবে।

■ **পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য :** লগ্নিকারীদের পোর্টফোলিওতে এই ফান্ড বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্য আনবে। এর পাশাপাশি ঝুঁকি কমিয়ে রিটার্ন বাড়াতে সাহায্য করবে।

■ **ফান্ডের বৈচিত্র্য :** চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড ইকুইটি এবং ডেট ইনস্ট্রুমেন্টের সংমিশ্রণে তৈরি। যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বেশি তাঁরা সেই ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন, যেখানে ইকুইটিতে লগ্নির পরিমাণ বেশি। যাঁরা স্থিতিশীল রিটার্ন আশা করবেন, তাঁরা সেই ফান্ড বেছে নিতে পারেন, যেখানে ডেট ইনস্ট্রুমেন্টে বেশি লগ্নি করা হয়।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের অসুবিধা

■ যে কোনও মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির মতো এখানেও লগ্নিতে ঝুঁকি রয়েছে।

■ লক-ইন পিরিয়ডের আগে টাকা তুলে নিলে বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হয়।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের করযোগ্যতা

■ এই ফান্ডে বিনিয়োগ করলে ৮০সি ধারায় আয়কর ছাড় পাওয়া যায়। এই ধারায় ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যায়।

■ এই ফান্ড থেকে অর্জিত সুদ করমুক্ত হয়।

■ সুদ বাবদ আয় বার্ষিক ৬৫০০ টাকার বেশি হলে প্রতি সন্তানের জন্য ১৫০০ টাকা বার্ষিক ছাড় পাওয়া যায়।

■ মেয়াদ পূর্তির পর প্রাপ্য মুনাফায় কর ধার্য করা হয়।

বিনিয়োগের আগে জানতে হবে

আপনার আর্থিক লক্ষ্য স্থির করার পর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিচার করতে হবে। তারপরই বেছে নিতে হবে বাজারে চালু থাকা কোনও চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড। তবে যাচাই করতে হবে-

■ সংশ্লিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য।

■ ফান্ডে লগ্নির খরচ।

■ ফান্ড ম্যানেজারের ট্র্যাক রেকর্ড।

■ ফান্ডের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের অঙ্ক।

■ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স।

এছাড়াও প্রয়োজন হলে আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

সেরা কয়েকটি চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড	৩ বছরে বার্ষিক রিটার্ন (শতাংশ)
■ এসবিআই ম্যাগনাম চিলড্রেন্স বেনিফিট ডিরেক্ট গ্রোথ	২০.৪৬
■ আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল চাইল্ড কেয়ার	১৬.০২
■ এইচডিএফসি চিলড্রেন্স ফান্ড	১৫.৮৫
■ টাটা ইয়ং সিটিজেন্স ডিরেক্ট	১৩.২২
■ এসবিআই ম্যাগনাম চিলড্রেন্স বেনিফিট প্ল্যান ডিরেক্ট	১২.১৭
■ আদিত্য বিড়লা সান লাইফ বাল ভবিষ্য যোজনা	১২.০৮
■ এলআইসি এমএফ চিলড্রেন্স	১১.৭৩
■ ইউটিআই চিলড্রেন্স ইকুইটি ফান্ড	২০.৭০

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

---

২৭ অগাস্ট থেকে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক?

প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

১৫ অগাস্ট আলাস্কায় পুতিন-ট্রাম্প সাক্ষাৎকারের পর মনে হয়েছিল, বরফ বোধহয় সত্যিই গলল। শুধু বিশ্ব বাজার নয়, ভারতীয় শেয়ার বাজারে পরপর ছয়দিন লাগাতার উত্থান হয়। যে সেক্টরগুলো বড় আঘাত পেয়েছিল, তাদেরই অন্তর্গত বিভিন্ন কোম্পানিতে ভালো উত্থান আসে। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে যে সেক্টরগুলোর উল্লেখ ছিল, সেই সেক্টরগুলোও ভালো পারফরমেন্স দেখায় এই সময়কালে। এর মধ্যে রয়েছে সেমিকনডাক্টর, নিউক্লিয়ার এনার্জি, ডিফেন্স, এনার্জি প্রভৃতি।

তবে যে ঘোষণা বিনিয়োগকারীদের দারুণ উজ্জীবিত করে তোলে, তা জিএসটি সংক্রান্ত। দীপাবলির সময় থেকে বিভিন্ন পণ্যের ওপর জিএসটি মূলত দুটো ভাগে বসানো হবে বলে প্রস্তাবনা রয়েছে। একটি ৫ শতাংশ এবং অন্যটি ১৮ শতাংশ। কেন এমনটি হবে এবং এর ফলে কী সুবিধা হবে? প্রথমত, যে পণ্যগুলির ওপর ২৮ শতাংশ জিএসটি বসত, সেগুলোর প্রতি আকর্ষণ থাকলেও বহু মানুষ সেই পণ্যগুলিকে এড়িয়ে যেতেন, তা শহর হোক বা গ্রামাঞ্চলের। সেগুলি ১৮ শতাংশে নেমে এলে স্বাভাবিকভাবেই গ্রাহকরা তাদের প্রতি পুনরায় আকর্ষণ অনুভব করবেন।

এছাড়াও অন্যান্য যে পণ্যগুলির ওপর অতিরিক্ত জিএসটি বসত, সেগুলিতেও ৫ শতাংশ জিএসটি বসলে তা সুলভ হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই গ্রাহকের খরচ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এই সবকিছুই ভারতের জিডিপি বৃদ্ধিতে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। তবে বিগত শুক্রবার, ৬ দিন লাগাতার উত্থানের পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে সংশোধন আসে। প্রতি সেক্টর ধরেই পতন এসেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ যেখানে এই সংশোধনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনে করছেন, সেখানে অনেকেই মনে করছেন, আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারাল ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট নাও কমাতে পারে। এমন আতঙ্কে বহু বিনিয়োগকারী তথা ট্রেডাররা শেয়ার বিক্রি করে লাভ ঘরে তুলেছেন।

তবে ২২ অগাস্ট আমেরিকার শেয়ার বাজারে দারুণ উত্থান আসে। এস অ্যান্ড পি ১.৫২ শতাংশ এবং ন্যাসড্যাক ১.৮০ শতাংশ উত্থান দেখে। ওইদিন ফেডারাল ব্যাংকের মুখ্য অধিকর্তা জেরম পাওয়েল ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আমেরিকায় হয়তো বা ইন্টারেস্ট তাঁরা কমাতে পারেন।

এর মধ্যে তিনি আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধি, বেরোজগারি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন।

শুক্রবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে সংশোধন আসে, তার পিছনে আমেরিকার জনপ্রতিনিধি পিটার ন্যাভারোর ভারতবর্ষের প্রতি একটি অত্যন্ত অবমাননাকর মন্তব্যকে দায়ী বলা যেতে পারে। তিনি জানিয়েছেন যে, ভারতের ওপর অতিরিক্ত যে ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর প্রস্তাব রয়েছে, তা ২৭ অগাস্টের পর পিছোনো হবে না। তাঁর কথা অনুযায়ী, রাশিয়া নিজের নোংরা কর্মকাণ্ডকে মান্যতা দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষকে ব্যবহার করে। যাই ঘটুক না কেন, ভারত যে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা ছাড়বে না, তা বোঝা গিয়েছে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের জন্য সরকারি কোম্পানিগুলির রাশিয়াকে অর্ডার দিয়ে দেওয়ায়। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসলে ভারতের প্রায় ৫০ শতাংশ বাণিজ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার পরিমাণ দাঁড়াতে পারে প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলারের। এটাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় ডেডওয়েট লস বা চিরকালীন ক্ষতি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। অর্থাৎ না ক্রেতা কিনতে পারছেন, না বিক্রেতা বিক্রি করতে পারছেন।

শুক্রবার নিফটিতে প্রায় ২১৩ পয়েন্টে সংশোধন এসেছে এবং সেনসেক্সে পতন হয়েছে ২৯৩ পয়েন্টের মতো। বলতে গেলে সমস্ত সেক্টরেই কমবেশি পতন হয়েছে। যেমন- নিফটি ব্যাংক নেমেছে (-১.০৯ শতাংশ), বিএসই এফএমসিজি (-১.০৪ শতাংশ) এবং বিএসই মেটালস (-১.২৭ শতাংশ)। তবে বাজারে পতন সত্ত্বেও বেশকিছু কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতা লাভ করে। এর মধ্যে রয়েছে ইউনো মিন্ডা, লেমনটি, জেএম ফিন্যান্সিয়াল, ওয়ান ৯৭ পেটিএম, কামিন্স প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলিতে সর্বাধিক উত্থান হয়, তার মধ্যে রয়েছে পিবিসিএল ২০ শতাংশ, কেম বন্ড কেমিক্যালস ২০ শতাংশ, ইজমো ২০ শতাংশ, অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেমস (১৪.৫৮ শতাংশ), এরিস অ্যাগ্রো (১২.৯৪ শতাংশ) প্রভৃতি। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের এজিএম রয়েছে শুক্রবার ২৯ অগাস্ট। এখানে রিলায়েন্স জিওর ডিমার্জার নিয়ে কোনও কথা থাকবে কি না, তার জন্য বিনিয়োগকারীদের দারুণ আগ্রহ রয়েছে। এই ডিমার্জার যদি ঘোষিত হয়, তা বিনিয়োগকারীদের জন্য ভ্যালু আনলকিং করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। যাই হোক, বাজার বিগত একমাস ধরেই ১ হাজার পয়েন্টের একটি গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

---

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

টানা ৬ দিনের উত্থানের ধারা রোধ করে সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে বড় অঙ্কের পতন হল শেয়ার বাজারে। নিফটি ফের নেমে এল ২৫ হাজারের নীচে। সপ্তাহ শেষে নিফটি থিতু হয়েছে ২৪৮৭০.১০ পয়েন্টে। একইভাবে সেনসেক্স সপ্তাহ শেষে পৌঁছেছে ৮১৩০৬.৮৫ পয়েন্টে। শেষদিনের ধাক্কা সত্ত্বেও চলতি সপ্তাহে নিফটি ও সেনসেক্স উঠেছে যথাক্রমে ২৩৮.৮ এবং ৭০৯.১৯ পয়েন্ট। সূচক উঠলেও এখনও অস্থিরতা বজায় থাকল শেয়ার বাজারে। তাই আগামী কয়েকদিন বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। গুণগতমানে ভালো শেয়ার বাছাইয়ের পাশাপাশি লগ্নি করতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে। কোনও একটি শেয়ারে লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো সংস্থার শেয়ারে। এর পাশাপাশি বিরত থাকতে হবে দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে। শেয়ার বাজারের প্রাথমিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিলে তবেই শেয়ার বাজার থেকে মুনাফা করা যাবে।

শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে সবথেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে জিএসটি সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা এস অ্যান্ড পি গ্লোবালের ভারতের রেটিং বৃদ্ধি করা। জিএসটির ৪টি স্ল্যাব ৫, ১২, ১৮, ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে দুটি স্ল্যাব ৫ এবং ১৮ শতাংশ করার প্রস্তাব জিএসটি কাউন্সিলে পাশ হলে বিভিন্ন পণ্যের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই কমবে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য এবং জীবন বিমায় জিএসটি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। সব মিলিয়ে ২০১৭-এ জিএসটি চালু হওয়ার পর এই প্রথম বড় ধরনের সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে শেয়ার বাজারের পতনে যে বিষয়গুলি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল- টানা উত্থানের পর শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তোলা, ২৭ অগাস্ট থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাড়তি ২৫ শতাংশ অর্থাৎ মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়া, প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় পণ্যের ওপর এই শুল্ক বৃদ্ধির প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা, রাশিয়া-ইউক্রেন সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি। এই প্রভাব আরও কয়েকদিন শেয়ার বাজারে থাকতে পারে।

এত নেতিবাচক বিষয়ের মাঝে শুক্রবার আশার কথা শুনিয়েছেন মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরেমি পাওয়েল। তিনি দ্রুত সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর বৈঠকে বসবে ফেডারেল রিজার্ভ। সেই বৈঠকে সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে, যা আগামী দিনে শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। শুক্রবার পাওয়েলের বক্তব্য সামনে আসার পর মার্কিন শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়েছে। সোমবার এর প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম এখন স্থিতিশীল হলেও উৎসবের মরশুমে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **কল্যাণ জুয়েলার্স :** বর্তমান মূল্য-৫১১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৯৫/৩৯৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪৮৫-৫০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫২৭৪৫, টার্গেট-৬২০।

■ **ভারত ইলেক্ট্রনিক্স :** বর্তমান মূল্য-৩৭৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৩৬/২৪০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৬০-৩৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৭৪০০৭, টার্গেট-৪৬২।

■ **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৮১৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৭৫/৬৮০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৭৮৫-৮১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৫৩৪৪৯, টার্গেট-৯২০।

■ **ভারতী এয়ারটেল :** বর্তমান মূল্য-১৯৩৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৪৫/১৪৭৯, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১৮৭০-১৯১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১২১৩৪৮, টার্গেট-২১৫০।

■ **সিডিএসএল :** বর্তমান মূল্য-১৫৭৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৮৯/১০৪৭, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৫০০-১৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩২৯০৪, টার্গেট-১৭৮০।

■ **ইমামি :** বর্তমান মূল্য-৬১১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬০/৫০৭, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৫৮০-৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬৭১১, টার্গেট-৭২৫।

■ **সুজলন এনার্জি :** বর্তমান মূল্য-৫৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬/৪৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫০-৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮০১৯৫, টার্গেট-৮০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : হিন্দুস্থান কপার

● **সেক্টর :** মেটাল-নন ফেরাস ● **বর্তমান মূল্য :** ২৩৭ ● **এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন :** ৩৫৩/১৮৩ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ২৩০১৩ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ৫ ● **বুক ভ্যালু :** ২৪.৯০ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৬১ ● **ইপিএস :** ৫.০৩ ● **পিই :** ৪৭.৩১ ● **পিবি :** ৯.৫৬ ● **আরওসিই :** ২৪.০ শতাংশ ● **আরওই :** ১৮.৯ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৩০০

একনজরে

■ ১৯৬৭-তে প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা খনি থেকে কপার (তামা) উত্তোলন থেকে শুরু করে তা বিভিন্ন বিক্রয়যোগ্য কপার পণ্য তৈরি করে।

■ দেশের কপার খনিগুলির ৮০ শতাংশেরও বেশি এই সংস্থার হাতে রয়েছে।

■ গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়গ্রাম রাজ্যে এই সংস্থার কারখানা রয়েছে।

■ সংস্থার মোট আয়ের ৫৭ শতাংশেরও বেশি আসে রপ্তানি থেকে।

■ ন্যালকো এবং এমইসিএলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে খনিজ আকরিকের খোঁজ করে।

■ শাখা সংস্থা ছত্তিশগড় কপার লিমিটেডের ৭৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে এই সংস্থার হাতে।

■ ঋণের বোঝা ধারাবাহিকভাবে কমিয়ে চলেছে হিন্দুস্থান কপার।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ হিন্দুস্থান কপারে কেন্দ্রীয় সরকারের শেয়ার রয়েছে ৬৬.১৪ শতাংশ। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৮.২৪ শতাংশ এবং ৩.৭১ শতাংশ।

■ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ৫.২৪ শতাংশ বেড়ে ৫২৬.৬৫ কোটি এবং নিট মুনাফা ১৮.৩৯ শতাংশ বেড়ে ১৩৪.২৫ কোটি টাকা হয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	১

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৮
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৪০
ও নেগেটিভ	০

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২০
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৩০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২৫
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৩৪
ও নেগেটিভ	৩

দুর্গন্ধে নাকাল মানুষ, প্রশ্নের মুখে পুরসভা

মাথাভাঙ্গা, ২৩ অগাস্ট : মাথাভাঙ্গা শহরে প্রতিদিন মহকুমা ও আশপাশের বহু মানুষ আসেন নিত্য প্রয়োজনে। কিন্তু শহরে ব্যবহারযোগ্য শৌচাগারের অপ্রতুলতায় চরম সমস্যার মুখে পড়েন সকলেই। বাধ্য হয়ে অনেকেই রাস্তার ধারে বা নর্দমার পাশে শৌচকর্ম করছেন। এতে যেমন পরিবেশ দূষণ বাড়ছে, তেমনি দৃশ্য দূষণও হচ্ছে।

> সেসপুল লাগিয়ে ট্যাংক পরিষ্কার করা হলেও ট্যাংক এখনও ভর্তিই রয়ে গিয়েছে। সেখান থেকেই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পুরসভার সেসপুল কী কাজ করল তা বাস্তব পরিস্থিতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।
>
> **গোপাল ভৌমিক**
> *ঠিকাদারি সংস্থার কর্মী*

শহরে মেলার মাঠ, মালিবাগান পার্ক, মাছ ও মাংসের বাজার কমপ্লেক্সে শৌচাগার থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলি ব্যবহারযোগ্য নয়। পুরসভা কার্যালয়ের সামনে এনবিএসটিসি বাস টার্মিনাস চত্বরে যে সুলভ শৌচাগার রয়েছে তার দুর্গন্ধে নাজেহাল ব্যবসায়ী, যাত্রী ও পথচলতি মানুষ। পুরসভা সেসপুল দিয়ে পরিষ্কার করলেও দুর্গন্ধ কমেনি, বরং বেড়েছে।

শৌচাগারটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার কর্মী গোপাল ভৌমিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'গত ২৪ ও ২৭ জুলাই সেসপুল লাগিয়ে ট্যাংক পরিষ্কার করা হলেও ট্যাংক এখনও ভর্তিই রয়ে গিয়েছে। সেখান থেকেই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।' তাঁর মন্তব্য, 'পুরসভার সেসপুল কী কাজ করল তা বাস্তব পরিস্থিতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা ১২ অগাস্ট গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপি জমা দিয়ে সমস্যার অবিলম্বে সমাধান দাবি করেছেন। ব্যবসায়ী কাজল দাস, বাসনা ঘোষ, মানিক দাসদের অভিযোগ, দুর্গন্ধে দোকানে বসা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা অনিমেষ বর্মন বলেন, 'শহরের প্রাণকেন্দ্রে এমন দুর্গন্ধ সহ্য করা যায় না।' মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক জানান, অভিযোগ পেয়েছেন এবং খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।

সিংহকে বাগে আনার চেষ্টা করছেন মৃৎশিল্পী। শনিবার কোচবিহারে অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে ক্যাটালগ নেই

যা চাই, তা পাই না

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৩ অগাস্ট : কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে বেশ কয়েক বছর ধরে কোনওরকম ক্যাটালগ নেই। নেই বই খুঁজে দেওয়ার লোক। বহু বছর ধরে এই গ্রন্থাগারের সদস্য রত্না চক্রবর্তী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা বই খুঁজছিলেন। বইয়ের তাক ঘেঁটে বইটি খুঁজে না পাওয়ায় তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হয়। গলায় ক্ষোভ নিয়ে তিনি বলেন, 'এই অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। দিন-দিন গ্রন্থাগারের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। অথচ এদিকে নজর দেওয়ার মতো কেউ নেই। আগে আমরা ক্যাটালগ দেখে বই খুঁজে নিতাম। এখন আমার মতো অনেকেই তো বই খুঁজে পাবেন না।'

রত্নার কথা শুনে গ্রন্থাগারে খোঁজ নিতে গিয়ে প্রায় চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। একজন মাত্র লাইব্রেরিয়ান, একজন নাইট গার্ড আর দুজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, এই নিয়েই কোনওমতে চলছে কোচবিহার স্টেট লাইব্রেরি। চলছে না বলে ধুঁকছে বলাই বোধহয় ভালো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, প্রতি বর্ষায় গ্রন্থাগারের সিঁড়ির তলায় জল জমে। জলে ভিজে কাঠের ক্যাবিনেটের সঙ্গে বইয়ের সব ক্যাটালগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র কয়েকটি বইয়ের ক্যাটালগ রক্ষা পেয়েছে। ক্যাটালগ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এখনও অবধি কম্পিউটারে বইয়ের কোনও তালিকা সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে ক্যাটালগগুলো কম্পিউটারে তুলে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হলেও গ্রন্থাগারের কম্পিউটার অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেই কাজ বাস্তবায়িত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে বলেন, 'আগের ক্যাটালগগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নতুন ক্যাটালগ তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষিত লোক দরকার। আমাদের এখানে শেষবার যখন গ্রন্থাগারমন্ত্রী এলেন, আমরা তাঁকে বলেছিলাম, জেলাজুড়ে বইয়ের ক্যাটালগ হওয়া দরকার। পাঠকদের বই দেওয়া থেকে শুরু করে একটা সুস্থ পরিবেশ রেখে সমস্ত কাজকর্ম করতে গেলে যে পরিমাণ লোক প্রয়োজন আমাদের সেই লোকবল নেই।' তিনি যোগ করেন, 'ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগারে চাকরির পরীক্ষার পড়াশোনার একটা সুস্থ পরিবেশ আমরা তৈরি করে দিতে পেরেছি। কিন্তু লোকবলের অভাবে অন্য পাঠকদের আমরা উপযুক্ত পরিষেবা দিতে পারছি না।'

গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কোচবিহার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে বেহাল ক্যাটালগ। ছবি : জয়দেব দাস

সমস্যা যেখানে

- প্রতি বর্ষায় গ্রন্থাগারের সিঁড়ির তলায় জল জমে
- জলে ভিজে বইয়ের সব ক্যাটালগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে
- শুধুমাত্র কয়েকটি বইয়ের ক্যাটালগ রক্ষা পেয়েছে
- এখনও কম্পিউটারে বইয়ের তালিকা করা সম্ভব হয়নি
- সরকারি তরফে উদ্যোগ হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি

আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল বসছে

দিনহাটা, ২৩ অগাস্ট : বিদ্যুৎবাহী তারের জটলায় দিনহাটা বহুদিন ধরেই ভুগছে। ঝড়-জলের দিনে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই এবার মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুৎবাহী তার নিয়ে যেতে দপ্তর উদ্যোগী হয়েছে।

দিনহাটার বাসিন্দা প্রশান্ত সাহা বলেন, 'শহরে তারের পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে, তা দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনই দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বেশি। সেক্ষেত্রে মাটির নীচ দিয়ে লাইন হলে আশা করছি পরিষেবা ভালো হবে।' দিনহাটা ডিভিশনের সাব-স্টেশন ম্যানেজার কল্যাণবর সরকারের বক্তব্য, 'বাইপাস ফিডারে ঘণ্টায় ২০০ কিমি লোড বাড়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এবার সেই প্রকল্প মঞ্জুর হওয়ায় কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে টানেলের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। মোট ২.২৫ কিলোমিটার বিস্তৃত হবে এই লাইন। সাব-স্টেশন থেকে শুরু করে পুরো লাইন মাটির তলা দিয়েই যাবে। যেভাবে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে, তাতে বাকি ফিডারগুলির তারও আগামীতে মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে হবে।'

দিনহাটা বাইপাস, দিনহাটা মেইন, দিনহাটা-২ ও কৃষিমেলা ফিডারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় দিনহাটায়। এর মধ্যে দিনহাটা বাইপাস ফিডারের লোড সবচেয়ে বেশি। তাই প্রাথমিকভাবে দিনহাটা বাইপাস অঞ্চল থেকেই আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল বসানোর কাজ শুরু হচ্ছে। কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হলে সমস্যা মিটে যাবে বলে দপ্তরের আশা।

১ নম্বর ওয়ার্ডে শিশুর দেহ বাড়িতে আনার পর প্রতিবেশীদের ভিড়। শনিবার মাথাভাঙ্গায়। -সংবাদচিত্র

মন্দিরে মা, নদীতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মাথাভাঙ্গা, ২৩ অগাস্ট : শনিবার সকালে মাথাভাঙ্গা শহরে ঘটল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। মাত্র আড়াই বছরের সুভদ্রা দাস খেলতে খেলতেই হারিয়ে গেল। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নদীতে ভেসে উঠল তার নিথর দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগর কলোনিতে।

শিশুটির বাবা নেপাল দাস ভ্রাম্যমাণ সবজি ব্যবসায়ী। মা সারথি দাস গৃহবধূ। প্রতিদিনের মতোই শনিবার সকালে বাড়ি সংলগ্ন মানসাই নদীর ঘাটের পাশে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন সারথি। সেই সময় বাড়ির সামনের রাস্তায় পাশের বাড়ির এক শিশুর সঙ্গে খেলছিল সুভদ্রা। প্রতিদিন মায়ের পেছন পেছন বাড়ি ফেরে সে, কিন্তু এদিন আর ফেরেনি।

মা পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পর মেয়েকে না পেয়ে খোঁজ শুরু করেন। এক শিশু জানায়, সুভদ্রাকে ঘাটের দিকে নামতে দেখেছে। বর্ষার স্রোতে ফুলেফেঁপে ওঠা মানসাই নদী এখন বেশ বিপজ্জনক। এলাকাবাসীর মনে ভয়, সুভদ্রা কি তবে জলে তলিয়ে গেল?

খবর ছড়াতেই নদীতে নামেন স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দাদের অধিকাংশই মৎস্যজীবী, ডুবসাঁতার দিয়ে খোঁজ চলতে থাকে। খবর পৌঁছে যায় প্রশাসনের কাছে। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মার নেতৃত্বে পুলিশ ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম স্পিড বোট নামিয়ে নদীজুড়ে তল্লাশি শুরু করে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার ও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহাও।

দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ২ নম্বর ওয়ার্ডের কলা বাগানের কাছে নদীর চরে ভেসে ওঠে সুভদ্রার দেহ। ঘাস কাটতে গিয়ে প্রথমে দেহটি দেখতে পান ছাট খাটেরবাড়ির বাসিন্দা পঞ্চা দাস। তিনিই কাঁধে করে দেহ নিয়ে আসেন। দ্রুত মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে সংজ্ঞা হারান বাবা নেপাল দাস। তাঁকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও কান্নায় ভেঙে পড়েন। গোটা এলাকার বাসিন্দারা তখন নেপাল দাসের বাড়িতে ভিড় জমান।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিবেশী গৃহবধূ প্রিয়াংকা দাস জানিয়েছেন, সুভদ্রা প্রতিদিন বাড়ির সামনে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলো করত। কিন্তু খেলার মাঝেই নদীর দিকে চলে যাবে, কেউ ভাবতেও পারেনি।

প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাইছেন বাসিন্দারা

বিকল্প রাস্তা তৈরির দাবি মেখলিগঞ্জে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : মেখলিগঞ্জ শহরে বিকল্প রাস্তা তৈরি করার জন্য পিডব্লিউডি ও পুরসভার পদক্ষেপের দাবি করছেন স্থানীয়রা। মেখলিগঞ্জ শহরের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে ব্লকের বাগডোকরা ও কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে যাওয়ার মূল সড়ক । কিন্তু এই রাস্তাটিতে বাজার রয়েছে। পাশাপাশি সোমবার ও শুক্রবার হাট বসে। ফলে মাঝে মাঝেই রাস্তাটিতে যানজটের সৃষ্টি হয়। এর ফলে স্থানীয়দের দাবি, মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের পেছন দিয়ে কালীপাড়া হয়ে বাজারের শেষ প্রান্তে গুল্লার মোড়ে মূল সড়কে যে রাস্তাটি মিশেছে, সেই রাস্তাটিকে বিকল্প রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা হোক। তবে প্রশাসন বিষয়টি দেখবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

দীর্ঘদিন থেকেই ওই রাস্তাটিকে বাগডোকরা, কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যাওয়ার বিকল্প রাস্তা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উঠলেও, রাস্তাটি সংকীর্ণ হওয়ার কারণে কুচলিবাড়িগামী যানবাহনগুলো শহরের বাজার এলাকার ভেতর দিয়েই যাতায়াত করে থাকে। পাশাপাশি রাস্তাটির পাশে বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে। ফলে বড় যানবাহন চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

তাই ওই রাস্তাটি মেপে চওড়া করে, সেটিকে ব্যবহারের দাবি তোলা হয়েছে। ২০২১ সালের ৩ জানুয়ারি মেখলিগঞ্জ পুরসভার তৎকালীন প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের একটি দল ওই রাস্তাটি দিয়ে কুচলিবাড়িগামী গাড়িগুলোকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিধানসভা ভোটের কাঠি পড়ায় পরেশ পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে প্রার্থী হন। তার সঙ্গে সঙ্গেই বিকল্প রাস্তার বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন আর উদ্যোগী হয়নি।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনির বক্তব্য, 'রাস্তাটি সংকীর্ণ হবার ফলে সমস্যা রয়েছে। তাছাড়াও বেশ কিছু দোকান রাস্তার পাশে রয়েছে, যার জন্য বড় যানবাহন প্রবেশে সমস্যা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পিডব্লিউডির সঙ্গে আলোচনা করব।' পরেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

বাসিন্দা শিবা সাহা বললেন, 'মহকুমা শহরে হাটবারগুলোতে ভিড়ের কারণে চলা মুশকিল হয়ে পড়ে। তাই হাসপাতালের পেছনে থাকা রাস্তাটি চওড়া করে বিকল্প রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করলে খুব ভালো হয়। পাশাপাশি বাগডোকরা কুচলিবাড়ির মানুষও দ্রুত যাতায়াত করার সুবিধা পাবেন।'

একই সুর শোনা গিয়েছে শহরের আরেক বাসিন্দা স্বাধীন দাসের গলাতেও। তাঁর কথায়, 'বিগত দিনে এবিষয়ে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। তাই পুরসভা সদর্থক ভূমিকা নিলেই এটা করা সম্ভব।'

রাস্তাটিকে বিকল্প রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা হলে শহরের বাজার এলাকা যেমন ভিড়মুক্ত হবে তেমনি বাগডোকরা, কুচলিবাড়িগামী যানবাহনগুলিকেও ভিড়ের কারণে বাজার এলাকার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে না।

এই রাস্তাটিকে বিকল্প রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি উঠছে। -সংবাদচিত্র

সংঘের কর্মসূচি

মাথাভাঙ্গা, ২৩ অগাস্ট : মাথাভাঙ্গা শহরের সিটিম মাঠে শনিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) উদ্যোগে স্বয়ংসেবকদের একত্রীকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংঘের ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, পশ্চিম কোচবিহার জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ নারায়ণচন্দ্র সরকার, চন্দন কুণ্ডু সহ অন্য নেতৃত্ব। নারায়ণ বলেন, 'কর্মসূচিতে সংঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।' সংঘের কর্মসূচি অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মতো মাথাভাঙ্গা শহরেও মহালয়ার সকালে একটি পথ সঞ্চালনের আয়োজন করা হবে বলে সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শতবর্ষে প্রবেশের এই সময়ে সমাজে ঐক্য ও শৃঙ্খলার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই সংঘের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছে সংঘ নেতৃত্ব।

সোনিদেবী স্কুলে নবীনবরণ

দিনহাটা, ২৩ অগাস্ট : শনিবার দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাইস্কুলে নবীনবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রধান শিক্ষক পিন্টু কর্মকার প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সাহায্যে ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি ৩টি ক্লাসরুম ও দুটি টয়লেটের উদ্বোধন করা হয়।

জলছবি। কোচবিহার রাজবাড়িতে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

দিনহাটায় হস্টেল বন্ধ, আবাসনে জায়গা নেই, সংকটে নার্সরা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৩ অগাস্ট : দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নার্সদের থাকার জন্য হস্টেল রয়েছে। সেখানে রয়েছে দশ-দশটি ঘর। অথচ থাকার জো নেই! সংস্কারের অভাবে সরকারি হস্টেলের ছাদ থেকে চাঙড় ভেঙে পড়ছে। বারান্দার গ্রিল ভাঙা। গত একবছর ধরে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এদিকে, কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ আবাসনের সংখ্যাও হাতেগোনা। সংস্কারের অভাবে বেশ কিছু আবাসন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে নার্সদের থাকার জন্য এখন একমাত্র ভরসা ভাড়াবাড়ি। নামমাত্র টাকার বিনিময়ে যেখানে হাসপাতাল চত্বরের হস্টেলে থাকা যেত, সেখানে বাইরের ভাড়াবাড়িতে কয়েকগুণ টাকা গুনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডল এ বিষয়ে বলেন, 'পূর্ত দপ্তরকে আবাসন ও নার্সিং হস্টেলের বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। রোগীকল্যাণ সমিতির সঙ্গেও বৈঠক হয়েছে। পূর্ত দপ্তর হাসপাতালে এসে হস্টেল দেখেও গিয়েছে। তবে আর সাড়া পাওয়া যায়নি।' তাঁর সংযোজন, 'নার্সরা হস্টেলে ন্যূনতম টাকা দিয়ে থাকতে পারতেন। হস্টেলটি যেহেতু হাসপাতালের নীচের তলায়, তাই বড় কোনও বিপর্যয়ে নার্সদের সহজে পাওয়া যেত। সমস্ত মহলেই অসুবিধার কথা জানিয়েছি। দ্রুত কাজ শুরু হলে ভালো।'

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে খবর, হস্টেলটিতে আগে চারজন নার্স থাকতেন। কিন্তু ক্রমেই সেটির অবস্থা বেহাল হতে থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। নার্সিং হস্টেল সংলগ্ন কর্মচারী আবাসনের অবস্থাও তথৈবচ। কিছু আবাসন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে কয়েকটি আবাসনে এখন নার্স ও অন্য কর্মচারীরা থাকেন। হস্টেলটি একেবারেই বসবাসের অযোগ্য হওয়ার কারণে সেটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নার্সরা আশপাশে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছেন।

হস্টেলের দশটি ঘরে ভাগাভাগি করে আগে মোট ২০ জন নার্স থাকতে পারতেন। কর্মচারী আবাসনে আরও ৫০ জনের থাকার ব্যবস্থা ছিল। সংস্কার না হওয়ার কারণে ওই পোড়ো আবাসনে এখন আর কেউ থাকতে চাইছেন না। হাসপাতালে মোট ১৫০ জন নার্স রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র চারজন নার্স ওই আবাসনে পরিবার নিয়ে থাকেন। অভিযোগ, সরকারি সুযোগসুবিধা থাকলেও পরিকাঠামো না থাকায় নার্স ও অন্য কর্মচারীরা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নার্স বলেন, 'হাসপাতালের কাছে নার্সিং হস্টেল থাকলে অনেকটাই সুবিধা হত। বিশেষ করে হাসপাতালের কাছে থাকা যেত। সময় সাশ্রয় হত। খরচ কম হত। তাছাড়া নিরাপত্তার বিষয়টাও গুরুত্ব পেত। বাইরে বাড়ি ভাড়া করে থাকলে পরিবারের লোকেরা চিন্তায় থাকে।'

হাসপাতালের পরিত্যক্ত হস্টেল। -সংবাদচিত্র

মাটিগাড়ায় বিশেষ সভা

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া-র বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হল শনিবার। মাটিগাড়ার একটি হোটেলে এদিন সভা আয়োজিত হয়। ফেডারেশনের কাজকর্ম দেখার জন্য গোটা উত্তরবঙ্গকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। জোন-১'এ রয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর নিয়ে জোন-২ গড়া হয়েছে।

এদিকে শিলিগুড়ি, কালিম্পং, মালবাজার ও বানারহাট নিয়ে ৩ নম্বর জোন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি জোনের জন্য একজন সভাপতি ও সম্পাদক ঠিক করা হয়। সভাপতি ও সম্পাদকদের ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য হিসাবে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, পদ্মশ্রী করিমুল হক প্রমুখ।

কীভাবে উত্তরবঙ্গে ব্যবসা আরও বাড়ানো যায় বা ব্যবসা করার ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে সেবিষয়ে এদিন আলোচনা করা হয়। এছাড়া বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে অর্থনীতিতে পতনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যাতে করের হার কমায় তা নিয়ে সওয়াল করেন ফেডারেশনের সভাপতি হিরালাল আগরওয়াল।

বাঁচাতে অস্ত্র ন্যূনতম মজুরি

প্রথম পাতার পর

ঘোষণা তৃণমূলকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সুবিধা পাইয়ে দেবে। তৃণমূল সেটা প্রচার করবে বোনাস ঘোষণাকে অস্ত্র করে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ যেমন বললেন, 'আমাদের দাবিই ছিল ২০ শতাংশ হারে বোনাস। সেটা সরকার পূরণ করে দিল। এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। কোনও বাগান থেকে এখনও পর্যন্ত এনিয়ে নেতিবাচক রিপোর্ট নেই।' সরকার যে প্রথম রাতেই বেড়াল মেরে দেবে, তা আগে ঘুণাক্ষরেও টের না পাওয়ায় এখন প্রচারের অভিমুখ পালটাচ্ছে সরকারবিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলি।

সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলমের কথায়, 'রাজ্য সরকার যদি মনে করে থাকে, ওরা ভোট বাক্সে এর ফায়দা নেবে, তবে সেটা একেবারে অসম্ভব। কারণ তৃণমূল নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা এখন চা শ্রমিকদের কাছে তলানিতে ঠেকেছে। ন্যূনতম মজুরি, নতুন নিয়োগ, শ্রমিক আবাসগুলির সংস্কার, বাগানের হাসপাতাল ইত্যাদি সমস্যায় তো সরকার বরং বারবার বাগান মালিকদের হয়ে কাজ করছে।'

আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার বক্তব্য, 'এরকম অ্যাডভাইজারি দিয়ে রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি চূড়ান্ত করে ফেললে তবেই বোঝা যেত ওরা প্রকৃত শ্রমিকবন্ধু। সেটা কিন্তু বছরের পর বছর না করে ওরা মালিকদেরই হাত শক্ত করছে। ন্যূনতম মজুরি চূড়ান্ত হলে টাকার অঙ্কে বোনাসের পরিমাণও বাড়ত।' তৃণমূলের অনুকূলে বোনাস ঘোষণা রাজ্য সরকারের মাস্টারস্ট্রোক নিঃসন্দেহে। এখন তাই শ্রমিকদের সমর্থন নিজেদের অনুকূলে ধরে রাখতে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে চাপ বাড়াতে পারে বিরোধী ট্রেড ইউনিয়নগুলি।

বর্ষাই কারণ, বলছে প্রশাসন

আটকাল দোলাবাড়িদিঘির কাজ

প্রসেনজিৎ সাহা

দোলাবাড়িদিঘির কাজ পরিদর্শনে চেয়ারম্যান। -ফাইল চিত্র

দিনহাটা, ২৩ অগাস্ট : গ্রিন সিটি প্রকল্পের আওতায় শহরের একাধিক দিঘির সৌন্দর্যায়নের কাজ হলেও ব্রাত্য ছিল দিনহাটা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের দোলাবাড়িদিঘির কাজ। দীর্ঘদিন থেকেই দোলাবাড়িদিঘি সংস্কারের দাবি উঠেছিল। চলতি বছর মার্চ মাস থেকে দিঘি সংস্কারের কাজ শুরু হলেও এখন কাজ পুরোপুরি বন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই দিঘির কাজ থমকে যাওয়ায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গত লোকসভা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ দোলাবাড়িদিঘি সৌন্দর্যায়নের কাজের শিলান্যাস করেছিলেন।

দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী বলেন, 'বর্ষা পেরোলেই ফের জোরকদমে দোলাবাড়িদিঘির কাজ শুরু করা হবে। কিছু দখলদারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি যে ক'জন আছেন, তাঁদেরও কাজ শুরু হলে সরিয়ে দেওয়া হবে।' যদিও ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরীর কথায়, 'বর্ষাকালের মধ্যে তো দিঘির কাজ করা যায় না। সেকারণে বন্ধ রয়েছে। বর্ষাকাল শেষ হলে ফের কাজ শুরু হবে।'

দিনহাটা পুরসভার গ্রিন সিটি প্রকল্পের আওতায় শহরের ফুলদিঘি, মদনমোহনবাড়িদিঘি, থানাপাড়াদিঘি ও রাজমাতাদিঘির সৌন্দর্যায়ন

> বর্ষা পেরোলেই ফের জোরকদমে দোলাবাড়িদিঘির কাজ শুরু করা হবে। কিছু দখলদারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি যে ক'জন আছেন, তাঁদেরও কাজ শুরু হলে সরিয়ে দেওয়া হবে।
>
> **অপর্ণা দে নন্দী** *চেয়ারপার্সন, দিনহাটা পুরসভা*

করা হলেও শহরের বেশ কিছু দিঘি সংস্কারের অভাবে অনেকদিন থেকেই ধুঁকছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল দিনহাটা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের দোলাবাড়িদিঘি। দীর্ঘদিন থেকে এই দিঘিটি সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সংস্কার না হওয়ার ফলে একদিকে যেমন দিঘিটিতে আবর্জনা জমেছে তেমনি অন্যদিকে একশ্রেণির মানুষের মধ্যে দিঘির একাংশ দখল করার প্রবণতা দেখা যায়। অবশেষে দিঘিটির সংস্কারের খবরে খুশি শহরবাসী। শহরের বাসিন্দা রতন সাহার কথায়, 'দিঘির কাজ শুরু হওয়ায় আমরা সকলেই খুশি। তবে কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে হওয়ায় দখলদারির প্রবণতা থাকছেই।'

এদিকে পুর প্রশাসনকে নিশানা করে সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাসের অভিযোগ, 'দোলাবাড়িদিঘির যে মূল পরিমাপ আছে তা দখলদারির জেরে অনেকটাই কমে এসেছে। সঠিক মাপ না পেলে কখনোই সৌন্দর্যায়ন সম্ভব নয়। এবিষয়ে পুরসভার দেখা উচিত।'

নাবালিকার সন্তান প্রসবে রহস্য

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : বাবা কে? ভয়ে বা সংশয়ে উত্তর দিতে পারছিল না বছর পনেরোর নাবালিকা। সদ্য মা হয়েছে সে। নবম শ্রেণির ওই ছাত্রীর বালুরঘাট হাসপাতালে পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলেও।

আর ওই নাবালিকার গর্ভধারণ হওয়ার পরেও কেন তার পরিবার চুপ ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ওই নাবালিকা বিষয়টি নিয়ে চুপ রয়েছে কেন? তার ভেতর কোনও ভয় রয়েছে কি না, সে সব দিকও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সে ধর্ষিত হয়েছে কি না, সে ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠছে। সন্দেহের তির ওই নাবালিকার সৎবাবার দিকেও উঠছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার সৎবাবাকে আটক করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান মন্দিরা রায়ের বক্তব্য, 'এটি একটি পকসো মামলা। ওই নাবালিকা প্রসূতি একটু সুস্থ হলে, তার সঙ্গে কথা বলে পুরো ঘটনা জানা যাবে। আমরা পুরো বিষয়টির ওপর নজর রেখেছি।' ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বললেন, 'এখনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

নবম শ্রেণির ওই অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকাকে গতকাল রাতে লুকিয়ে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে আসে তার পরিবার। আর এরপরেই বিষয়টি জানাজানি হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফেই বালুরঘাট থানা ও প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। শুরু হয় তদন্ত। পাশাপাশি ওই নাবালিকা একটি পুত্রসন্তানও জন্ম দেয় বালুরঘাট হাসপাতালে। বর্তমানে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ রয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

কিন্তু ওই সদ্যোজাত সন্তানের পিতা কে? এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রাণসংশয়েই ধর্ষণের কথা চেপে যাচ্ছে কি না ওই নাবালিকা, সেদিকেও নজর রেখেছে প্রশাসন। পরিবারের সদস্যরাও যেমন এ নিয়ে কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন, তেমনি ওই নাবালিকাও এবিষয়ে একেবারে চুপ করে গিয়েছে।

ওই নাবালিকার বাবা মারা গিয়েছেন। মা ইসলামপুরে কর্মসূত্রে থাকেন। সেখানে একটি হোটেলে রান্নার কাজ করেন। বছর দেড়েক আগে বালুরঘাটের এক তরুণকে ওই মহিলা বিয়ে করেন। নিজে ইসলামপুরে থাকলেও, তাঁর নাবালিকা মেয়ে ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে তাঁর স্বামী বালুরঘাটের বাড়িতেই থাকেন। ওই নাবালিকা গর্ভধারণ করার পরেও তার পরিবার তাকে লুকিয়ে রাখা ও ওই নাবালিকার এ নিয়ে কোনও কথা না বলায়,

> এটি একটি পকসো মামলা। ওই নাবালিকা প্রসূতি একটু সুস্থ হলে, তার সঙ্গে কথা বলে পুরো ঘটনা জানা যাবে। আমরা পুরো বিষয়টির ওপর নজর রেখেছি।
>
> **মন্দিরা রায়,** *চেয়ারম্যান*

স্বাভাবিকভাবেই তার সৎবাবার দিকে প্রাথমিক সন্দেহের তির গিয়েছে। সদ্য নানা প্রচার সত্ত্বেও দক্ষিণ দিনাজপুরে নাবালিকাদের গর্ভধারণের পরিসংখ্যান যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে জানিয়েছেন সমাজকর্মী সুরজ দাশ।

প্রশাসন জানিয়েছে, হাজার সচেতনতা প্রচার সত্ত্বেও, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২০ থেকে ২২ শতাংশ নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। চলতি সপ্তাহে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নজরদারিতে থাকা এক নাবালিকার প্রসব করাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কুশমণ্ডির বাসিন্দা ওই নাবালিকা প্রশাসনিক নজরদারি এড়িয়েই সন্তান প্রসব করায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল প্রশাসনিক কর্তাদের কপালে। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবারে খোদ বালুরঘাট শহরের এমন এক নাবালিকা ছাত্রীর প্রসবের ঘটনায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বর্ষায় জল থইথই দশাশ্বমেধ ঘাট। শনিবার বারানসিতে। -এএফপি

পরিত্যক্ত গ্রাম, কর্মহীন জনপ্রতিনিধি

প্রথম পাতার পর

১০৬ জন বাসিন্দাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বাসস্থান গড়ে তুলছেন তাঁরা। গত লোকসভা নির্বাচনেও তাঁদের কালচিনি থেকে ভুটিয়াবস্তিতে এনে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রশাসনিক কর্তারা। এখন তাঁরা কালচিনি বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা। তাই তাঁদের কালচিনি ব্লকে ভোটার তালিকায় নাম তোলার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সেখানে নাম তোলার জন্য তাঁদের সমস্ত কাগজপত্র জমা নেওয়া হয়েছে।

তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪টি মৌজা ছিল। তার মধ্যে একটি মৌজা সরে যাওয়ায় এখন ১৩টি মৌজা রয়েছে। ১৩ জন পঞ্চায়েত সদস্য সক্রিয় রয়েছেন। বিন্দা ছেত্রী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বিভিন্ন মিটিংয়ে অংশ নিলেও তাঁর সংসদ এলাকা না থাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে তাঁর কোনও কাজ থাকে না। তাঁর আক্ষেপ, ভুটিয়াবস্তিতে থাকার সময় গ্রামের রাস্তাঘাট, জলনিকাশি ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতাম। ছোট্ট গ্রাম হলেও গ্রামবাসীদের নিয়ে খুব আনন্দে আমরা বসবাস করতাম। এখন গ্রামটা অন্যত্র তুলে নিয়ে যাওয়ায় গ্রামের কথা খুব মনে পড়ে। ভোটারদের খুব মিস করি। আগের দিনগুলি ভালো ছিল। ওই ভোটারদের ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে গ্রামের উন্নয়ন এবং মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ দেওয়া হোক, সেটাই চাইছি।'

তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জুলা লাকড়া বলেন, 'আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক নম্বর বুথ এলাকাকে পুরোপুরি অন্য বিধানসভা এলাকায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে সেটা হয়েছে। তাই ওই এলাকার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য এখন ভোটারবিহীন বা সংসদ এলাকাবিহীন হিসেবে রয়েছেন। তাই তাঁর এখন কোনও এলাকা নেই। ভোটার না থাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্মও নেই। কিন্তু আমরা সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিংয়ে তাঁকে চিঠি দিয়ে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই।'

ভুটিয়াবস্তি এলাকার বাসিন্দা, বর্তমানে বনছায়াবস্তির বাসিন্দা প্রমোদ থাপা বলেন, 'আগের গ্রামের কথা খুব মনে পড়ে। আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য থাকলেও আমরা এখন অন্যত্র সরে এসেছি। এখানেও আমাদের কোনও পঞ্চায়েত প্রতিনিধি নেই। কালচিনি ব্লকে আমাদের ভোটের নাম তোলা হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থাকলেও তিনি আমাদের জন্য কোনও কাজ করতে পারছেন না।'

বুদ্ধিমায়া মাঝি নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য খুব ভালো কাজ করছিলেন। কিন্তু সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। আগের গ্রাম এবং পঞ্চায়েত সদস্যার কথা খুব মনে পড়ে।'

ব্যাংকে হাপিস ৪৭ লক্ষ

প্রথম পাতার পর

বহালতবিয়তে থাকতেন না ওই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

ব্যাংকের নির্বাচিত বোর্ড পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে তৃণমূল। ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল দলের তুফানগঞ্জ-১ ব্লক সভাপতির পদেও রয়েছেন। কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না? বোর্ড কী তাহলে দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে চাইছে, না কি দুর্নীতিতে বোর্ডের কোনও প্রভাবশালীর হাত রয়েছে? সিদ্ধার্থের কথা, 'ব্রাঞ্চ ম্যানেজারই দুর্নীতিতে যুক্ত। আমরা চাপ দিয়ে কাঞ্চনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছি। গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তাই এখনও আইনি পদক্ষেপ হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে সব টাকা ফেরত না দিলে পুলিশের দ্বারস্থ হব।' দুর্নীতি ধরা পড়ার পরও কেন সাসপেন্ড না করে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার মধ্যে রেখে দিয়ে প্রতিমাসে বেতন দেওয়া হচ্ছে অভিযুক্তকে তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি চেয়ারম্যান। তবে ব্যাংকের অন্য শাখাগুলিতেও দুর্নীতি হয়েছে কি না তা জানতে বিশেষ তদন্ত শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ব্যাংকের জামালদহ এলাকার নির্বাচিত ডিরেক্টর বাসন্তী বর্মনও প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তাঁর কথা, 'প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। ব্যাংকের প্রতি ভরসা হারাচ্ছেন গ্রাহকরা। দুর্নীতির বড় প্রভাব পড়েছে ব্যাংকের ব্যবসায়। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দরকার। বোর্ডের সভায় সবই বলেছি। তবে আমি একা কিছু করতে পারব না।' কাঞ্চনের প্রতারণার ফাঁদে পড়েছে হলদিবাড়ির একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী।

গোষ্ঠীর সভানেত্রী শকুন্তলা রায়ের প্রশ্ন, 'যাঁদের কাছে টাকা জমা রাখছি তাঁরাই যদি প্রতারণা করেন তাহলে আমরা যাব কোথায়?' তাঁর কথা, 'ব্যাংকের উপর আমাদের আর ভরসা নেই। অভিযুক্তদের শাস্তি না হলে সব গোষ্ঠী একসঙ্গে হয়ে প্রতিবাদে নামব।'

ঝুড়িপাড়ায় রাস্তার ধারে বিশাল গর্ত

দিনহাটা, ২৩ অগাস্ট : মঙ্গলবার সকালে বাজার করতে যাচ্ছিলেন ধীমান দাস। অসাবধানতায় আরেকটু হলেই পা ফসকে পড়ে যেতে পারতেন রাস্তার পাশে হাঁ করে থাকা গর্তে। শেষমুহূর্তে নজর পড়তেই কোনওক্রমে বিপদ এড়ান। ভাগ্যের জোরে এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন ঠিকই কিন্তু ধীমানের আশঙ্কা, এলাকায় অন্ধকার নেমে এলে কিংবা দুর্যোগের সময় জল জমে থাকলে এই গর্ত বোঝা দায়! যে কোনও সময় ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা। শুধু হাঁটাপথে নয়, যাঁরা যানবাহন নিয়ে চলাচল করেন তাঁরা যদি রাস্তার ধার ঘেঁষে যান, গর্তে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন যে কোনও সময়। এমনই অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে দিনহাটার ঝুড়িপাড়া এলাকায়।

পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী জানান, ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এধরনের সমস্যাগুলি ঠিক করে ফেলা হবে। একই সুরে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রমেন বর্মন বলেন, 'বিষয়টি চেয়ারপার্সনকে জানানো হয়েছে। আশা করি দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।'

দিনহাটা শহরের গোসানি রোড থেকে ঝুড়িপাড়া যাওয়ার রাস্তার বাঁ

রাস্তার পাশে তৈরি হওয়া গর্ত।

হাতে বিশালাকার গর্ত তৈরি হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন পথচলতি সাধারণ মানুষ। যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলার ক্ষেত্রে আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল দিনহাটা পুরসভা। কিন্তু অভিযোগ, সেই নির্দেশিকাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন আবর্জনা ফেলা হচ্ছে ওই গর্তে। পরে পুরসভার তরফে আর্থমুভার দিয়ে সেই আবর্জনা তুলতে গিয়ে দিন-দিন বড় হয়ে যাচ্ছে গর্তের আকার। এতে যেমন পথচলতি মানুষের চলাচলে সমস্যা হয়, তেমনই যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে বিপাকে পড়তে হয় সকলকে। বিশেষ করে বর্ষাকালে জল জমে গেলে সেই গর্ত একেবারেই বোঝা যায় না। তখন দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। গর্ত বন্ধ করে দিয়ে চলাচলের পথ মসৃণ করার দাবি তুলছেন সাধারণ মানুষ।

এলাকার বাসিন্দা সুজন দেব বলেন, 'মাঝেমধ্যে ওই রাস্তায় যানজট লেগে থাকে। যানজটকে পাশ কাটিয়ে যদি কোনও বাইক বা টোটো ওদিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে গর্তে পড়ে তা আটকে যাবে। ফলে প্রশাসন যদি পদক্ষেপ করে তাহলে এ ধরনের ঘটনা কখনোই ঘটবে না।'

পৃথিবীর পাঠশালা

ডাক্তার তৈরিতে নতুন বিপ্লব

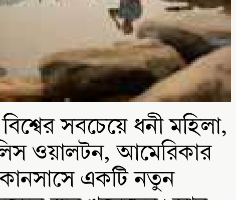

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মহিলা, অ্যালিস ওয়ালটন, আমেরিকার আরকানসাসে একটি নতুন মেডিকেল স্কুল খুলেছেন। আর চমকে দেওয়া খবর হল, প্রথম পাঁচ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ! সিবিএস নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, ওয়ালটন স্কুল অফ মেডিসিন গতানুগতিক ডাক্তার তৈরির পদ্ধতি পাল্টে দিতে চায়। এখানে শুধু রোগ নয়, মানসিক স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার ধরন, আর সার্বিক সুস্থতার ওপর জোর দেওয়া হবে। ২,০০০-এর বেশি আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র ৪৮ জনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। স্কুলের ওয়েবসাইটে গেলে বোঝা যায়, এর নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে আরোগ্যলাভের একটা অনুভূতি আসে; যেমন - ছাদে বাগান, ধ্যান করার জায়গা, ইত্যাদি। ওয়ালমার্টের মালকিন অ্যালিস নিজে একটি ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার পর সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন।

ভাঙছে আফ্রিকা

ভাবছেন, মজা করছি? একদম না! পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়া, কেনিয়া, আর তানজানিয়ার মধ্য দিয়ে মহাদেশটি ধীরে ধীরে ফাটছে। এটি পূর্ব আফ্রিকান রিফ্ট নামে পরিচিত। প্রতি বছর কয়েক সেন্টিমিটার করে সরে যাচ্ছে এই বিশাল ভূখণ্ড। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কয়েক কোটি বছর পর এই ফাটল থেকে জন্ম নেবে এক নতুন মহাসাগর, যা পূর্ব আফ্রিকাকে মূল মহাদেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেবে। এই বিশাল পরিবর্তন পৃথিবীর ভূগোলকে নতুন করে লিখবে। আমাদের চোখের সামনেই তৈরি হচ্ছে এক নতুন মহাদেশ! ভাবা যায়!

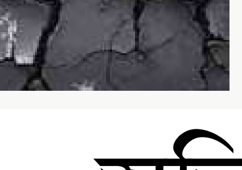

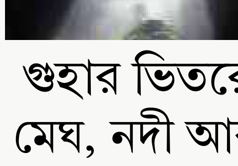

গুহার ভিতরে মেঘ, নদী আর জঙ্গল

ভিয়েতনামের ফোং না-কে-বাং জাতীয় উদ্যানের গভীরে লুকিয়ে আছে বিশ্বের বৃহত্তম গুহা, সন ডুং। এর আকার এত বড় যে গুহার ভিতরেই রয়েছে নিজস্ব আবহাওয়া! গুহার দেওয়ালগুলো প্রায় ২০০ মিটার উঁচু, আর সেখানে মেঘ ভেসে বেড়ায়। গুহার ছাদে ফাটল দিয়ে সূর্যের আলো ভিতরে প্রবেশ করে, আর সেই আলোয় তৈরি হয়েছে সবুজ অরণ্য, আর তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নদী! গুহার ভিতরের এই অবাক করা জগৎ দেখলে মনে হয়, প্রকৃতি যেন ভূ-পৃষ্ঠের নীচেও নিজের শিল্পকর্ম সাজিয়ে রেখেছে। এটা শুধু একটা গুহা নয়, যেন প্রকৃতির এক গোপন, পরাবাস্তব রাজ্য!

সিওল শহরে 'হাওয়া-বনের' জাদু

সিওলের গরম থেকে বাঁচতে এক দারুণ বুদ্ধি বের করা হয়েছে! তারা তৈরি করেছে 'হাওয়া-বন'। শহরের চারপাশে পাহাড় আর শহরের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় এই বিশেষ সবুজ করিডোরগুলো তৈরি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, পাহাড় থেকে আসা ঠান্ডা বাতাসকে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় টেনে নিয়ে আসা, যাতে কংক্রিটের গরম থেকে কিছুটা রেহাই মেলে। এই বনগুলো শুধু বাতাসই বইয়ে দেয় না, বরং ধুলো ও দূষণ ফিল্টার করে বাতাসকে বিশুদ্ধও করে। এর ফলে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সিওল শীতল থাকে, আর সেখানকার বাতাসও অনেক পরিষ্কার হয়। এই বনগুলি তাপমাত্রা কমানোর পাশাপাশি জীববৈচিত্র্যও বাড়ায়, পাখির আশ্রয় হয়, পোকামাকড় এবং ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও এখানে থাকতে পারে।

অভিযুক্ত প্রাক্তন ছাত্র

প্রথম পাতার পর

আনিসুল কোনওভাবে অন্বেষাকে ভয় দেখিয়েছিল কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই রহস্য উদঘাটন করতে পুলিশকে দ্রুত তদন্ত করার দাবি জানিয়েছে মৃতার পরিবার।

মৃতার পরিবার জানিয়েছে, গত বছর কলেজের অনুষ্ঠানের সময় তাঁর প্যানিক অ্যাটাক হয়েছিল। সেই সময় কলেজের প্রাক্তন ওই আনিসুল ভুয়ো পরিচয় দিয়ে সেই সময় অন্বেষাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। সেসময় আনিসুল কেন তাঁর পরিবারের কাছে ভুয়ো পরিচয় দিয়েছিল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। শুক্রবার কোচবিহারে এসে কলেজ ক্যাম্পাসে যান অন্বেষার পরিবার। সেখানে গিয়ে ওয়ার্ডেন ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। তবে হস্টেলে হওয়া ওই ঘটনার পরে কেন সেই ঘর সিল করা হল না সেই প্রশ্নও তুলেছেন মৃতার বাবা তাপসকুমার ঘোষ। তিনি বলেন, 'রাত ২টো ৩ মিনিটে ওয়ার্ডেন আমাকে ফোন করেছিলেন। পরে জানতে পারি ১টা ২০ মিনিটে ওরা দরজা ভেঙে আমার মেয়ের ঘরে ঢুকেছিল। ১টার সময় আমার মেয়ে পাশের ঘরের সহপাঠীর সঙ্গে গল্প করে ১টা ৫ মিনিটে রুমে যায়। ১৫ মিনিটের মধ্যে এটা করা সম্ভব নয়! আমার মনে হচ্ছে কোনওভাবে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে এবং পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে।' তিনি দাবি করেন, 'আমি চাইছি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। আমার মেয়ের মোবাইল, ল্যাপটপ সবই আছে। ওর পাশের ঘরে সহপাঠী ছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক।' এই ঘটনায় প্রাক্তন পড়ুয়ার নাম জড়ানোয় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসে। কলেজে বহিরাগতদের আনাগোনায় ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

ব্লাইন্ড ডেটে ফাঁদ, পকেট গড়ের মাঠ

প্রথম পাতার পর

সেই দিনটি এখন তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। সোশ্যাল মিডিয়াতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এক তরুণীর। ক'দিন কথা বলার পর দুজনেই দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। মেয়েটি তরুণকে জানিয়ে দেন, সেবক রোডে দুই মাইলের কাছে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি মলের সামনে অপেক্ষা করবেন তিনি। মলটিতে একাধিক পাব রয়েছে।

সেখানে পৌঁছাতেই তরুণী জানান, তিনি নাকি একটি পাবে ফোন করে অগ্রিম টেবিল বুক করে ফেলেছেন। কোনওরকম আপত্তি না করে তরুণ সঙ্গিনীকে নিয়ে ভেতরে ঢোকেন। একের পর এক পেগ অর্ডার করতে থাকেন মেয়েটি। প্রথমে সব ঠিকঠাক থাকলেও পাবের কর্মীদের সঙ্গে তরুণীর আকার ইঙ্গিতে কথা বলা দেখে তরুণের সন্দেহ হয়। শেষে যখন বিল হাতে আসে, তখন তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। ২০ হাজার টাকা দিয়ে কাঁদো কাঁদো অবস্থা হয়ে পড়ে ছিল। এখন বলছেন, 'বিলে যা লেখা, সেই দামের মদ আদৌ দেওয়া হয়েছিল কি না, আমার সন্দেহ। নির্ঘাত মেয়েটির স্বার্থ জড়িত। পাবের সবাই ওর চেনাপরিচিত। এটা একটা চক্র।'

শুক্রবার বিকালে একই পাবে গিয়ে সুভাষপল্লির বাসিন্দা বছর তেত্রিশের আরেক তরুণ চক্রের পাল্লায় পড়েন। ডেটিং অ্যাপে তরুণীর সঙ্গে পরিচয়। পেশায় প্লাইউড কোম্পানির সেলস বিভাগের ওই কর্মী এবং তাঁর সঙ্গিনী ঠিক করেন, দেখা করবেন। এক্ষেত্রেও পাবে ফোন করে টেবিল বুক করা হয়েছিল। সেই কথা শুনে প্রথমেই খটকা লাগে তরুণের। তবুও ভেতরে গিয়ে বসেন। অভিযোগ, পাবে ঢোকার পর থেকে ম্যানেজার ও অন্য কর্মীদের সঙ্গে তরুণীর চোখের ইশারায় কথাবার্তা শুরু হয়। তরুণের সন্দেহ আরও বাড়ে। তিনি কিছু বলার আগেই মদের 'পেগ' অর্ডার করেন মেয়েটি। তরুণও নিজের জন্য অর্ডার দেন।

তরুণী প্রথম পেগ শেষ করে দ্বিতীয় অর্ডার দেওয়ার সময় দাম শুনে মাথায় হাত পড়ে তরুণের। তিনি নিজে ৪০০ টাকা প্রতি পেগের মদ অর্ডার করেছিলেন, অথচ তরুণীর পেগের দাম ছিল ২৭০০ টাকা। তৃতীয় পেগ অর্ডার দিতেই তরুণ চলে যাওয়ার তাড়া দিতে থাকেন। এদিকে, তরুণী তাঁকে আরও কিছুক্ষণ বসার জন্য জোরাজুরি করতে থাকেন। যদিও কাজ আছে বলে বিল চেয়ে নেন তিনি। ৯০০০ টাকা মিটিয়ে বেরিয়ে যান। সুভাষপল্লির বাসিন্দার দাবি, 'আমি দেখেছি, ওই মেয়েটি হোয়াটসঅ্যাপে পাবের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছিল। এই চক্রে পা দিলে সর্বস্বান্ত হতে হবে।'

একইভাবে মাটিগাড়ার একটি পাবে গিয়ে ১৫,০০০ হাজার টাকা বিল মিটিয়েছেন প্রধাননগরের এক তরুণ। তাঁর ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। ব্লাইন্ড ডেটের পর থেকে সেই তরুণী যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রতারিত বলছেন, 'আগে থেকে সবকিছু খোঁজখবর নিয়েই চক্রটি ব্লাইন্ড ডেট প্ল্যান করে। সতর্ক না হলে কিন্তু সর্বনাশ।'

কুকথা

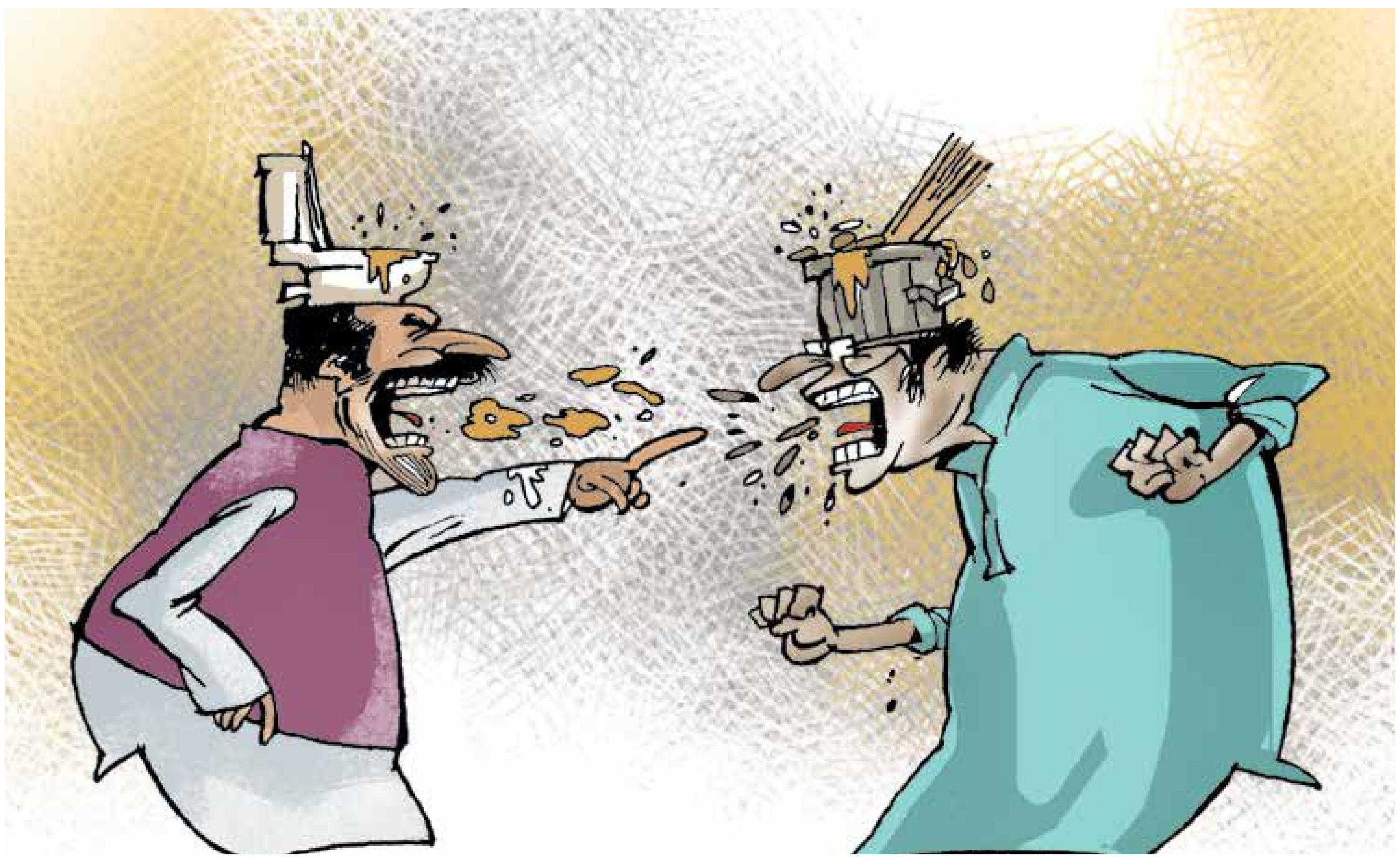

ইউটিউব চ্যানেল খুলে অনবরত খিস্তি-খেউড়ে প্রচুর রোজগার

প্রসূন শিকদার

বিকেলে খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই বাড়ি থেকে বেরোলেন অমিয়বাবু। গত কয়েকদিন যাবৎ শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। সর্বোপরি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় প্রতিবেশীর অশ্লীল বাক্যবর্ষণ তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। তিনি ভাবতে থাকেন এক অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এ সময়ে অশ্লীল কথাবার্তায় যে যত পারঙ্গম তার স্ট্যাটাস যেন তত উঁচু। অথচ কিছুদিন আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল না। কথাবার্তায় শালীনতাবোধ তার মার্জিত রুচির পরিচায়ক ছিল।

সন্ধ্যায় একটি আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখবেন অমিয়বাবু। সমাজে নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধ ফেরানোর লক্ষ্যে এই সমাজকল্যাণ সংস্থা নীরবে কাজ করে চলেছে। অবসৃত মাস্টারমশাইয়ের আলোচ্য বিষয়-- নবীন প্রজন্মের মধ্যে কুকথার বাড়বাড়ন্ত ও তার প্রভাব। অমিয়বাবু অনুষ্ঠান মঞ্চে পৌঁছে গেলেন সময়মতো। দেখলেন ভিড়ভাট্টা ভালোই হয়েছে। সমাজের কেষ্টবিষ্টু থেকে সচেতন সাধারণ নাগরিক ও বেশ

তিনি বলেছিলেন, 'পিতা গুরু মাতা গুরু, তার চেয়েও বড় শিক্ষাগুরু।' অথচ এই অপরেশবাবুকেই বলতে শুনেছেন, 'এখন শিক্ষক তো আর শিক্ষক নয়। ওরা তো সার্ভিস প্রোভাইডার। অত শ্রদ্ধা ভক্তি দেখানোর দরকার নেই।'

কিছু ছাত্রছাত্রী -- সব মিলিয়ে হল ভর্তি লোকজন। উদ্যোক্তারা তাঁকে স্বাগত জানালেন। তিনি দেখলেন প্রধান অতিথির আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন এক প্রবীণ অধ্যাপক। তাঁকে দেখেই অমিয়বাবুর গা-টা রিরি করে উঠল। এক দুশ্চরিত্র লম্পট আজ প্রধান অতিথি। তাঁর খুব মনে আছে এই অপরেশবাবু একবার তাঁকে বলেছিলেন, 'মাস্টার, তোমার সাধু ভাষা এখন আর চলবে না। আমার কাছে খিস্তি দিতে শেখো। এখন খিস্তি দিতে পারাটা একটা আর্ট। এই আর্ট রপ্ত করতে না পারলে তোমার অস্তিত্ব সংকটে।'

বড় বড় এয়ারকুলারের ঠান্ডা হাওয়ায় পুরোনো দিনের অনেক কথা তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল। তিনি ভাবছেন মূল্যবোধ। তিনি খুঁজছেন নৈতিকতা। তাঁর বেশ মনে পড়ে হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে প্রথম যেদিন ক্লাস করতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে বাবাও গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মাস্টারমশাইদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। মনে রাখবে, পিতা গুরু মাতা গুরু, তার চেয়েও বড় শিক্ষাগুরু।' অথচ এই অপরেশবাবুকেই বলতে শুনেছেন, 'এখন শিক্ষক তো আর শিক্ষক নয়। ওরা তো সার্ভিস প্রোভাইডার। ওদের অত শ্রদ্ধা ভক্তি দেখানোর দরকার নেই।' অবশ্য এখনকার সার্ভিস কমিশন পাস করা শিক্ষকরাও এই বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। এইতো কয়েকদিন আগে এক শিক্ষক বলেই ফেললেন, 'অমিয়দা, আমরা চাকরি করতে এসেছি; মাস গেলে বেতন পাই। ব্যস, আর কী চাই! পরের ছেলে পরমানন্দ, যত ভোগে যায় তত আনন্দ।' ছিছি একজন শিক্ষকের মুখে এসব কথা! এত কুকথা কারও মুখে শোভা পায়! সভাপতি বরণ হয়ে গেল, এরপর প্রধান অতিথি বরণ। স্থানীয় এক মাঝবয়সি নেতা আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন। শিক্ষক হিসেবে ছেলেটি তাঁকে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করে। কিন্তু তাকে দেখলেই অমিয়বাবুর পুরোনো ঘটনা মনে পড়ে যায়। এরপর উদ্বোধনী সংগীত শুরু হল। কিন্তু ঘটনা অমিয়বাবু কোনওদিনই ভুলতে পারবেন না। এই নেতা একবার হোয়াটসঅ্যাপে ভোট চেয়ে মেসেজ করেছিলেন। আজকাল এসবের বেশ চল হয়েছে। তার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকেই মেসেজটি এসেছিল, 'আপনার মূল্যবান ভোট নষ্ট করবেন না। অমুক চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করুন।' আর ভোটে জিততে না পারলে, খিস্তি দিয়ে বলেছিলেন, 'বৃন্দাবন দেখাব।' পরে দেখা হলে তিনি অবশ্য হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'ওটা কমন মেসেজ। দলের ছেলেরা সবাইকে পাঠিয়েছে। আপনি ইগনোর করবেন।' সবাইকে খিস্তি মেসেজ করে খিস্তিকে ক্রমশ সকলকে আত্মস্থ করিয়ে খিস্তির প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়া একে আর কিই বা বলা যেতে পারে! প্রধান অতিথি অপরেশবাবু বলে চলেছেন, 'অশ্লীল কথা ও অশ্লীল ছবি বর্তমানে যুবসমাজের একটা ব্যাধি। তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় সারাদিনই অ্যাক্টিভ থাকে কিন্তু খিস্তি ছাড়া কথা নেই। এই প্রবণতা দূর করার জন্য আমাদের সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে।'

এবার অমিয়বাবুর পালা। তিনি বলতে শুরু করলেন - 'সুধী ভদ্রমণ্ডলী, আজ এমন এক অসুখ নিয়ে আলোচনাচক্র যা এই সময়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজ সকালের একটা ঘটনা বলি। এক হবু দম্পতির একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ বিশেষ কারণে জানতে পারি। দুজনেই মাস্টার্স করেছেন, ভদ্র ঘরের সন্তান। হবু বৌ তার হবু স্বামীকে মেসেজে লিখেছে যে তার পার্সোনাল খরচের জন্য টাকা প্রয়োজন। বেশ বড় অঙ্কের টাকা। লিখেছে, এখনই পাঠিয়ে দে। দেরি হলে তোকে পেঁদিয়ে সোজা করে দেব। সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ। আপনারাই বলুন, সম্পর্কের বন্ডিং কোন জায়গায় নেমে গিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন ঠাকুমা-দিদিমারা তাঁদের স্বামীদের আপনি বলে সম্বোধন করতেন। পরবর্তীকালে সেটা তুমি ও বর্তমানে তুই-তে নেমে এসেছে। সঙ্গে বোনাস অশ্রাব্য কুকথা! আপনারা চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন তো, সম্পর্কের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগে কুকথা না বললেই যেন চলে না।'

এবার উদাহরণ নম্বর দুই। সকাল সকাল সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি হয়ে গিয়েছে। এটা বাঙালিদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ছেলেটি তার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

এরপর ষোলোর পাতায়

জীবন জটিল হচ্ছে, আমরাও সংযম হারাচ্ছি। মাঝেমধ্যেই এমন কিছু বলে ফেলছি, যা খুবই খারাপ হয়েছে বলে পরে উপলব্ধি করে আফসোসের একশেষ। কেউ কেউ অবশ্য এ কথা বলে আনন্দে ভাসেন। এ রোগ যেন যাওয়ারই নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তার আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়া।

দ্রুত লাইমলাইটে আসার এক সহজ পথ

শুভময় সরকার

সে বহুকাল আগের কথা, আবছা স্কুলবেলার দিন। সময়ের নিরন্তর স্রোতে পলি জমতে জমতে স্মৃতি হারিয়ে যায়, তবু কিছু ঘটনা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একেবারে টাইম-টেস্টেড। তো তেমনই এক রাতের কথা। ট্রেনে ফিরছি বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে। যতদূর মনে পড়ে তখন স্টিম ইঞ্জিনের সময়। 'বিশ্বায়ন' নামক কোনও শব্দ আমাদের ভোকাবুলারিতে স্থান পায়নি। নেহাতই প্রাক-বিশ্বায়ন নয়, তার অনেক অনেক আগের কথা। উন্নয়নের এমন হড়পা ছিল না, এত আলোকোজ্জ্বল ভারতবর্ষও নয়। সাদামাঠা টিউবলাইটে রাতেরবেলা স্টেশনগুলো ম্যাড়মেড়ে। নিশুতি রাতে অন্ধকারের বুক চিরে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে, দুলুনিতে মিডল বার্থে আধঘুমে আমি, ওপরে আর নীচের বার্থে বাবা-মা। মাঝরাতে এক অজানা স্টেশনে কোনও কারণে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের ট্রেন আর সেই আধোঘুমে শুনসান স্টেশনে অসংলগ্ন এক কণ্ঠে শুনেছিলাম এক অশ্লীল খিস্তি, রাতের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে সেই অজানা মাতাল কণ্ঠেই আমার জীবনে সম্ভবত প্রথম শোনা কুকথা, অন্তত সেটাই আমার স্মৃতিতে প্রথম ডকুমেন্টেড কুকথা। সেই প্রথম শোনা কুকথার আগে এবং পরে বিস্তর কুকথার বন্যা বয়েছে, বয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। আবহমান কুকথার নিরন্তর স্রোতে আমি এক রসিক শ্রোতা মাত্র।

কুকথার আভিধানিক অর্থ অশোভন কিংবা অশ্লীল কথা। আরেকটু সহজে বলা যায় কুরুচিপূর্ণ কথা। কিন্তু এখানেই বাধল গোল– কুরুচিপূর্ণ বা অশ্লীল বলে দেগে দেবার আগে কিঞ্চিৎ ভাবা প্র্যাকটিস জরুরি। আজ যা খারাপ, গতকাল তা ছিল ভালো। কিন্তু কী মুশকিল, এও তো ভারী গোলমেলে এক কথা। খারাপ তো খারাপই, ভালো চিরকালই ভালো...! কিন্তু তাই কি? এই উত্তরাধুনিক বা পোস্ট-ট্রুথের সময়ে দাঁড়িয়ে এত সরলীকরণ সম্ভব নয়, উচিতও নয় বোধহয়। আসলে এই কুকথার বা কুরুচিপূর্ণ কথার ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে ভাষার বিবর্তনে এর ব্যবহার এবং সামাজিকভাবে এর বহুস্তরীয় প্রভাব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া জরুরি...! ইতিহাসের দিকে তাকালে সহজেই জানা যায়, কুকথার ব্যবহার সব সমাজেই কমবেশি ছিল। অতীতে ভাষার ব্যবহার যখন সীমিত, তখনও ছিল কুকথা তবে সময়ের সঙ্গে, সামাজিক পরিবর্তন বা বিবর্তনের সঙ্গে, 'ভাষার সমৃদ্ধি'র সঙ্গে কুকথার ধরন ও তার প্রয়োগের পরিবর্তন ঘটেছে অনিবার্যভাবেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গজীবনের অশ্লীল শব্দ সম্পর্কীত ধারণা কিন্তু বিস্তর পরিবর্তিত হয় দু'ভাবে, অর্থাৎ একদা যা ছিল অতি সাধারণ, বহুল ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দবন্ধ, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সেটাই হয়ে উঠল অশ্লীল শব্দ। ভদ্র, রুচিশীল সমাজে প্রত্যাখ্যাত হল সেসব শব্দ, উলটোটাও কিন্তু হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানে বেশ কিছু সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব, পাশ্চাত্য মূল্যবোধ এবং শালীনতার আদর্শে বিশেষ করে শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত মহল নতুন ভাবনায় দীক্ষিত হয়ে নতুন করে ভাবতে শিখল। অন্তত এটুকু বলাই যায়, কুকথার ইতিহাস একটি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক পরিসর, যা বহুলাংশেই ভাষার বিবর্তন, সামাজিক রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল।

'কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ ভরা বিষ।' ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের সেই অমোঘ লাইন তো বহুব্যবহারে ক্লিশে। তবে আজও কিন্তু সেই 'ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'...!

'কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ ভরা বিষ।' ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের সেই অমোঘ লাইন তো বহুব্যবহারে কিশে। তবে আজও কিন্তু সেই 'ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'...! শুধু চলেছে নয়, ক্রমবর্ধমান খেউড়ে আমরা রীতিমতো বিধ্বস্ত। আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত, শোষক এবং শোষিতের দ্বন্দ্ব, সব তত্ত্ব, ডায়ালেকটিকস ঘেঁটে যাচ্ছে কুকথার লাভাস্রোতে আর এই লাভাস্রোতের মাঝে দাঁড়িয়েই কিছু অনিবার্য প্রশ্ন কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। এই যে কুকথা, খিস্তিখেউড়, এর পেছনে কি অক্ষমের অসহায়তাও কাজ করে? হয়তো করে, কারণ এই মাঝবেলায় দাঁড়িয়ে 'অতীতের তীর হতে' বয়ে যাওয়া বহু দীর্ঘশ্বাসকে পরবর্তী সময়ে খিস্তির নির্গমনে শান্ত হতে দেখেছি।

এরপর ষোলোর পাতায়

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে গালাগালিতেই বেঁচে থাকা

অভিষেক বোস

আপনি অযথা খিস্তির নাম শোনেননি?

আগাথা ক্রিস্টি?

ধুৎ মশাই। সে তো লেখিকা। ইনি হলেন শিল্পী। অযথা খিস্তি। ক্রিস্টি নয়। তবে চাইলে কৃষ্টি বলতে পারেন। এটাই এখন সঙোসকিতি। উনিই আমাদের টিম লিডার।

গালাগালি? টিম লিডার?

খামোখা গালাগালি নিয়ে পড়লেন কেন?

এখানে কাউকে ছুরি চালানো হয় না। কিবোর্ড দিয়ে কুচিকুচি করে দেওয়া হয়।

মানে?

মানে ধরে নিন, এই আপনি আর আমি কথা বলছি। এখন আমি ভদ্দরলোকের মতো কথা বলছি। কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকব, তখন আমিই একজন ডিজিটাল ক্রিমিন্যাল। প্রথমেই বেছে নেব উঠতি লেখিকা, আর্টিস্ট কিংবা একটু নরমসরম কোনও মানুষকে। একদম অচেনা কোনও লোককে। তারপর দল বেঁধে এসে উল্লাট গালাগালি... নোংরা নোংরা ভাষায়।

অচেনা লোককে!

লোক, বালক, বিটি হোক কিংবা সেলেব্রিটি। আমাদের কাছে সব এক। ভাষার বাঁধন খুলে দেব।

আপনারা কি উন্মাদ?

উন্মাদ কেন হতে যাব। আমরা হেরো। এই দেখুন, ৫৫ বছর বয়স হল। আজ অবধি কোথাও জিততে পেরেছি? বাবা, ভাই, বৌ, বাস কনডাক্টর, পানের দোকান, অফিসের বস? কারও কাছে মুখঝামটা না খেয়ে ফিরেছি? আর এখানে দেখুন, খিস্তির খামার খুলে বসে আছি।

খারাপ লাগে না?

খারাপ লাগবে কেন? আপনি মাইরি আচ্ছা ন্যাকা। একমাত্র গালাগালি লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেয়। হাসিকান্না সব লোকদেখানো।

আমাদের অযথা খিস্তিদাকে দেখুন। বাসে উঠলে, সামনের লোককে বলে, 'দাদা আপনি আগে নামুন।'

কিন্তু অনলাইনে, গালির গড়ফাদার।

একটা অচেনা লোককে দল বেঁধে গালি দিলেন। হতেই পারে মানুষটা হয়তো নিতে পারল না।

ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড দাদা। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ। এই তো সেদিন, অফিসের টিফিন টাইমে ফেসবুকে ঢুকে একজন বয়স্ক অভিনেতাকে নোংরা নোংরা গালাগালি করলাম। বুড়ো হাবড়াটা বেশি রাজনীতি কপচাচ্ছিল। বাড়ি ফেরার পথে, মনে একটা পৈশাচিক আনন্দ হচ্ছিল। সেদিন মাইরি খুশির চোটে শিঙাড়া কিনে বাড়ি ঢুকলাম।

ছিঃ!

এই দেখুন, আপনার এখন আমাকে গালি দিতে ইচ্ছে করছে। দিয়ে দিন। দেখবেন ভালো লাগছে। আর যদি এখন না দিতে পারেন, বাড়ি ফিরে সময় সুযোগমতো ফেসবুকে ঢুকে ঝেড়ে দিন। দেখবেন মনটা হালকা লাগছে। একবার ভাবুন, এখানে কোনও ফি দিতে হয় না, একেবারে ফ্রি। শুধু একটা স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট থাকলেই ঢুকে পড়া যায়। কোনও বয়সসীমা নেই, স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত দাদু, সবাই মুখ খারাপ করে গালি দিচ্ছে। সামনাসামনি গিয়ে দেখবেন- কিচ্ছুটি জানে না। সুবোধ লোক।

আর আপনাদের সেই অযথা খিস্তি। উনি তো নিজেই সেলেব্রিটি। উনি কেন গালি দেন?

দাদার কথা আর বলবেন না। দাদা বলেন কি জানেন তো, আপনি যুক্তি দিতে পারেন না? আপনার কাছে কোনও তথ্য নেই?

আপনার জানার কোনও ইচ্ছেও নেই, কোনও চিন্তা নেই! টুকুস করে স্রেফ চারটা কাঁচা খিস্তি দিয়ে সাজিয়ে, একটা কমেন্ট করে দিন। ব্যাস!

এই তো গত বছর একজন লেখিকার একটা বইয়ের প্রচ্ছদ প্রকাশ অনুষ্ঠানের পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়ে, এমন নোংরা নোংরা কথা লিখলেন, যে রাতারাতি ওই লেখিকা বদনাম হয়ে গেল। তিনদিনের মাথায় মহিলা সুইসাইড করতে গেছিল। একে বলে ট্রোলিং। পুরোটাই অনলাইন।

এরপর ষোলোর পাতায়

আপনার এখন আমাকে গালি দিতে ইচ্ছে করছে। দিয়ে দিন। দেখবেন ভালো লাগছে। আর যদি এখন না দিতে পারেন, বাড়ি ফিরে সময় সুযোগমতো ফেসবুকে ঢুকে ঝেড়ে দিন। দেখবেন মনটা হালকা লাগছে। একবার ভাবুন, এখানে কোনও ফি দিতে হয় না, একেবারে ফ্রি।

প্রকৃতির নিভৃত আশ্রয়স্থল কাগে

শান্তনু চক্রবর্তী

মুডুমখোলা, ছোট্ট এক পাহাড়ি নদী। নামটা অনায়াসে মন ছুঁয়ে যায়। তিরতির করে দুই পাহাড়ের বুক চিরে উদ্বেগহীন গতি। রাজস্থানের মেয়েদের হাতভর্তি চুড়ির সেই সুরেলা টুংটাং ছন্দ যেন আপ্ত করেছে এই নদীও। এমনিতে শান্ত ধীরস্থির। গতিপথে কোনও বড় পাথর অবরোধ করলে সফেদ ফেনা তোলা জলে তীব্র ঘূর্ণি তুলে জানান দেয় তার অসন্তোষের কথা। এখনও মানুষের লোভাতুর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পেরেছে নিজেকে। তবু কোথায় যেন শঙ্কা থেকেই যায়।

কালিম্পংয়ের এই নদীর ওপর ছোটখাটো এক লোহার সেতু পেরিয়ে যাব কাগে। এর আগে পেডংয়ের উঁচু পাহাড়ের পাকদণ্ডি দিয়ে গড়াতে গড়াতে এই মুডুমখোলার মুখোমুখি হলাম। ছুঁয়ে গেলাম অনেক ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম। চোখে পড়ল পাহাড়ের বুকের ওপর দিয়ে তৈরি হওয়া নতুন রাস্তা যা পূর্ব সিকিমের নাথু লাকে যুক্ত করবে।

আবার চড়াই ভেঙে পথ চলা, মাঝে মাঝে ধাপ চাষে ভুট্টার গর্বিত অবস্থান। অবশেষে অভীষ্ট গন্তব্যে। এই কাগে জায়গার নামটা সেরকমভাবে শোনা ছিল না। পৌঁছে বুঝলাম ছিমছাম পরিচ্ছন্ন এই গ্রাম একদম নতুন কিছু নয়। আছে বেশ কয়েকঘর মানুষজন। বেশ পুরোনো একটা স্কুল, যা গ্রামের প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে। এখানে বাস করে লিম্বু, লেপচা গোষ্ঠীর জনজাতি।

সেই কবে ১৮৮৩ সালে রেভারেন্ড ফাদার এম হার্ভাগিল্ট সুদূর ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন পেডংয়ে। তারপর কাগের এই পাহাড়ের মাথায় স্থাপনা করেন মারিয়া বস্তি। এখানে আছে ১৮৯১ সালে তৈরি হওয়া একটা চার্চ। আছে একটা স্কুল আর খেলার মাঠ। কাগের ছোট্ট একটা বাজারের মধ্য দিয়ে পথ চলা চার্চের উদ্দেশে প্রচণ্ড খাড়া রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল এই পথের বোধহয় শেষ আর দেখা হবে না। তবু পৌঁছে যাই, অনুভবে অন্তরঙ্গ হয় এই কষ্টের সার্থকতা। এক অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্য। প্রকৃতি যেন শীতলপাটি বিছিয়ে রেখেছে আমাদেরই প্রতীক্ষায়। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে নীরবতার সঙ্গে নিভৃত যাপন। আকাশের কালো মেঘ, টিপটিপ ঝরে পড়া বৃষ্টি, পাখিদের বাড়ি ফেরা, মনে করায় ফেরার কথা।

আয় মন বেড়াতে যাবি

সন্ধ্যা নামে পাহাড়ের বুকে। চারদিকে নিরন্তর সবুজ বনরাশি। পতঙ্গের দল মুখর তাদের নানান শব্দের লহরী তুলে। এখানে শহুরে আলোর দাপট নেই, ভেবেছিলাম রাতের আকাশের তারাদের সঙ্গে সখ্য হবে, দেখব ছায়াপথ, আকাশগঙ্গা। কিন্তু বিধি বাম, আকাশ ছেয়েছে কালো মেঘে। হোমস্টের ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই মনে হল, রাতের সব তারাই বোধহয় আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে সামনের পেডং-এর পাহাড়ের আনাচে-কানাচে।

সময়ের দিনলিপি মেনে আরেকটা সকাল আসে। ঘুম ভাঙে অনভ্যস্ত পাখির কুজনে। ঘরের কাচের জানলায় লেগে আছে বৃষ্টির জলছাপ। খুলে দিই জানলা, এক ঝাঁক মেঘ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে। সকালের কাগের স্পর্শ নিতে বেরিয়ে পড়ি ঘর থেকে, সঙ্গী হয় পাহাড়ি সাদা কুকুর।

আকাশে সাদা-কালো দুই মেঘেরই সহাবস্থান। তবু তাদের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসে সূর্যের মোলায়েম রশ্মি। পাহাড়ের মাথাগুলো মেখে নেয় রোদের দীপ্ত আভা, সরিয়ে দেয় পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে থাকা মলিন মেঘের আবরণ। এইসব দেখতে দেখতে সময় গড়িয়ে যায়, বেলা বাড়ে, ফিরতে হবে আবার শহরে। কী ছিল কাগের মায়াবী স্পর্শে!!! এক রাতে এত মন খারাপের বেদনা। কথা দিই আবার আসব বলে, তখনও তুমি এমনই থাকবে তো? তোমাকে পাব তো এমন নিবিড় করে, 'উন্নয়ন' এর কাছে দাসখত লিখে দেবে না তো? সব উত্তর তো নিহিত থাকে কালের গর্ভে। এটাও তোলা থাকল সেইভাবেই ....

যাওয়ার উপায় : দুইভাবে পৌঁছোনো যেতে পারে ১. শিলিগুড়ি থেকে লাভা রিশপ হয়ে ২. শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং পেডং হয়ে দূরত্ব : ৯০ কিমি (আনুমানিক)

সময় : দুই ক্ষেত্রেই সাড়ে চার ঘণ্টা থেকে পাঁচ ঘণ্টা (যদি সরাসরি যাওয়া হয়)

খরচ : যদি শিলিগুড়ি থেকে কাগে সরাসরি যাওয়া হয় তাহলে ৫০০০ থেকে ৫৫০০ টাকা (আনুমানিক হিসাব আর কী ধরনের গাড়ি নেওয়া হচ্ছে তার উপর নির্ভরশীল)

সাশ্রয়ী ভ্রমণ : শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাল অথবা পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে বাসে কালিম্পং, কালিম্পং থেকে শেয়ার গাড়িতে পেডং তারপর পেডং থেকে শেয়ার গাড়িতে কাগে।

আদর্শ সময় : অক্টোবর থেকে মার্চ, যাঁরা বর্ষার পাহাড় উপভোগ করতে চান জুলাই-অগাস্ট যেতে পারেন অবশ্যই রাস্তার অবস্থা মাথায় রেখে।

উচ্চতা : ৪০০০ ফুট (প্রায়)

থাকার ব্যবস্থাপনা : একাধিক হোমস্টে আছে।

দ্রুত লাইমলাইটে

পনেরোর পাতার পর

বহুকাল আগে আমার প্রয়াত পিতামহ মজা করে একটা কথা বলতেন, 'মুণ্ডমালার দাঁত খামটি সার', সে বয়েসে আপাত অর্থ অনুধাবন করলেও এই চালু শব্দবন্ধের সোর্স জানতে চাইলে তিনি মুচকি হেসে বলতেন– কালীমূর্তির গলায় মুণ্ডমালার দিকে তাকাও, দেখবে কাটা মুণ্ডুগুলো দাঁত খিচোচ্ছে...! সময়ের সঙ্গে পিতামহের সেই অমোঘ প্রবাদটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ করেছি। কিঞ্চিৎ অতীতবিলাসী আমি, তাই ফের চোখের সামনে ভেসে উঠল এক দৃশ্য। সেও বহুকাল আগের এক অস্থির সময়ের কথা। আমার ফেলে আসা স্কুলবেলার শহরে যে ফ্ল্যাটবাড়িটিতে আমরা থাকতাম, ঠিক তার উলটোদিকেই ছিল ভারতীয় রেলের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ডিভিশনের সদর দপ্তর। আটের দশকের শুরুর দিকে এক অস্থির আন্দোলন চলছিল সেই অঞ্চলে, যার দীর্ঘসময়ের সাক্ষী আমি। সব আন্দোলনের মতো, সে আন্দোলনেও ছিল বনধ, পিকেটিং, রাস্তা অবরোধ, অগ্নিসংযোগ এবং হিংসাত্মক নানা ঘটনা। তো সেদিনও চলছিল রেলের সদর দপ্তরের চারটে গেটে আন্দোলনকারীদের পিকেটিং। কর্মীদের অফিসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। টানা ক'দিনের অবরোধে কর্মীদের মধ্যে অস্থিরতা দানা বাঁধছিল, ধৈর্যের বাঁধও ভাঙছিল। যেদিনের কথা বলছি, সেদিনও সকাল থেকে চলছিল পিকেটিং, সকাল ১০টা নাগাদ বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে পূর্বপরিকল্পনামতো রেলের কর্মচারীরা মিছিল করে অবরোধ ভেঙে অফিসে ঢোকার চেষ্টা করতেই শুরু হল ধুন্ধুমার। অবরোধকারী এবং কর্মচারীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ, আহত বহু। আন্দোলনকারীরা প্রায় সবাই ছাত্র-যুব, ফলত কর্মচারীদের একটা অংশ অবরোধ ভেঙে অফিসে ঢুকে যেতে পারলেও, বড় অংশই কিন্তু পিছু হটে যেতে বাধ্য হল। দোতলার জানলা দিয়ে ভয়ার্ত, আতঙ্কিত চোখে সেদিনের সদ্য কৈশোর পেরোনো আমি দেখেছিলাম রেলের কর্মচারীদের অসহায়ত্ব এবং সেই অসহায়ত্ব, অক্ষমতা থেকে খিস্তি এবং কুকথার পার্গেশন।

ওই যে বলছিলাম সময়ের সঙ্গে কুকথা সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তনের যোগ, তো সেই পরিবর্তনের স্রোতে আজও স্যোশাল মিডিয়া থেকে দূরদর্শনের নানান চ্যানেলের খেউড়-সন্ধে, পাড়ার অলিগলিপথ থেকে সুদূর ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম, কোথাও কোনও ছেদ নেই, অবিশ্রান্ত কুকথার কার্পেট বোম্বিংয়ে আমরা দিব্য উত্তরাধুনিক এক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। কিছুকাল আগে একটি বৃটিশ ট্যাবলয়েডে সাংবাদিক জেরেমি ক্লার্কসন এক উত্তর সম্পাদকীয়তে চার্লস ও তাঁর প্রয়াত স্ত্রী ডায়ানার ছোট ছেলে হ্যারির অভিনেত্রী স্ত্রী মেগান সম্পর্কে অশ্রাব্য কথা লেখেন। সেই কুকথার বিরুদ্ধে নিন্দায় ফেটে পড়েছিল অভিজাত বৃটিশ পাঠককুল। বাধ্য হয়ে ট্যাবলয়েডটির তরফে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া হয়। তবে গল্প এখানেই শেষ নয়, এরপর 'ডাচেস অব সাসেক্স' মেগান বলেন, প্রথমে কুকথা বলে পরে ক্ষমা চাওয়া ওই ট্যাবলয়েডের এক পাঠক টানার কৌশল মাত্র। এদেশেও এসব কলাকৌশলে আমরাও খুব একটা পিছিয়ে নেই। দ্রুত লাইমলাইটে আসার এক সহজ পথ বিতর্কিত কথা বলা, যার অধিকাংশই কুকথা।

তবে এই খিস্তিখেউড়, তথাকথিত অশোভন শব্দচয়ন কখনো-কখনো অস্ত্র হয়েও ওঠে সৃজনের আঙিনায়। সেই অস্ত্র ব্যবহৃত হয় এত নিখুঁত, বুদ্ধিদীপ্তভাবে, যা শিল্পের ভিন্ন এক জগতের সন্ধান দেয়। সাহিত্য আন্দোলনের বিভিন্ন যুগে তথাকথিত অশ্লীল, অশোভন শব্দের ব্যবহার আমরা দেখেছি। একদা সাড়া জাগানো হাংরি আন্দোলনের লেখকরাও কিন্তু অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। জীবনমুখী গায়ক যখন 'শুয়োরের বাচ্চা' শব্দটির তীব্র উচ্চারণে আমাদের ঝাঁকুনি দেন, আমরা অনুভব করি এক প্রতিবাদী সত্ত্বাকেই। আর যার কথা না বললে এ লেখা অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তিনি এক এবং অদ্বিতীয় নবারুণ ভট্টাচার্য, থুড়ি 'পুরন্দর ভাট'...! পুরন্দর ভাটের কলমে নবারুণ ভট্টাচার্যর ছোট ছোট কবিতা আসলে এক অদ্ভুত পরিসর তৈরি করেছে যেখানে আপাত অ-সংসদীয় বা তথাকথিত অশোভন কিংবা আরেকটু সরাসরি বললে খিস্তির আড়ালে কোথাও এক প্রতিবাদের কথাই শোনা যায়, ঠিক যে ভাবনায় ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই করে ফ্যাঁতাড়ুদের আকাশে উড়িয়েছেন নবারুণ ভিন্ন এক নির্মাণে। কুকথার বহুস্তরীয় ব্যবহারের উল্লেখ করেছি, আসলে কুকথা কখনো-কখনো অস্ত্র হয়ে এক নান্দনিক অভিঘাত তোলে আমাদের মনে, আমরা অনুভব করি এক তীব্র যন্ত্রণা, আর এই যন্ত্রণাই জরুরি শুশ্রূষা হয়ে ওঠে দুঃসময়ে। মানুষ এগিয়ে চলে সুসময়ের সন্ধানে...!

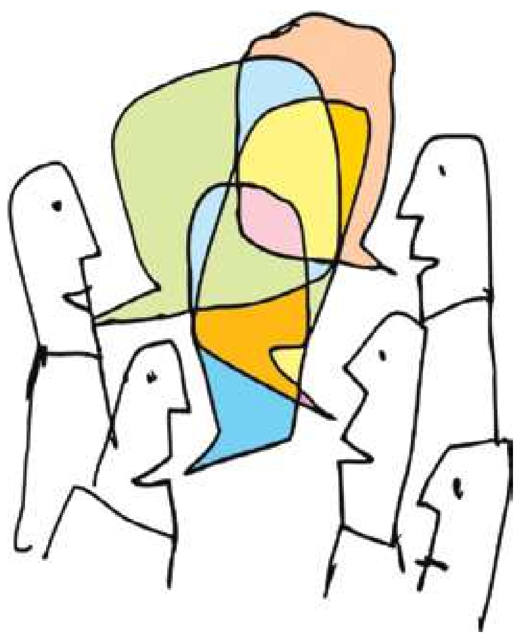

ইউটিউব চ্যানেল

পনেরোর পাতার পর

এমন সময় টুংটাং শব্দে মোবাইলে মেসেজ এল। তড়িঘড়ি মেসেজ পড়েই ছেলেটি কেমন যেন দমে গেল। পরে জানতে পারি, তার বান্ধবী জানতে চেয়ে লিখেছে, 'তোর বাপ তোকে কী কী খিস্তি শিখিয়েছে?' এখন ঠিকঠাক খিস্তি-খেউড় করাই নাকি সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি। ভাবুন পরিস্থিতি!

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, কুকথা আমাদের সমাজ, সামাজিক বন্ধন, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অনবরত কোন অধঃপতনে নিয়ে চলেছে।

তবে কুকথার কি কোনও ভালো দিক নেই? আলবাত রয়েছে। কারও কাছ থেকে পাওনা টাকা ভদ্র ভাষায় আদায় হচ্ছে না, তার বাড়িতে গিয়ে বৌ-বাচ্চার সামনে, পাড়ার লোককে শুনিয়ে কুকথায় গালাগালি দিন, দেখবেন আদায় হয়ে যাবে। কোনও কাজ দীর্ঘদিন ধরে সমাধান করতে পারছেন না, নেতাদের ধরে নিয়ে গিয়ে খিস্তি দিন, দেখবেন কাজ হয়ে গিয়েছে। দোকানদার আপনাকে খারাপ জিনিস দিয়েছে, খিস্তি দিন। দেখবেন আপনি ভালো জিনিস পাচ্ছেন। আবার এটাও দেখবেন, কেউ কেউ ইউটিউব চ্যানেল খুলে অনবরত খিস্তি-খেউড় করে প্রচুর টাকা উপার্জন করে চলেছেন। আবার ভালো বা সজ্জন ব্যক্তিকে তাড়াতে হবে, তাঁকে বেমক্কা খিস্তি দিন, দেখবেন তিনি ভদ্রভাবে সরে পড়েছেন। এভাবেই খিস্তি দিয়ে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কুকথা পোস্ট করে আজকাল অনেকে ফায়দা লুটছেন। হয়তো তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই নবীনরা কুকথায় আসক্ত হয়ে পড়ছেন। আজকের এই আলোচনাচক্রে অমিয়বাবু এসব কথা বলতে পারবেন না।

একসময় ছিল রাজারা তাঁর প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। আজ রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা তাঁর জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-সমর্থকরা প্রকাশ্যে খিস্তি-খেউড়, গালিগালাজ করেন। আপনারা দেখে থাকবেন। রাজনৈতিক দলগুলো নাকি বড় বড় সংস্থাকে দিয়ে সার্ভে করে দেখেছেন যে, প্রকাশ্য কথায় কুকথায় বর্তমানে পাবলিক ডিমান্ড বেশি। আজ আপনারা টিভি খুললেই দেখবেন, অধিকাংশ সিরিয়ালে পিএনপিসি একটা বড় উপজীব্য বিষয়। ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে কুদৃশ্য ও কুকথা থাকলেই রেটিং সবচেয়ে ভালো।

আপনারা যাঁরা আজ এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের ভাববার সময় এসেছে। আপনাদের ভাবতে হবে আপনার আমার অস্তিত্ব আজ কতখানি সংকটে। আমাদের ভাষা হল আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই ভাষা ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে অথচ আজ তা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। পৃথিবীর এই মিষ্টতম ভাষাকে কুকথায় ভরিয়ে দিয়ে ভাষাকে নষ্ট করে দেবার এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত চলছে বলে আমার ধারণা। আমার মনে হয় আমরা সবাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি। মাতৃদুগ্ধসম মাতৃভাষাকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কুকথা বর্জন করা আমাদের আশু কর্তব্য।

বক্তব্য শেষে হলঘরজুড়ে বেশ খানিক্ষণ করতালির রেশ থাকল। মঞ্চ থেকে নামার সময় অমিয়বাবু দর্শকদের মধ্যে একজনকে বলতে শুনলেন, মাস্টার তো খুব দামি কথাই বললেন। কিন্তু তাঁর ছেলে যে এত কুকথা বলে, খিস্তি-খেউড় করে, মেয়েদের এত বাজে বাজে মেসেজ পাঠায়, সেসব বোধহয় মাস্টার জানেন না।

নিরাপদ দূরত্বে

পনেরোর পাতার পর

কেন করলেন আপনাদের দাদা, এরম?

কেন আবার কী? দাদার এটাই কাজ। সবাই কত প্রশংসা করল জানেন। আমাদের পুরো কমিউনিটি দাদাকে সেলাম জানিয়েছে।

আর সেই মহিলা?

কপালজোরে বেঁচে গিয়েছেন। তবে দাদাকে দেখে আমাদের আরেক ভাই বন্ধু, এক ফিল্ম এডিটরকে খিস্তি করেছিল। ত্যাঁদড় লোক। উলটে বলল, ভালো কিছু শিখে আয়। কদ্দিন আর এক মা-বাপের গালাগালি চালাবি। ছোকরা সেদিন ভাত অবধি মুখে তোলেনি। এত মুষড়ে পড়েছিল।

আপনাদের বন্ধু মুষড়ে পড়ল। গালি দিয়ে?

গালি দিয়ে কোনও রেসপন্স না পেয়ে।

অদ্ভুত তো!

অদ্ভুত কেন বলুন তো! আপনি একটা কাজ করলেন, অথচ কাজের স্বীকৃতিটা পেলেন না। কেমন লাগবে?

কাজ?

কাজ না? একটা নামকরা মানুষকে অনলাইনে গালাগালি দিলেন। অথচ আপনার টিকিটি কেউ ধরতে পারল না। পুরো কাজটা নিঃশব্দে সেরে ফেলে, আবার মানুষের ভিড়ে মিশে গেলেন।

সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর মানুষ ভেবেছিল, 'আহা, এ তো এক নতুন মুক্তমঞ্চ! এখানে মানুষ নিজের মতামত জানাবে, জ্ঞানের আলো ছড়াবে, বন্ধুত্ব গড়বে।' আমরা পুরো অ্যাড্রিনালিন রিলিজের প্ল্যাটফর্ম বানিয়ে দিলাম। এটা কাজ না? বিনে পয়সার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। বাঞ্জি জাম্পিঙের মতো। খাদের অতলে ঝাঁপ মেরে একজন মানুষকে নোংরা নোংরা গালি দিয়ে, নিরাপদে ফিরে চলে আসা।

আপনাদের পরিবারের লোকেরা জানে, আপনাদের চেহারার থেকেও আপনাদের মুখটা বেশি নোংরা?

সবার না। কয়েকজনের জানে। আমরা গালি দিচ্ছি কারণ আমরা সত্যি বলি। সত্যি মানেই নোংরা। মিথ্যে কথা শুনতে সুন্দর। মেহনতি মানুষের মুখের ভাষা ভদ্দরলোকদের রোচে না।

এটাই আপনাদের যুক্তি?

কেন আমাদের যুক্তি থাকতে নেই। অযথা দা কী বলে জানেন? 'গালি হল প্রতিবাদের ভাষা।'

কীসের প্রতিবাদ? কোন মত, কোন দলের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রতিবাদ?

আপনি কি আমাদের পার্টির লোক ভাবলেন নাকি! আমাদের কোনও দল নেই, কোনও মত নেই। আমরা ওসব ডান-বাম কিছু নই। আমরা নিরপেক্ষ। লোডশেডিং ছাড়া কাউকে ভয় করি না।

লোডশেডিং কোত্থেকে এল?

লোডশেডিং হলে মোবাইলে চার্জ করা যায় না। গত বছর ঝড়ের সময় কী যে অসুবিধেই পড়েছিলাম। তিনদিন ধরে কারেন্ট ছিল না। অশ্রাব্য সব গালাগালি পেটের মধ্যে কিলবিল করছিল। গ্যাসের মতো জমে উঠছিল। কিন্তু সামনাসামনি যে কাউকে গালি দেব, সেই মুরোদ নেই। শেষে ওই ফুস করে একটা ছাড়তে গেছিলাম, একটা কলেজের বাচ্চা মেয়ে, ঠাসিয়ে চড় মারল। সেই প্রথম টের পেলাম, গালি না খেয়ে, গালে খেলেও কান লাল হয়ে যায়।

আফসোস হয় না। অনুতাপ?

একবার হয়েছিল। ওই অনুতাপ। তবে খুব একটা তাপউত্তাপ কিছু ছিল না। জলদি সামলে উঠেছিলাম।

কীরম শুনি।

একদিন এক বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে কুৎসিত কুৎসিত গালি দিলাম। মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে জ্ঞান ঝাড়ছিল। গালি দিয়ে বললাম - 'প্রধাননগরে আয়, তোকে ...।' মহিলা শান্ত হয়ে উত্তর দিল, 'এটুকু করলে কি আপনি নারী স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াবেন? তাহলে আসছি। বলুন প্রধাননগরের কোন জায়গায়, কটায় আসতে হবে।'

অপ্রত্যাশিত উত্তরটা আসার পর খেয়াল করলাম, ভদ্রমহিলা আমার মায়ের বয়সি। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল জানেন? চুপ করে ছিলাম। উনি আবার কমেন্ট করলেন, 'কী হল বললেন না, কখন আসতে হবে?'

আমতা-আমতা করে লিখেছিলাম- 'আমি তো এমনিই বলেছিলাম। সত্যি সত্যি কি আর ও'রম কিছু করব।'

কেন বলেন তাহলে?

কেন বলব না বলুন তো। আমরা না ভালো গায়ক, না ভালো শ্রোতা। না ভালো লেখক না পাঠক। না অভিনেতা না দর্শক। আমরা জাস্ট অ্যানোনিমাস। আমরা এইভাবেই ভ্যালিডেশন জোগাড় করি। এই যে আপনি এতক্ষণ ধরে আমাকে বুঝতে চাইছেন, তার একটাই কারণ। আমরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নোংরা গালাগালি করি। নইলে জানতেও চাইতেন না, আমি কে? এটাও তো একরকম ফিয়ার অফ মিসিং আউট সিনড্রোম। আপনারা যাকে ফোমো বলেন। মানুষের মতো দেখতে হলেও আমরা হোমো সেপিয়েন্স না, ফোমো সেপিয়েন্স। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের মুক্তমঞ্চ। ওই যে বললাম, আমরা জাস্ট অ্যানোনিমাস। অ্যানোনিমিটিই আমাদের হাতিয়ার।

গহন বনের পুষ্প পরাগ

ছোটগল্প

বিমল দেবনাথ

পাশের বাড়ি থেকে পারুল ডাকে, ‘চিনু, ও চিনু! কী করিস? সমরের চিঠি আইচ্চে।’

খবর নয় যেন দীর্ঘ খরার পর বৃষ্টি নেমেছে। সবিস্তারে জানার পর আনন্দের বন্যায় সব দুঃখ-কষ্ট যেন ভেসে গেল। ছেলে যে বংশের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। সমরের এই জার্নিটা অবশ্য সহজ ছিল না। কালো, ডানপিটে ছেলেটা ছিল বাবার একদম অপছন্দের। হবে না-ই বা কেন! পাড়াপ্রতিবেশীর তূণে ছিল নানা নালিশের তির। সেগুলো শচীন্দ্রকে বিদ্ধ করত। মায়ের চেষ্টায় সমর কোনও রকমে মাধ্যমিকে উতরে যায়। তারপরই উৎপাত চরমে ওঠে। পড়শির আম, জাম গাছে আর মন জমে না। হাসি, কৌতুক, গল্পে পাড়ার কিশোরীদের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। সে অবাধে বন্ধু হয়ে ওঠে সবার। যখন যে যেতে চায়, তাকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে চলে যায় বাজারে, মেলায়। একবার সমরের বিরুদ্ধে এক কিশোরীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। ব্যাপারটা বাবা হিসেবে শচীন্দ্রর মনে ব্যাপক ধাক্কা মারে। অভিযোগ প্রমাণিত হবার আগেই ছেলের নতুন সাইকেলটা ফেলে দেয় পুকুরে। এই ধরনের বিষয়ে কাদা ছোড়াছুড়িতে গন্ধ ছড়ায়। একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি থেকে ছেলেকে তাড়িয়ে দেয়। সমরও বাবার মতো একরোখা। শোনেনি বন্ধু বসন্তর কথা। তাকে দুর্বল করতে পারেনি মায়ের কান্না। সে বাড়ি ছেড়ে দেয়।

শিলিগুড়ি শহরে একটা গ্যারাজে পেটচুক্তিতে কাজ শুরু করে। সারাদিন ভারী হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটিয়ে, লেদে কাজ করে রাতে যখন শুয়ে পড়ত, শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যেত। মায়ের কথা খুব মনে পড়ত সমরের। ফুটবল, কাবাডি ইত্যাদি খেলার পর শরীরে ব্যথা হলে মা তেল মালিশ করে দিত। রাতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত গ্যারাজে বিছানো ত্রিপলে। ভেজা চোখে কখন যে ঘুম নেমে আসত, টের পেত না সমর। সকালে ব্যথা নিয়েই আবার শুরু হত লোহা পেটানোর কাজ। এক বছরে শরীরের সব ব্যথা শক্তিতে পরিণত হল। সুশৃঙ্খল যাপনের জন্য কম সময়েই গ্যারাজের অন্য কর্মীদের তুলনায় সমরের বেশ নামডাক হয়। ওই সময় তাঁর পরিচয় হয় এক সরকারি আধিকারিকের সঙ্গে। রাস্তা খুলে যায় আইটিআই-তে ভর্তি হবার। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে সে কলেজে ভর্তি হয়। পড়াশোনা করেও রাত ন'টা পর্যন্ত গ্যারাজে কাজ করতে হত। পরিবারের কেউ কোনও দিন খোঁজ করেনি। মায়ের কথা ভুলে সে দিনরাত ডুবে থাকত কাজে ও পড়াশোনায়। আইটিআই পাশ করে আর ফেরেনি বন সন্নিহিত গ্রাম-মধুপল্লিতে। বুকে এক পাহাড় অভিমান নিয়ে শিলিগুড়ি ছেড়ে চলে যায় জামশেদপুরে।

দুপুরে উনুনের ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে হুড়দ্দুম বেরিয়ে আসে চিনুবালা। ছুটে আসে বসন্তদের বাড়ি। ‘কী বললি, সমরের খবর পাইছিস?’ কোমরের গোঁজা আঁচল খুলে মুখ পুঁছে জিজ্ঞাসা করে চিনুবালা। রান্নাঘরের বারান্দায় বসন্তর মা

শিলিগুড়ি শহরে একটা গ্যারাজে পেটচুক্তিতে কাজ শুরু করে। সারাদিন ভারী হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটিয়ে, লেদে কাজ করে রাতে যখন শুয়ে পড়ত, শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যেত। মায়ের কথা খুব মনে পড়ত সমরের।

পেতে দেয় পিঁড়ি।

বাড়ির সঙ্গে সমরের যোগাযোগ না থাকলেও বসন্তর সঙ্গে ছিল। তবে নিয়মিত নয়। জীবনের বিশেষ বিশেষ মোড়ে ওদের যোগাযোগ হত। চিনুবালা বসন্তের মুখোমুখি হলেই জিজ্ঞাসা করত সমরের কথা। বসন্ত বলত, ‘কোনও খবর নেই কাকি। কেন অযথা চিন্তা করেন? ও ভালো আছে। আপনি এত ভাবেন, কাকা তো কোনও দিন সমরের কথা জিজ্ঞাসা করেন না।’

-‘তুমি বুঝবে না বাবা, মায়ের কষ্ট কী!’

গত কুড়ি বছরে চিনুবালার শরীরে অনেক রোগ বাসা বেঁধেছে। পায়ে জল জমেছে। খেতে পারে না। রাতে ঘুম আসে না। গাঁটে গাঁটে জমেছে-- একমাত্র সন্তান হারানোর ব্যথা। শিশুসুখ পয়োধর মিশে গেছে বুকে। এখন আর ব্লাউজও পরে না সে।

পিঁড়িতে বসে চিনু পারুলকে জিজ্ঞাসা করে, ‘কীরে বল, কী খবর পাইছিস?’ পারুল বলে, ‘বসেক, বসন্তকে ডেকাও। চিঠিটা উয়াই পড়ুক। তোর মনে শান্তি আসিবে।’ পারুল উঠে ডেকে আনে বসন্তকে। বসন্ত রান্নাঘরের বারান্দায় বসে পড়তে থাকে সমরের দীর্ঘ চিঠি। সমর এতদিন যে ক'টা চিঠি লিখেছিল সেগুলো ছিল খুব সংক্ষিপ্ত, পোস্ট কার্ডে। এবারে চিঠি এসেছে খামে। সমর লিখেছে... ‘আজ জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারে প্রোমোশন পেয়ে চোখে জল এসে গেছিল। এত দিন পেছনে ফিরে তাকাইনি। আজ খুব মনে পড়ছে অতীতকে, বন্ধু ......’ বসন্ত পড়তে থাকে সমরের চিঠি। চিনুবালার চোখের কোণ ভিজে ওঠে। তারপর কেঁদে ওঠে হাউমাউ করে। কেঁদে ওঠে পারুলও। বসন্ত বুঝতে পারে মাঝেমধ্যে গলা কেঁপে যাচ্ছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ‘কাকি কেন শুধু শুধু কাঁদছেন। সমরের খবর তো পেলেন। বিয়ে করবে বলেছে। এবার মেয়ে দেখতে শুরু করুন।’

এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি, শচীন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছে বসন্তর পেছনে। শচীন্দ্র কেঁপে ওঠা ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে রেখে ঘাড়ের গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে কথা বলতে গিয়ে তাল হারিয়ে ফেলে। কাঁপা গলায় বলে, ‘বসন্ত, হারামজাদাটাকে বাড়িতে আসতে বল। ওকে বিয়া দিব। মেয়ে দেখা আছে।’ চিনুবালা তাকায় সমরের বাবার দিকে। পারুলকে জড়িয়ে ধরে বলে, ‘সমরের বাবা সমরকে বাড়িতে আসতে বলছে পারুল, সমরের বাবা সমরকে বাড়িতে আসতে বলছে।’ শচীন্দ্র বাড়ি ফিরে লুকিয়ে কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। দুই সই গল্প করে আনন্দে।

২

‘শুনলাম বৌমার পা ভারী হইচে?’ চিনু জিজ্ঞাসা করে।

পারুল বলে, ‘ঠিক শুনিসিস। এই তো বৌমার তিন মাস হলেক, বসন্তের নগত গভীর জঙ্গলে থাকি আসিল। কিন্তুক উয়ার কুন কাণ্ডজ্ঞান নাই। তুলসীর শরীল খারাপ শুনিয়াও বাড়িত না আইসে। দুই মাস পরে আইচ্চে। তা-ও আবার সমরের খরবখান দিবার নাগি। সমরের চিঠি না আসিলে, এই বারও বাড়িত না আসিত। না বুঝি বাপ উয়ার কাজের ব্যাপার-সেপার। এলায় নাকি বিট অফিসার হইসে। কাজের নাকি খিব চাপ। ছুটিই না পায়। ইয়ার থাকি চাপরাশির কাজ ভাল আছিল। মাঝে মাঝে বাড়িত আইসত। এলায় তো দুই মাস তিন মাস পর বাড়িত আইসে।’

‘কী বলিস পারুল, ঘরে এমন সুন্দরী পোয়াতি বৌ থাকতেও ছেলে বাড়ি আসে না। ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। জঙ্গলের মেয়ে-বৌগুলা নাকি খুব বেহায়া। লজ্জাশরম কম। দেখিস বাবা, ভালো করে খোঁজখবর রাখিস।’

‘না না, তেমন কুনো কিছু না হয়। উয়ার বাপ তো মাঝেমধ্যে যায় বসন্তর অফিসত। গেল মাসে গেইসিল, টাকা আনির। যায়া দেখে ছেলেটা কোয়াটারত নাই। বিড়াই গেইসে জঙ্গলত। দিন যায়া আতি হয়য়া গেইল, ছেলেটা আইসে না। পাশের কোয়াটারের ইস্টাফের বৌ দুই বেলা খাওয়া দিলেক। জঙ্গল হোলে কী হবেক। উদের খিব মিল, মায়া মমতা আছে। পরের দিন আসিল ছাওয়াটা।’

চিনু অবাক হয়। ‘কী বলিস! এত কাজের চাপ? কী হইছিল?’

-‘আর না কইস। ডিউটি করিবার সময় একটা হাতি নাকি গন্ডারের গুঁতা খায়া পালাই গেসিল জঙ্গলত। সেইটাক খুঁজিয়া আনিতে হিমসিম অবস্থা।’

-‘যাক বাবা ভালো হইলে ভালো। আজকে দিনটা খুব ভালো। সমরের খবর পাইলাম আবার তুইও ঠাকুমা হবি।’

-‘বসেক, একটা ঠাকুরের বাতাসা দেও, খা।’

বসন্ত ও সমর অ-ইজেরের বন্ধু। বসন্তর স্বভাব সমরের বিপরীত। শান্ত, ভদ্র। গ্রামের মানুষ ভাবত ওদের বন্ধুত্ব হয় কী করে? সমর উধাও হয়ে যাবার পর বসন্তর মন মাঝেমধ্যে কেমন করত। মন খারাপের বিষয়টা গাছের পাতার মতো। ঝরে গেলে আবার গজিয়ে ওঠে। টানাপোড়েনে পড়াশোনা আর এগোয় না। বনের এক বাবুর বাড়িতে ফাইফরমাশের কাজে ঢোকে। বনবাবুর গিন্নি মাঝেমধ্যে বাড়ি গেলে রান্না করে দিত। ছোটবেলা থেকে রান্নার হাতটা ভালো ছিল বসন্তর। বাবুর খুব ভালো লেগে যায়। পেটের শান্তি মনে আসতে বেশিদিন লাগে না। বসন্ত তরতর করে উন্নতি করতে থাকে। প্রথমে ঠিকা শ্রমিক, তারপর চাপরাশি। চাপরাশি থেকে গার্ড, তারপর বিট অফিসার। একদম নীচুতলা থেকে কাজ করার জন্য বনের ও বন্যজন্তুর বিষয়ে খুঁটিনাটি সব জানত। অভিজ্ঞতা ছিল অনেক। হাতি, গন্ডার ইত্যাদির হাবভাব বুঝত জলের মতো। অন্তত সবাই এই রকম বিশ্বাস করে। বিট অফিসার হবার পর বসন্তর কদর বেড়ে যায়। বন্যপ্রাণীর যে কোনও বিষয়ে ডাক পড়ত সবার আগে।

সমর লিখেছিল, ‘দ্যাখ আমরা দুইজন কত কষ্ট করে বড় হলাম। আমি ইঞ্জিনিয়ার তুই বিট অফিসার। আমাদের সম্পদ হল অভিজ্ঞতা ও একনিষ্ঠতা। তাই আর ভয় নাই। জীবন মোটামুটি সেটল। এইবার বিয়ে করব।’

এরকম নানা ঘটনার সম্মুখীন হয়ে বসন্তর নার্ভ বেশ শক্ত। তবুও শেষরক্ষা হল না। এক শীতের বিকালে ঘটে যায় চরম বিপর্যয়। দূরে দেখা যায় একটা গন্ডার। প্রায় প্রতিদিন এরকম গন্ডার চরে বেড়ায় বিটের কাছে।

উত্তরে বসন্ত কিছু বলতে পারেনি। জঙ্গল যে পায়ে পায়ে ভয়, জানে না অনেকে। জানে না বসন্তর বাবা-মা ও পাড়াপ্রতিবেশী। সই পারুলকে দেখলে কষ্টের মধ্যেও শান্তি পেত চিনু। বনে-জঙ্গলে যেখানেই থাকুক মাসে দুই মাসে ছেলের মুখ তো দেখতে পায়। চিনুর তো সেটুকুও নেই। সইয়ের জন্য মন খারাপ হত পারুলের।

পরিবারে চিন্তা বাড়বে বলে বসন্ত কোনওদিন বলেনি পায়ে পায়ে বিপদের কথা। জঙ্গলে বন্যপশু ও দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে ওদের সব সময় যুদ্ধ চলে। খুব সাবধানে থাকলেও কয়েকবার ফিরে এসেছে মৃত্যুর মুখ থেকে। একবার তো গন্ডারের আক্রমণ থেকে বেঁচেছে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে। গন্ডারকে তাড়া করে আসতে দেখে সাইকেলটা শরীরের উপরে দিয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে। প্রাণপণে হাফ-প্যাডেল করে গেছে অনবরত। সাইকেলের পেছনের চাকা ঘুরে গেছে সুদর্শনচক্রের মতো। বোকা গন্ডার ঘুরন্ত চাকা দেখে পালিয়ে গেছে ভেত ভেত করে।

একবার রাতে কালাচ সাপ ওঠে বিছানাতে। অভিজ্ঞতায় বুঝে গেছিল সাপের শীতলতা। চট করে সরিয়ে নিয়েছিল পা। পা সরাতে গিয়ে সাপকে চাপ দিলে আর কোনও দিন ঘুম ভাঙত না। কেউ কোনও দিন জানতে পারত না মারা যাবার কারণ। কালাচ সাপের কামড় প্রথমে বোঝা যায় না। জ্বালাযন্ত্রণা হয় না। ঘুমের মধ্যে মারা যায়! নাম হয় অজানা ভূতের।

এরকম নানা ঘটনার সম্মুখীন হয়ে বসন্তর নার্ভ বেশ শক্ত। তবুও শেষরক্ষা হল না। এক শীতের বিকালে ঘটে যায় চরম বিপর্যয়। শিকারি ধরতে গিয়ে সারারাত কেটে যায় জঙ্গলে। সকালে এসে ঘুমিয়েছে, উঠেছে বিকালে। দুপুরের ঠান্ডা ভাত খেয়ে লুঙ্গি পরে অলসভাবে হাঁটছিল বিটের সামনে বনের রাস্তায়। দূরে দেখা যায় একটা গন্ডার। প্রায় প্রতিদিন এরকম গন্ডার চরে বেড়ায় বিটের কাছে।

বসন্ত আলস্য ভাঙার হাই তোলে শব্দ করে; চোখ বন্ধ করে দুই হাত উপরে তুলে শরীর টানটান করে আড়ষ্টতা ভাঙে। কিছু বোঝার আগে গন্ডারটা বসন্তকে মাথা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বনের ভিতরে। কামড় দিয়ে বের করে নেয় নাড়িভুঁড়ি। তীক্ষ্ণ খুরের চাপে ফেটে যায় বুক। গার্ডের মুখে কথাগুলো শুনে মূর্ছা যায় বসন্তর মা।

৩

চিনুবালাকে শ্রাদ্ধ বাসরে দেখে আবার বিলাপ শুরু করে পারুল, ‘তোর ছাওয়াটা দূরে থাকিলেও বাঁচিয়া আছে। মোর ছাওয়াটা কাছে থাকিয়াও মরিয়া গেইল গন্ডারের কামড়ে। ও চিনুরে!!! সমরের নগত চলিয়া গেলেক আজি মোরও ছাওয়াটা বাঁচিয়া থাকিত... কেনে গেলেক জঙ্গলত রে...। তুলসীটার কী হইবে রে... বসন্তর ছাওয়াটার কী হইবে রে, না জন্মিতে অনাথ হইল রে...’

পারুলকে বুকে চেপে ধরে চিনু। তুলসী পাথরের মতো বসে থাকে তুলসীতলায়। সমর দাঁড়িয়ে আছে পাশে। গহন বনের পুষ্প পরাগ উতলা করে প্রাণ। দু'হাত বাড়ায় তুলসীতলায়।

উত্তরের কবিমুখ

সেবন্তী ঘোষ

বিশিষ্ট এই সাহিত্যিক উত্তরবঙ্গের মানুষ। জন্ম শিলিগুড়িতে। এখানকার পাশাপাশি শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা। শ্রেষ্ঠ কবিতা সহ ১২টি কাব্যগ্রন্থ আছে। ৩টি নভেলা, ২টি অনুবাদ গ্রন্থ, একটি গল্প সংকলনও। সাহিত্য আকাদেমির ট্রাভেল গ্র্যান্ট, দু'বছরের সিনিয়ার ফেলোশিপ (মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক) কৃত্তিবাস পুরস্কার, অনিতা সুনীল কুমার বাংলা আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত। সাহিত্য আকাদেমির তরফে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাইমন ফ্রেজারে কবিতা, গল্প পাঠের আমন্ত্রণ। সার্ক ফেস্টিভাল ঢাকা ও ভুবনেশ্বর, লিট ফেস্ট ঢাকা, সাহিত্য আকাদেমির তরফে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও ফেস্টিভাল অফ লেটার্সে সিমলা, ভোপাল, দিল্লি সহ লুধিয়ানা, আন্দামান, কোকরাঝাড়, গুয়াহাটিতে অংশগ্রহণ। প্রকাশিত একটি নভেলা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা স্নাতকোত্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজি অনুবাদে কবিতা নামী কয়েকটি প্রকাশনার সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে।

জীবন মশাই

জীবন তোমাকে বেকুব বানাবে বলেই
ফুলে ভরা মাঠের কাছে ঠেলে দিল,
বকুল কুড়ালে,
ভেজা শিউলির ভেতর রেখে এলে
ক্লিপ, রঙিন ফিতে, অঙ্ক খাতা,
মায়ের ডাক মিলিয়ে গেল শেষ সন্ধ্যায়,
বাবার হাত ছেড়ে চলে গেল ছাই নদীতে,
আর কোথাও কোনও আশ্বাস নেই বলে
ফালতুই বকে গেল সহযাত্রী -
আরেকটু কাছে এনে ঠেলে দিল বন্ধু,
ভোরের সবজির বদলে পেলে ধ্বস্ত টমেটো,
ঘুলঘুলির চড়াই মৃত ছানাটিকে ফেলে
উড়ে চলে গেল পড়শির বাড়ি,
জীবন তোমাকে চোখ ধাঁধিয়ে দেবে বলেই,
এক ঝুড়ি জ্যান্ত কমলার বদলে
কমলা লজেন্স পাঠিয়ে দিল।

কবিতা

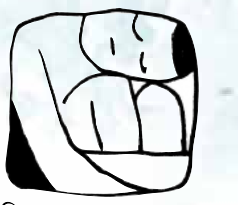

পূর্বপুরুষ

সুশীল মণ্ডল

পূর্বপুরুষের পায়ের ছাপ
গায়ের গন্ধ খুঁজে পেতে
আজ আমি বেলুড় মঠে ধ্যানে বসেছি। এসেছি দক্ষিণেশ্বরেও।

আমার নিজের পূর্বপুরুষ বলতে
আমি মুক্তমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝি
যিনি ভাতকাপড়ের সঙ্গে মুণ্ডমালার মাহাত্ম্য বোঝাতেন।
আর এবড়োখেবড়ো রাস্তার খানাখন্দে খুঁজে দিতেন আলোভর্তি আকাশ।

আমার সর্বদা পতনের দিকে পলায়মান মনটাকে
লম্বা রজ্জু দিয়ে বেঁধে
রামপ্রসাদের বেড়ার কাছে নিয়ে যায়
আমি দূরে দেখতে পাই সারাক্ষণ প্রোজ্জ্বল যত মত তত পথ।

সইতে দাও

প্রাণজি বসাক

কেউ ভেসে উঠলে জেগে উঠলেই নৈঃশব্দ্য দর্শক আসন পায়
মাঠে মাঠে অক্ষর
হাওয়াবাতাসে শব্দাবলি

কালির দোয়াত রেখে জয়দেব চলেছেন প্রেমনগরী
অদ্ভুত বাক্যবন্ধে বাক্যালাপে প্রণয়সংবাদ যেন অমৃতবাণী
ভেসে উঠলে জেগে ওঠে নির্বিকল্প শব্দের ভুবনেশ্বরী

ভূলুণ্ঠিত যতসব অশব্দের কারিগর সম্মিলিত আর্তি
বেদনা ভাষাহীন... বিতৃষ্ণাও তাই
সইতে দাও প্রভু- জীবন যে অন্যরকম শব্দে ভারসাম্যহীন।

আবহমান

প্রীতিলতা চাকী নন্দী

শব্দ হোক নীরবতার ভেতর
উল্লাস জেগে থাক প্রতিবিম্বে
বেঁধে রাখা মানে
আরও জড়িয়ে পড়া
রুদ্ধ বাতাসের আগলহীনতা
এলোমেলো জীবনের প্রতিচ্ছবি

কেবল মননের গভীরতায়
সশব্দ জালের বুনন
সাংকেতিকতায় জিইয়ে রাখে
নিপাট সংসারের মায়াপথ
অদৃশ্য মোহের অপত্যস্নেহ
ছড়িয়ে যায় বেহিসাবি কালপ্রবাহে।

মায়ের আঁচল

মুহাম্মদ ইব্রাহিম

রোজ সকালে
মা পরনের ছেঁড়া আঁচল সেলাই করতেন
প্রতিটা ফোঁড়ে আহত সাপের ছোবল যন্ত্রণা
এই আঁচলই ছিল আমাদের পরম আশ্রয়।

ঘেমে নেয়ে ক্লান্ত হলে
মা পরম আদরে সেই আঁচলেই
মুছিয়ে দিতেন আমাদের মুখ, চোখ আর নাক।

আমাদের ক্ষুধার জ্বালায়
আঁচলের খুঁটেই বাঁধা থাকত মুড়ি
আমাদের বেঁচে থাকার খাদ্য,
মায়ের সারাজীবনের চেনা-অচেনা দুঃখের থলে।
আজ মায়ের কাশি হলে
তিনি মুখ আড়াল করেন
রক্তে ভরে যায় আঁচলটি,
এখন বহুবর্ণিল এই আঁচল গাজার প্রান্তর।

সেই রক্তে দেখা যায়
ফিলিস্তিনের মা-হারা শিশুদের রক্তাক্ত মুখ,
গাজার আকাশে চাঁদের নৌকায় মৃত মায়ের
স্বপ্ন জায়নামাজ পাতে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দুনিয়ায়
আমরাও এক-একটি মাতৃহীন শিশু হয়ে পড়ছি।

নির্বিকল্প

পার্থসারথি চক্রবর্তী

রোজ সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার
পথ চেয়ে থাকে অস্তগামী সূর্য।
পড়ন্ত ছটায় ধানখেতের
অপূর্ব রং উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে,
মায়ের উজ্জ্বল মুখের মতো।

মুহূর্তে ঢাকা পড়ে বলিরেখা,
চাপা পড়ে কতশত কষ্ট!
বিস্তীর্ণ ভূমিজুড়ে শুধু-
উদাত্ত আহ্বান, আলপথ ধরে
হেঁটে যায় কত অঙ্গীকার।
উঠোনে পড়ে থাকে-
কত না-পাওয়া, কত অভিমান!

তবু সব কিছু ছাপিয়ে যায়
সোনালি ধান, মায়ের আদুরে গান!

কান্না ও বিস্ময়

শ্রেয়সী সরকার

ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু নুয়ে পড়ে
আরশোলার পায়ে পায়ে শ্মশানের জীবাণু,
ফাঁকা বোতলের চারপাশে ঘুরপাক খায় সমাধির পিঁপড়ে...
নীলের চোখে তখন শ্রাবণের কুয়াশা,
একটানা বৃষ্টিতে তীর্থের ভেজা কাকের অসাড় দেহ
মোমবাতির আলোয় মায়া পুড়ছে এবার-
নয়তো মাটি তেষ্টা মেটাবে অস্থিরসে,
নাচঘর আঁধার হলে বুক চিরে বেরিয়ে আসে কান্না ও বিস্ময়...

সপ্তাহের সেরা ছবি

অপেক্ষা।। রোমানিয়ার বুখারেস্টে এক অনুষ্ঠান চত্বরে। -পিটিআই

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

কৈশোরের কেরামতি

সন্বিত গোবিন্দানি ও শৌর্য শর্মা, গুরুগ্রামের দুই কিশোর দূষণ মোকাবিলায় বর্জ্য প্লাস্টিককে দৈনন্দিন পণ্যে রূপান্তরিত করছে। প্রকল্পের নাম ‘রিফ্লেক্স’। আর তাদের এই অভিনব ভাবনাই এখন ‘সহজ শক্তি ফাউন্ডেশন’-এর পঞ্চাশজন মহিলার আয়ের উৎস। সন্বিত ও শৌর্য স্কুল পড়ুয়া। গরমের ছুটিতে তারা এই প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। প্লাস্টিকের পিভিসি ব্যানার দিয়ে যে স্টাইলিশ ল্যাপটপ কভার, টোট ব্যাগ, মানিব্যাগ ইত্যাদি তৈরি সম্ভব তা দেখিয়ে দিয়েছে দুই নাবালক।

বলিহারি আবদার

পুলিশে ফোন করে সাঁতার ও ফুটবল শেখার আবদার মাইকা ও মিচ নামে দুই ভাইয়ের। একজনের বয়স চার, অন্যজনের ছয়। তাদের বাড়ি মিশিগানের ফার্মিংটন হিলে। থানায় বসে খুদেদের আবদার শুনেছিলেন মিশেল এল-হেগ নামে এক অফিসার। ঘটনার কয়েকদিন পর ছিল মাইকার জন্মদিন। সদলবলে তাদের বাড়িতে এসে হাজির মিশেল। হাতে উপহারের ঝুলি। খুলতেই আনন্দে আত্মহারা দুই ভাই। ঝুলিতে ছিল ফুটবল, সাঁতারের জামাকাপড়, পুলিশের টুপি ও ব্যাচ। দেখা গেল, কেক আর বেলুন আনতেও ভোলেননি মাইকা ও মিচের পুলিশকাকুরা।

চর্চায় চালকল

ডিজেলচালিত চালকলে ধান ভাঙাতে গিয়ে প্রান্তিক চাষিদের কপর্দকশূন্য হওয়ার দিন শেষ। ‘সেমা অল্টো’ নামে একটি সংস্থা চাষিদের সাশ্রয়ের কথা চিন্তা করে সৌরচালিত চালকল তৈরি করেছে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ইতিমধ্যেই দেড়শোটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কলে ধান ভাঙালে আগের চেয়ে ত্রিশ শতাংশ বেশি চাল পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি। চাষিরাও বলছেন, তাঁদের আয় অনেকটাই বেড়েছে।

গন্ধ-বিচার

মস্তিষ্কে গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে বা আঘাত পেলে অনেকে ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেন। চিকিৎসকরা কড়া ডোজের ওষুধ দেন। কাজ না দিলে শেষ ভরসা জটিল অস্ত্রোপচার। এরপরও যে ঘ্রাণশক্তি পুনরুদ্ধার হবেই, নিশ্চয়তা নেই। দক্ষিণ কোরিয়ার একদল গবেষক বলছেন, অস্ত্রোপচার বা ওষুধ কোনওটাই প্রয়োজন পড়বে না। রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সমস্যা মিটবে। গবেষণাগারে কয়েকজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা সফল হয়েছেন বলে দাবি।

কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কণ্টকাকীর্ণ

মাঝে আর মাত্র ৩৭ দিন, দুর্গাষ্টমীর দিন ভারতের মাটিতে বোধন হতে চলেছে ২০২৫ মহিলা বিশ্বকাপের। এই বিশ্বকাপে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে হরমন-স্মৃতি-রিচাদের দিকে। কিন্তু শুরু থেকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের যাত্রাপথটা ঠিক কেমন? নির্বাচিত ভারতীয় দলের শক্তি ও দুর্বলতা কোন জায়গায়? এই সমস্ত কিছু আজ থেকে ধারাবাহিকভাবে 'খেলতে খেলতে'-র পাতায় তূণীরের কলমে।

লক্ষ্য বিশ্বকাপ- প্রথম পর্ব

২৩ জুলাই ২০১৭, লর্ডসের ময়দান। বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-ইংল্যান্ড। ২২৯ রান তাড়া করতে নেমে একসময় জেতার জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল ৪৩ বলে ৩৮ রানের, হাতে সাতটি উইকেট। ক্রিজে পুনম রাউত এবং বেদা কৃষ্ণমূর্তি। সামনে প্রথমবার বিশ্বজয়ের হাতছানি। হঠাৎই অ্যানা শ্রাবসোলের বলে ৮৬ রানে আউট হলেন পুনম। এরপর স্নায়ুর চাপ সামলাতে ব্যর্থ ভারতের ব্যাটিং অর্ডার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল, নয় রানে পরাজিত হল ভারত।

সেদিন হেরে গেলেও ভারতীয় কন্যারা কিন্তু দেশবাসীর হৃদয় জিততে পেরেছিলেন। সেই প্রথম দেশবাসী বিশ্বাস করেছিল 'দঙ্গল' সিনেমার সেই বিখ্যাত সংলাপে- 'হামারি ছোড়িয়া ছোড়ো সে কাম হ্যা কে'। এরপর ক্রিকেট অনুরাগীদের আশা বাড়ল, সকলে ভাবলেন ভারতের মহিলা ক্রিকেটের রেখাচিত্র এখান থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখীই হবে। ২০২০ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে ভারতের কন্যারা সেই আশার পালে আরও দখিনা বাতাস এনে দিলেন। যদিও ভারত সেবার মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পর্যুদস্ত হয়। তারপর বিগত পাঁচ বছরে দুনিয়াজুড়ে মহিলা ক্রিকেটে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ভারতেও ডব্লিউপিএলের সূচনা হয়েছে। এখন ম্যাচ প্রতি পুরুষদের সমান বেতন পাচ্ছেন স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীত কৌররা। কিন্তু বিশ্বকাপ আজও অধরা। ২০২০ পরবর্তী একদিন কিংবা টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় কন্যাদের প্রদর্শনী প্রত্যাশামাফিক হয়নি। এই অবস্থায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ত্রয়োদশ একদিনের বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়বে। ঘরের মাঠে অধরা খেতাবের আশায় আরেকবার নামবেন হরমনপ্রীত বাহিনী। বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একটা সিরিজ কেবল বাকি। এই মুহূর্তে ঠিক কতটা প্রস্তুত ভারতের কন্যারা?

সমকালকে বিশ্লেষণের পূর্বে ভারতের মহিলা ক্রিকেটের বিবর্তন বুঝতে ২০১৭ বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে একযুগ পিছিয়ে যেতে হবে। ২০০৫ সালে বিশ্বকাপের আসর বসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। তরুণী অধিনায়ক মিতালি রাজের নেতৃত্বে ফাইনালে উঠে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দেয় ভারত। যদিও একতরফা ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত অসহায় আত্মসমর্পণ করে। এই বিশ্বকাপের পর মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আমূল বদলে যায়। 'ইন্টারন্যাশানাল উইমেন্স ক্রিকেট কাউন্সিল'-এর থেকে আইসিসি মহিলা ক্রিকেটের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সময়ের দাবি মেনে ২০০৭ সালে 'উইমেন্স ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'-র থেকে মহিলা ক্রিকেট সরাসরি বিসিসিআই-এর নিয়ন্ত্রণে আসে। সেইসময় বিসিসিআই-এর ছত্রছায়ায় মহিলা ক্রিকেটের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ফল হল বিপরীত। এইসময়ে এন. শ্রীনিবাসনের মতো গোঁড়া রক্ষণশীল কর্তাদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে বিসিসিআই-এর অলিন্দে। যাঁরা মনে করতেন, মেয়েদের খেলাধুলার প্রয়োজন নেই। ফলে মিতালিদের আন্তর্জাতিক ম্যাচের সংখ্যা কমতে থাকে। অনিয়মিত সূচি, ঘরোয়া টুর্নামেন্ট আয়োজনের অনীহা এবং চূড়ান্ত প্রশাসনিক অব্যবস্থার প্রভাব পড়ে ঘরোয়া ক্রিকেটেও। ভারতের মতো দেশে এমনিতেই মেয়েদের মাঠে এসে খেলার প্রবণতা কম। প্রশাসনিক অবহেলা এদেশে মহিলা ক্রিকেট প্রসারের সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ করে দেয়। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ঘরোয়া ক্রিকেটের উন্নতি করে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতের মহিলা বাহিনী পড়ে রয়েছে সেই ২০০৫ সালের আবর্তে। অথচ ভারতের পুরুষ ক্রিকেটে তখন রীতিমতো স্বর্ণযুগ।

এরপর স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসায় বিসিসিআই-এ প্রশাসনিক অচলাবস্থার শুরু হয়। অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত বিশেষ পর্যবেক্ষক দলও মহিলা ক্রিকেটের সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেয়নি। তাঁরা তখন পুরুষদের ক্রিকেটের সংকট মেটাতে ব্যস্ত। এমনকি ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতের মেয়েরা দীর্ঘ সাতবছর কোনও আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ খেলেনি। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে কোনও ক্রীড়ার সংকটে সর্বাগ্রে কোপ পড়ে মেয়েদের খেলায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ২০১৭ সালের বিশ্বকাপে ভারতীয় কন্যাদের ফলাফলের গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

(চলবে)

মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাস পুরুষদের থেকেও পুরোনো। ১৯৭৩ সালে প্রথম মহিলাদের বিশ্বকাপ আয়োজনের ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ। ১৯৭১ সালে ইংরেজ অধিনায়ক র‍্যাচেল হেহো ফ্লিন্ট মহিলা দলের জামাইকা সফরের জন্য ধনকুবের চার্লস হেওয়ার্ডের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। ঘটনাচক্রে সেই চিঠি চার্লসের পুত্র জ্যাক হেওয়ার্ডের নজরে আসে। জ্যাক মহিলা ক্রিকেটের প্রসারের মাধ্যমে আত্মপ্রচারের সম্ভাবনা দেখতে পান। অন্যদিকে ফ্লিন্ট দীর্ঘদিন মহিলাদের ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 'I love cricket, I love women, why shouldn't I sponsor women cricket? ' - ক্রিকেট ও মহিলা সম্বন্ধে জ্যাকের মনোভাব বুঝলেও ফ্লিন্ট এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। ১৯৭৩ সালে বিশ্বকাপের সূচনাকালে 'ইন্টারন্যাশানাল উইমেন্স ক্রিকেট কাউন্সিল' গঠিত হয়। জ্যাকের অর্থ ও ফ্লিন্টের পরিকল্পনায় প্রথম মহিলা বিশ্বকাপ অয়োজিত হয়।

কবে হবে 'সেন'দৃষ্টিতে 'লক্ষ্য'পূরণ?

সৃজনী ঘোষ

একজন যিনি জুনিয়ার পর্যায়ে প্রাক্তন এক নম্বর, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন ব্রোঞ্জ, জিতেছেন থমাস কাপ, প্রথমবার অংশ নিয়েই কমনওয়েলথ গেমসে পেয়েছেন সোনা, এমনকি অলিম্পিকেও পৌঁছে গিয়েছিলেন পদকের বেশ কাছে। এরকম যাঁর অর্জন তাঁর কাছে স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসীর প্রত্যাশাও থাকে গগনচুম্বী। কিন্তু অলিম্পিকের পর থেকে অচিরেই ফর্ম পড়েছে সেই লক্ষ্য সেনের। একসময়ে যিনি সবুজ কোর্টে ঝড় তুলতেন, অলিম্পিকের পর থেকে সেই তিনিই কোনও টুর্নামেন্টেই নিজের বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেননি। কিন্তু হঠাৎ কী কারণে এই 'লক্ষ্য'চ্যুতি?

গত ডিসেম্বরে সঈদ মোদি ইন্টারন্যাশানাল টুর্নামেন্ট জয়লাভ (যদিও সেখানে তিনি ছিলেন শীর্ষবাছাই এবং পুরো প্রতিযোগিতায় সেরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েননি) ছাড়া বাকি প্রতিযোগিতায় তাঁর পারফরমেন্স যথাক্রমে এরকম- ফিনল্যান্ড ওপেনে প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার পাওয়ার পর প্রি-কোয়ার্টারে বিদায়, ডেনমার্ক ওপেনে প্রথম রাউন্ড, জাপান মাস্টার্সে প্রথম রাউন্ড, চায়না মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনাল, মালয়েশিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ইন্ডিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের প্রি-কোয়ার্টার, অল ইংল্যান্ড ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম রাউন্ড, থাইল্যান্ড ওপেনের প্রথম রাউন্ড, সিঙ্গাপুর ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ইন্দোনেশিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ড, জাপান ওপেনের প্রি কোয়ার্টার, চায়না ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ম্যাকাউ ওপেনের সেমিফাইনাল।

প্রতিটি খেলোয়াড়েরই একটা নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যেমন-লিন ড্যানের ডিসেপ্টিভ ব্যাকহ্যান্ড, লি চং ওয়ের ক্রস কোর্ট স্ম্যাশ। তেমনি লক্ষ্যর রয়েছে হার্ড স্ম্যাশ, প্রতিপক্ষের কাছে যা প্রতিহত করা প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু বিগত প্রতিযোগিতাগুলোয় দেখা গিয়েছে, সেই স্ম্যাশ তার আগের গতি হারিয়েছে। ফলে অনেক সময়ে সহজ পয়েন্ট হাতছাড়া হয়েছে কেবল স্ম্যাশের কার্যকারিতার অভাবে। ব্যাডমিন্টনে খুব গুরুত্বপূর্ণ নেট প্লেয়িং। অথচ গত টুর্নামেন্টগুলোয় লক্ষ্যর সেই নেট প্লেয়িং দক্ষতাও ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর কোচ বিমল কুমারের যুক্তি, 'ড্রিবল অথবা টাম্বলের সময় শাটল ঠিকমতো স্পিন করছিল না, যা সমস্যা তৈরি করেছে এবং লিফটগুলোও ঠিকঠাক হয়নি।' জাপান ওপেনে পয়েন্ট নষ্টের মূলেই ছিল এই অদক্ষ নেট প্লে।

প্রথম সেটে জয় অথবা দ্বিতীয় সেটে প্রত্যাবর্তন করলেও প্রতিবার ডিসাইডার সেটে পরাজয়ের কারণে লক্ষ্যকে কোর্ট ছাড়তে হয়েছে একরাশ শূন্যতা নিয়ে। যাঁরা লক্ষ্যর খেলার সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের কাছে অবশ্য এই দোলাচল নতুন কিছু নয়। কিন্তু অতীতে তিনি ওই ধরনের পরিস্থিতি থেকে ম্যাচে ফিরে আসতেন, যেমন কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালেই এসেছিলেন। কিন্তু থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া অথবা সিঙ্গাপুর ওপেনে কোথাও সেটা হয়নি। অন্তিম মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার প্রবণতা, ফিটনেসের খামতি আর বুদ্ধিমত্তার অভাবে এই মরশুমের বেশিরভাগ সময়ে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় হয়েছে লক্ষ্যর।

তবু একটা ক্ষীণ আশা ছিল এবারের ম্যাকাও ওপেন ঘিরে। লক্ষ্যর কামব্যাক আর তরুণের দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স দেখে দাবায় দিব্যা এবং কোনেরুর পর আরও একটা অল ইন্ডিয়া ফাইনালের প্রত্যাশা করেছিলেন সকলে। কিন্তু দুজনেই সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ায় সেই স্বপ্নও ভঙ্গ হয়েছে। অপ্রত্যাশিত শট তৈরির অক্ষমতা, প্রতিপক্ষের গেম অ্যান্টিসিপেট করার ব্যর্থতার কারণে স্ট্রেট গেমে বিদায় নিয়েছেন লক্ষ্য। এমনকি দ্বিতীয় গেমে ১১-৫ পিছিয়ে যাওয়ার পর সেনের বেশিরভাগ পয়েন্টই এসেছে প্রতিপক্ষ ফারহানের আনফোর্সড এরর থেকে।

ভারতবর্ষে ক্রিকেট, ফুটবল ছাড়া অধিকাংশ খেলাই থেকে যায় আলোকবৃত্তের বাইরে। তবু মাঝেমাঝে এক একজন তারকার উদয় হয় যাঁরা নিজেদের খেলাকে আবার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনেন। লক্ষ্য তাঁদেরই একজন। একথা ঠিক যে এই মরশুমে এখনও তাঁকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। বারবর কাপ এবং ঠোঁটের দূরত্ব থেকে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চাই নিজস্ব চিন্তা ও তাৎক্ষণিক বুদ্ধির প্রয়োগ। কোচ বিমল কুমারের মতে 'এ ব্যাপারে ওকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না। ও নিজেও জানে ওর কী করা উচিত। ওকে সেটাই করতে হবে, কোর্টে চিন্তাভাবনার রূপান্তর ঘটিয়ে নিজেকে আরও ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আমি ওকে সবসময় বলি ও যেন নির্ভীকভাবে খেলে। ওটাই ওর অন্যতম শক্তি।'

আগামীকাল থেকে প্যারিসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসছে। প্রথম ম্যাচেই এই মরশুমে দুরন্ত ফর্মে থাকা শি য়ু কির মুখোমুখি হবেন লক্ষ্য। অতীতে তিনবার শি-র বিরুদ্ধে খেলে প্রত্যেকবার হারতে হয়েছে লক্ষ্যকে। এবার কি স্ট্রেংথ ও বুদ্ধির জোরে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন তিনি? নাকি আরও একটা টুর্নামেন্ট শেষ হবে কেবলই হতাশাকে সঙ্গী করে? সকলের চোখ থাকবে সেদিকেই।

লর্ডসে কোহলির ব্যাটিং অনুশীলন

লন্ডন, ২৩ অগাস্ট : পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছেন ব্রিটিশ রাজধানী লন্ডনে।

লন্ডনের রাস্তায় স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে বিরাট কোহলির ঘুরে বেড়ানোর ছবিও গত কয়েকদিনে বারবার ভাইরাল হয়েছে। শুধু ছুটির মেজাজে নয়, তার ফাঁকে চলছে ব্যাটিং অনুশীলনও। ১৯ অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনটি ওডিআই ম্যাচ রয়েছে ভারতের। কোহলির চোখ সেই অজি সিরিজে। তাই সুযোগ পেলেই ব্যাট নিয়ে নেমে পড়ছেন অনুশীলনে।

এবার প্রস্তুতি সারলেন ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে। অবসর জল্পনাকে আপাতত ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে জোরকদমে লর্ডসের ইন্ডোর নেটে ব্যাটিং প্রস্তুতি সারলেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক নেট সেশন। পেসার ও স্পিনারদের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে ব্যাটিং ঝালিয়ে নেন কিং কোহলি। রক্ষণের পাশাপাশি আক্রমণাত্মক মেজাজকেও পরখ করে নিলেন। নেটে বাহারি শটের ফুলঝুরি। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে হাতে লম্বা সময়। অথচ বিরাট অনুশীলনে সারাক্ষণ যে রকম তাগিদ দেখালেন, উপস্থিত সকলে অবাক।

কয়েকদিন আগে গুজরাট টাইটান্সের সহকারী কোচ নঈম আমিনের লন্ডনস্থিত ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও অনুশীলন সারেন বিরাট। সেই ছবি পোস্টও করেন। অভিনন্দন জানান অনুশীলনে সাহায্য করার জন্য। এবার ব্যাটিং প্র্যাকটিস খোদ লর্ডসে। ইঙ্গিত পরিষ্কার, এখনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জানানোর মেজাজে নেই। সরছেন না ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলে অবসরের ভাবনা থেকে।

এদিকে বিরাট, রোহিত শর্মার অবসর, ফেয়ারওয়েল সিরিজ নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। এক পডকাস্ট শোয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ২০১৩-য় শচীন তেন্ডুলকারের জন্য বিশেষ ফেয়ারওয়েল সিরিজের ব্যবস্থা করেছিল বোর্ড। বিরাটদের জন্যও কি সেই রকম কোনও ভাবনাচিন্তা রয়েছে?

জবাবে রাজীব শুক্লা বলেছেন, 'বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এখনও ওডিআইয়ে খেলছে। আর যখন ওরা খেলছে, তখন ফেয়ারওয়েলের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? দুইটি ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছে ওরা। কিন্তু ওডিআইয়ে খেলছে। এখনই এত কিছু ভাবার প্রয়োজন আছে কি? বিসিসিআইয়ের পলিসি পরিষ্কার, কোনও ক্রিকেটারকে অবসর নিত বলব না আমরা। সিদ্ধান্তটা একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের। আমরা যার প্রতি সবসময় সম্মান জানাব। বিরাট এই মুহূর্তে দুর্দান্ত ফিট। রোহিতও ভালো খেলছে। কেনই বা ওদের ফেয়ারওয়েল নিয়ে চিন্তা করছেন?'

চোখ অস্ট্রেলিয়া সফরে

গত আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ট্রফি দেওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তবে এখনই আইপিএল থেকে ছুটি নিচ্ছেন না কোহলি। টিম সতীর্থদের কাছে তা নাকি পরিষ্কারভাবে জানিয়েও দিয়েছেন। বিরাটকে নিয়ে সেই দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের ব্যাটার স্বস্তিক চিকারা। তিনি বলেছেন, 'বিরাটভাইয়ের কথায়, যতদিন ফিট থাকবেন, ততদিন খেলবেন। তবে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নয়। কুড়ি ওভার ফিল্ডিং করবেন এবং তারপর ব্যাটিং- কোনও শর্টকাট নয়। যেদিন ইমপ্যাক্ট হিসেবে খেলার পরিস্থিতি তৈরি হবে, সেদিনই ক্রিকেট ছেড়ে দেবেন।'

অনুশীলন সেরে ফেরার পথে ভক্তের সঙ্গে বিরাট কোহলি। লন্ডনে।

ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে আলাদিন আজারেই। ছবি : ডি মণ্ডল

আলাদিন ম্যাজিকে ভ্যানিশ ডায়মন্ড

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-৬
(আশির, পার্থিব, থোই, জাইরো, আন্দ্রে ও আলাদিন-পেনাল্টি)
ডায়মন্ড হারবার এফসি- ১ (লুকা)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : প্রথম গোলের পরও গুরুগম্ভীর মুখটাই বদলে গেল পার্থিব গগোইয়ের দুরন্ত বাঁ পায়ের শট দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে গোলে ঢোকার পর। আর তারপর তো তাঁর দল গোলের সুনামি বইয়ে দিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

ফের ডুরান্ড নর্থইস্টের

নিজের ব্যস্ত শুটিং শিডিউল সামলে ক্লাব কর্ণধার আসবেন কী আসবেন না, জানা ছিল না কারও। কিন্তু যাবতীয় কাজ সামলে আসা জন আব্রাহামকে রীতিমতো উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে এদিন ৬-১ গোলে জিতে ফের ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-ই। এর আগে মোহনবাগানকে ২০০৯ সালে চার্চিল ব্রাদার্স ফাইনালে ৫-১ গোলে হারানোর পর ডায়মন্ড হারবারই প্রথম এত বড় ব্যবধানে ডুরান্ড ফাইনালে হারল। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়েই দ্বিতীয় গোল করে পার্থিব মুখে হাসি ফোটালেন জনের মুখে। তাঁর একা বল টেনে নিয়ে গিয়ে বক্সের মাথা থেকে নেওয়া শট মির্শাদ মিচুকে দাঁড় করিয়ে গোলে ঢোকে। তিন নম্বর গোলটা যাকে ক্রিকেটের ভাষায় কপিবুক বলে, তাই। আলাদিন আজারেইয়ের মাইনাস ধরে পিছন থেকে উঠে আসা থোই সিং সুন্দর প্লেসিংয়ে ৩-০ করেন। টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠে বক্সের অতিথিদের সঙ্গে হাসিমুখে হাত মেলাচ্ছেন জন। অথচ এই হাসিটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাসবেন বলে ভাবা হয়েছিল। হল না কারণ, অভিজ্ঞতা, তারুণ্য ও শক্তির বিচারে নর্থইস্টের এগিয়ে থাকা।

বল পজেশন থেকে আক্রমণ, সবেতেই এগিয়ে থাকা ডায়মন্ড হারবারের ভবিতব্য যে এই রকম হবে, ম্যাচের শুরু দেখে তা বোঝা যায়নি। পল রামফাংজুয়াভার শট, জবি জাস্টিনের হেড, সবই একে একে গোলে ঢোকার পরিবর্তে গুরমিত সিংয়ের বিশ্বস্ত হাতে জমা পড়াই হয়তো অশনিসংকেত ছিল। ৩০ মিনিটেই এগিয়ে যায় নর্থইস্ট। ম্যানুয়েল নুনেজের কর্নার থেকে মুথু মায়াকাননের শট মির্শাদের বুকে লেগে বেরিয়ে এলে সামনে থাকা আশির আখতার গোলে ঠেলে দিতে ভুল করেননি। শুরু থেকেই আলাদিনকে বোতলবন্দি করে ফেলার চেষ্টা দেখেই তিনি নিজের খেলার স্টাইল বদলে গোলের বল বাড়ানো শুরু করেন। তিনটি গোল হল তাঁর অ্যাসিস্টে এবং একটা নিজে করলেন। আলাদিনেই মাত ডায়মন্ড। ৮১ মিনিটে চার নম্বর গোলের সময় মাঝমাঠ থেকে পাওয়া থ্রু জাইরো বুস্তারা থামিয়ে ঘুরে যখন শট নিলেন তখন ডায়মন্ড ডিফেন্স দর্শকের ভূমিকায়। ৮৬ মিনিটে পাঁচ নম্বর গোল করলেন আন্দ্রেস রডরিগেজ। এই বলও আলাদিনেরই বাড়ানো। এত বল বাড়িয়ে তিনি নিজে গোল পাবেন না, এটাও কি হয়? তাঁকে বক্সের মধ্যে ফেলে দিলে পেনাল্টি দেন রেফারি ভেঙ্কটেশ আর। পেনাল্টি থেকে কফিনে শেষ পেরেক পোঁতার কাজটা করলেন আলাদিনই। ৬৮ মিনিটে লুকা মাজসেনের করা গোলটা সান্ত্বনা।

বহু দলই আবির্ভাবে ডুরান্ড কাপ জিতেছে। কিন্তু বাংলা থেকে ইউনাইটেড স্পোর্টসের করা কৃতিত্ব ছোঁয়া হল না ডায়মন্ড হারবারের।

নর্থইস্ট : গুরমিত, সামতে, জাবাকো, আশির, রিদিম, পার্থিব (ম্যাকার্টন), অ্যান্ডি, মায়া, থোই (জিথিন), আলাদিন ও ম্যানুয়েল (জাইরো)।

ডায়মন্ড হারবার : মির্শাদ, অজিতকুমার (মিরান্ডা), মিকেল, সাইরুয়াত, রবিলাল, জবি (থারপুইয়া), স্যামুয়েল (নরহরি), পল, লালিয়ানসাঙ্গা, গিরিক (নরেশ) ও লুকা।

চ্যাম্পিয়ন
নর্থইস্ট ইউনাইটেড (ডুরান্ড কাপ, সিমলা কাপ ও প্রেসিডেন্টস কাপ)
রানার্স আপ
ডায়মন্ড হারবার
গোল্ডেন বল-গোল্ডেন বুট
আলাদিন আজারেই (৮ গোল)
গোল্ডেন গ্লাভস
গুরমিত সিং

দলের সাফল্যেই তৃপ্তি আলাদিনের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : আলাদিন আজারেইয়ের জাদুতে ধরাশায়ী ডায়মন্ড হারবার এফসি। শেষ বেলায় নিজে একটা মাত্র গোল করলেন। তার আগে তিনটি গোলে অবদান রেখে ম্যাচের রং বদলে দিলেন তিনিই। বলা চলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড কাপ জয়ের নায়ক আলাদিনই। ম্যাচ শেষে অকপটে সেই কথা স্বীকার করে নিলেন ডায়মন্ড হারবার এফসি কোচ কিবু ভিকুনাও।

গত আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। এক মরশুমেই ২৩ গোল করে সারা ফেলে দিয়েছিলেন। এবারও শুরুটা দারুণ হল। এই ডুরান্ডে সবমিলিয়ে তাঁর গোলের সংখ্যা ৮। অ্যাসিস্ট ৫টা। একইসঙ্গে গোল্ডেন বুট ও গোল্ডেন বল জেতার পরও মাটিতে পা রাখছেন আলাদিন। ম্যাচ শেষে মরক্কান তারকাকে দেখা গেল যুবভারতীর মাঠে বসেই পরিবারের সঙ্গে ভিডিও কলে আনন্দ ভাগ করে নিতে। তারমাঝেই আলাদিন বললেন, 'টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড জয় দারুণ অনুভূতি। এমন মুহূর্ত উপভোগ করার সুযোগ একেবারেই হাতছাড়া করতে চাই না।'

উচ্ছ্বসিত জন আব্রাহাম

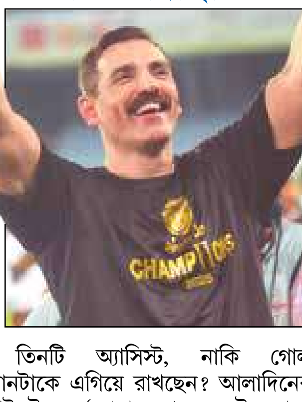

তিনটি অ্যাসিস্ট, নাকি গোল কোনটাকে এগিয়ে রাখছেন? আলাদিনের স্পষ্ট উত্তর, 'আমার কাছে সবই সমান। দলের জয়ে অবদান রাখতে পারাটাই আমার কাছে সবকিছু।' এই সাফল্য পরিবার ও নর্থইস্ট সমর্থকদের উৎসর্গ করছেন আলাদিন। ডুরান্ড জয় তো হল, এরপর? লক্ষ্য কী? আলাদিন আইএসএল নিয়ে আশাবাদী। বললেন, 'আইএসএল নিয়ে ভালো খবরের অপেক্ষায় আছি। এবার দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়।'

চ্যাম্পিয়ন হয়ে কলকাতা নিয়ে নস্টালজিক বেনালি

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : তখন সাংবাদিক সম্মেলন চলছে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি ও অধিনায়ক মিগুয়েল জাবাকো উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় পিছন থেকে জল এনে কোচ ও অধিনায়কের মাথায় ঢেলে দিলেন বাকি ফুটবলাররা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মিডিয়া রুমেই চলল আরও একদফা সেলিব্রেশন।

রক্ষণকে দূষছেন কিবু

কলকাতার মাটিতে পরপর দুইবার ডুরান্ড কাপ জয়। দুইবারই বাংলার দলকে হারিয়ে। উচ্ছ্বসিত নর্থইস্ট কোচ বলেছেন, 'কলকাতা আমার খুব পছন্দের জায়গা। এখানে আমাদের ডুরান্ডে ৯০ মিনিট খেলে কেউ হারাতে পারেনি। কেবল একবার ইস্টবেঙ্গলের কাছে টাইব্রেকারে হেরেছি। চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে ভালো লাগছে।'

৬-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে জিতেও ডায়মন্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বেনালি। বলেছেন, 'ম্যাচের রেজাল্ট বলে দিচ্ছে দুই দলের মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে। ম্যাচের রেজাল্ট ৩-১ হলে ভালো হত। তবে ডায়মন্ড হারবার দারুণ লড়াই করেছে। ওদের কোচও দুর্দান্ত। আশা করছি ডায়মন্ডকে আইএসএলে দেখতে পাব।'

এদিকে, ডুরান্ড ফাইনালে বিধ্বস্ত হলেও দলের সামগ্রিক পারফরমেন্সে খুশি কিবু ভিকুনা। বলেছেন, 'রক্ষণের ভুলেই এই রেজাল্ট। তবে ডুরান্ড অভিষেকেই রানার্স হওয়াটাও কম কৃতিত্বের নয়। হারলেও এদিন কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের থেকে ভালো খেলেছি। আগামীদিনে রক্ষণের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে হবে।'

ফাইনালে ৬ গোল হজমে হতাশ ডায়মন্ড হারবার এফসি-র জবি জাস্টিনরা। ছবি : ডি মণ্ডল

অসুস্থ, দলীপে নেই শুভমান

চণ্ডীগড়, ২৩ অগাস্ট : তিনি অসুস্থ। তাঁর ভাইরাল জ্বর হয়েছে। আপাতত তিনি চণ্ডীগড়ের বাড়িতে বিশ্রামে। চিকিৎসকরা ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমান গিলকে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, অন্তত দিন দশেক বিশ্রামে থাকতে হবে তাঁকে। সর্বভারতীয় এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে আজ এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, ২৮ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফিতে নেই শুভমান। দলীপে উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক ছিলেন শুভমান। আজ তাঁর অসুস্থতার খবর সামনে আসার পর শুভমানের পরিবর্ত হিসেবে উত্তরাঞ্চল স্কোয়াডে শুভম রোহিল্লার নাম ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন একটাই, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপে কি খেলতে পারবেন শুভমান?

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ রাতের দিকে ইঙ্গিত মিলেছে, শুভমানের এশিয়া কাপ খেলতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আপাতত তাঁকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি নেওয়া হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার চিকিৎসক, ফিজিওরাও শুভমানের শরীরের অবস্থার দিকে নজর রাখছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এশিয়া কাপে শুভমানের প্রত্যাবর্তনের খবর সামনে আসার দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়েছেন। অনেকেই দুটো বিষয়ের মধ্যে মিল খুঁজতে চাইছেন। যদিও সেই সব বিষয়কে পাত্তা দিচ্ছে না বিসিসিআই ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

বিলেত সফরে প্রথমবার ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েই চমকে দিয়েছেন শুভমান। ব্যাট হাতে ৭৫৪ রান করার পাশে টিম ইন্ডিয়াকে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফিতে দারুণভাবে নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডের মাটিতে সাফল্যের পুরস্কার হিসেবেই এক বছর পর টি২০ স্কোয়াডে ফিরেছেন শুভমান। শুধু এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ফেরাই নয়, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে চাপে ফেলে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডের সহ অধিনায়কও হয়েছেন তিনি। এহেন শুভমানের আচমকা অসুস্থতার খবর নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটমহলে হইচই ফেলে দিয়েছে।

শেষপর্যন্ত কবে সুস্থ হয়ে শুভমান বাইশ গজে ফিরতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

মোলিনার কোচিংয়ে খেলতেই বাগানে মেহতাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়। সঙ্গে ডার্বি হার। এই দুইয়ের ধাক্কায় দলের শক্তি বাড়াতে নেমে পড়লেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কর্তারা। প্রত্যাশামতোই সবুজ-মেরুন জার্সি পরতে চলেছেন মেহতাব সিং।

দিনকয়েক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল, অবশেষে মুম্বই সিটি এফসি থেকে মোহনবাগানে আসতে রাজি হয়েছেন মেহতাব। তাঁর চাহিদা অনুযায়ী ট্রান্সফার ফিস সহ মুম্বই সিটির সঙ্গে বাকি বিষয়েও ঐক্যমত হতেই এই ডিফেন্ডারের সঙ্গে চুক্তি হয়ে যায় গত মরশুমের আইএসএল লিগ-শিল্ড ও কাপ জয়ী দলের। এদিন সরকারিভাবে ক্লাবের তরফে মেহতাবের যোগদানের কথা ঘোষণা করা হয়। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর ক্লাবের সামাজিক মাধ্যমে মেহতাব বলেছেন, 'ভারতবর্ষের সব ফুটবলারের স্বপ্ন মোহনবাগানে খেলা। আমারও ছিল। কলকাতার অন্য একটি ক্লাবের থেকেও আমার কাছে প্রস্তাব ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, (হোসে ফ্রান্সিসকো) মোলিনার দল আমার কেরিয়ারের জন্য ভালো হবে এবং আমাকে অনেক বেশি পরিচিতি দেবে।' নাম না করে বলাই বাহুল্য যে, কলকাতার অন্য ক্লাব বলতে তিনি ইস্টবেঙ্গল এফসি-র কথাই বুঝিয়েছেন। এদিন মুম্বই সিটির তরফ থেকেও সামাজিক মাধ্যমে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানানো হয়ে তাদের এই প্রাক্তনীকে।

মুম্বই সিটি এফসি থেকে মেহতাব সিং এলেন মোহনবাগানে।

মরশুমের শুরু থেকেই এবার মোহনবাগানের চেষ্টা ছিল মেহতাবকে নেওয়ার। রাইট ব্যাক ও সেন্টার ব্যাক, দুই পজিশনেই খেলতে পারেন এই পাঞ্জাবি ডিফেন্ডার। আক্রমণে বিদেশি বাড়াতে গেলে তাঁর মতো একজনকে যেমন স্টপার পজিশনে প্রয়োজন, তেমনি আবার ডানদিকে বহুদিন ধরেই আহামরি কিছু খেলছেন না আশিস রাই। তাই তাঁর পরিবর্ত হিসাবেও মেহতাবকে মাথায় রাখা হচ্ছে। মেহতাবের যোগদানের পর আশা করা হচ্ছে, দলের ষষ্ঠ বিদেশি হিসাবে দ্রুতই কলকাতায় নিয়ে আসা হবে রবসন রোবিনহোকেও।

ডেভেলপমেন্টে চোখ সবুজ-মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : এবার কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সে খেলা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জন্য অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন।

আজ কলকাতা লিগে
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম বেহালা এসএস ক্লাব
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম

রবিবার ঘরোয়া লিগে বেহালা এসএস ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে সবুজ-মেরুন। বিএসএস এই মুহূর্তে ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে পয়েন্ট টেবিলে ৮ নম্বরে রয়েছে। ৭ ম্যাচ খেলে ১১ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান ছয় নম্বরে। মাঝে মেসারার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খেলতে পারলে এখনও সুপার সিক্সের দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে থাকত দল। মাঠে নামার আগে এই ভেবে মনে মনে আক্ষেপ করতেই পারেন মোহনবাগান রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজো।

যদিও মাঠে নামার আগে ডেগির মুখে একেবারে অন্য কথা। জানিয়ে দিলেন, সুপার সিক্স নিয়ে ভাবছেন না। বরং বললেন, 'আমাদের জন্য কলকাতা লিগ তরুণ ফুটবলার তুলে আনার মঞ্চ। তবে জয়ের মানসিকতা নিয়েই খেলব।'

সুপার সিক্সের অঙ্ক কঠিন

প্রায় ২৪ দিন পর সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে আটকে গিয়েছিল ডেগির মোহনবাগান। তবে বিএসএস-কে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফেরার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী সবুজ-মেরুন রিজার্ভ দলের কোচ।

উঠে যাওয়ার আগে হ্যাটট্রিক করার জন্য হ্যারি কেনকে অভিনন্দন সতীর্থের।

শুরুতেই হ্যাটট্রিক কেনের

মিউনিখ, ২৩ অগাস্ট : উদ্বোধনী ম্যাচেই বড় জয়। বুন্দেশলিগার প্রথম ম্যাচেই আরবি লিপজিগকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। দুরন্ত হ্যাটট্রিক ইংলিশ তারকা হ্যারি কেনের।

ম্যাচের ২৭ মিনিটে বাভারিয়ানদের হয়ে গোলের খাতা খোলেন মিচেল ওলিসে। ৩২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লুইস দিয়াজ। ৪২ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান ওলিসে।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটের পর থেকেই 'হ্যারি কেন' ঝড়। ৬৪ মিনিটে প্রথম গোল ইংল্যান্ড অধিনায়কের। ৭৪ ও ৭৭ মিনিটে আরও দুইটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। ম্যাচের পর কেন বলেছেন, 'বিরতিতে আমরা ৩-০ ফলে এগিয়ে ছিলাম। তখন আমার মনে হল, এবার স্কোরশিটে নাম তুলতে হবে।'

ছাঁটাই টিম ইন্ডিয়ার ফিজিও

ক্রীড়া বিল মেনে বোর্ডের এজিএম চায় ক্রীড়ামন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ভারতীয় ক্রিকেটে এখন ঘটনার ঘনঘটা!

লোকসভা, রাজ্যসভায় ইতিমধ্যেই পাশ হয়ে গিয়েছে ক্রীড়া বিল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও সেই বিলে ইতিমধ্যেই স্বাক্ষর করেছেন। ফলে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিল এখন দেশের আইন।

কিন্তু কবে, কীভাবে এই আইন কার্যকর হবে, স্পষ্ট নয় এখনও। ক্রীড়া বিল সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে। কারণ, ক্রীড়া বিল এসে যাওয়ার পর সেই বিল অনুসরণ করে, নাকি আগের লোধা সুপারিশ অনুয়ায়ী বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা হবে, এখনও জানা নেই কারও। ছবিটা ঠিক কবে স্পষ্ট হবে, তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। তার মধ্যেই আজ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে বিসিসিআই-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা চাইছেন ক্রীড়া বিল মেনেই হোক এজিএম। আজ এমন নির্দেশ আসার পর বিসিসিআই শীর্ষ কর্তাদের অস্বস্তি বেড়েছে।

২৯ অথবা ৩০ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে বোর্ডের এজিএম হওয়ার কথা ছিল। তার আগে ২২ সেপ্টেম্বর রয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। এমন অবস্থায় আজ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নির্দেশিকা এসে যাওয়ার পর মনে করা হচ্ছে, বোর্ড ও দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা পিছিয়ে যেতে চলেছে। কিন্তু কতদিনের জন্য পিছিয়ে যাবে এজিএম? জবাব নেই কোথাও। বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, অন্তত তিন থেকে চার মাসের জন্য এজিএম পিছিয়ে যেতে পারে। তেমন হলে আপাতত বোর্ড ও রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার পদাধিকারীরাই তাঁদের দায়িত্ব সামলাবেন। আচমকা কেন বোর্ড রাজনীতির পরিস্থিতির এমন ভোল বদল? জানা গিয়েছে, ক্রীড়া বিলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক চাইছে, ক্রীড়া বিল মেনেই হোক বোর্ডের এজিএম। বাস্তবে এমনটা হলে বোর্ড রাজনীতির পাশে দেশের নানা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার সমীকরণ ও অঙ্কও বদলে যাবে। বোর্ডে যেমন সভাপতি পদে রজার বিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, ঠিক তেমনই বাংলা ক্রিকেট সংস্থার এজিএমের অঙ্কও বদলে যাবে।

নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত কী হয়, কবে বোর্ডের এজিএম হয়, সেটাই দেখার। এদিকে, আজ টিম ইন্ডিয়ার দীর্ঘদিনের ফিজিও রাজীব কুমারকে ছাঁটাই করল বোর্ড। ইংল্যান্ড সিরিজের পরই তাঁর চুক্তি শেষ হয়েছিল। সেই চুক্তি আর নবীকরণ হচ্ছে না, রাজীবকে জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই।

খেতাব ইয়ংয়ের

চ্যাংরাবান্ধা, ২৩ অগাস্ট : পানিশালা যুব কমিটির একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল অঞ্চল অফিস ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড স্পোর্টিং ক্লাব। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে চ্যাংরাবান্ধা একাদশকে হারিয়েছে। পানিশালা ফুটবল ময়দানে একমাত্র গোল করেন ম্যাচের সেরা মিলন হোসেন। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার ইয়ংয়ের শুভ ইসলাম।

দাবায় সেরা দয়িতা, তন্ময়

কোচবিহার, ২৩ অগাস্ট : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের দাবায় চ্যাম্পিয়ন হল জেনকিন্স স্কুলের তন্ময় পাল। শনিবার দিনহাটার পাইওনিয়ার ক্লাব ও গোধুলিবাজার ব্রাদার্স কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনে আয়োজিত আসরে রানার্স হয়েছে রামভোলা হাইস্কুলের সৌম্যদীপ সাহা। মেয়েদের বিভাগে মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের দয়িতা ঘোষ চ্যাম্পিয়ন হয়। সুনীতি অ্যাকাডেমির জয়শ্রী সরকার রানার্স হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে সেন্ট মেরি স্কুলের অর্ক বণিক চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্স জেনকিন্সের অহন মণ্ডল।

অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের ব্যাডমিন্টনে টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুলের অরেষ বসু চ্যাম্পিয়ন হয়। টেকনোর পুষ্পল চট্টোপাধ্যায় রানার্স হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে সোনিদেবী জৈন হাইস্কুলের নবজিৎ পোদ্দার চ্যাম্পিয়ন হয়। টেকনোর বেদাজ্ঞ চট্টোপাধ্যায় রানার্স হয়েছে। মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের নন্দিনী পাল। দিনহাটা গার্লস হাইস্কুলের অতীশ সরখেল রানার্স হয়েছে।

সেরা দিনহাটা থানা

দিনহাটা, ২৩ অগাস্ট : কৃষিমেলা যুব ফার্মার্স ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দিনহাটা থানা। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে ডলফিন ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। ফাইনালের সেরা দিচেন লামা। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার সূর্য বর্মন। সেরা গোলরক্ষক চয়ন তজু।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ স্নেহের **দেবারতি**, তোমার নবম শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ।
- বাবা, মা, ঠাকুমা, রাইমা, মানা মানি ও বাবিন। প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল। ছবি : জয়দেব দাস

বিনামোহিতের ক্রীড়ায় পুরস্কার দিলেন অ্যালভিটো

কোচবিহার, ২৩ অগাস্ট : বিনামোহিত মেমোরিয়াল স্কুলের চতুর্থ বর্ষ আন্তঃ বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছেলেদের ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল। শনিবার ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যামন্দিরকে হারিয়েছে। বিনামোহিতের মাঠে সেরা ডিফেন্ডার দীপ সূত্রধর জোড়া গোল করে। বাকি গোলটি ফাইনালের সেরা হাফিজুল মিয়াঁর। মেয়েদের ৩ দলীয় কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাবুরহাট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। ফাইনালে তারা জয় পায় আয়োজকদের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার সেরা ও সেরা রাইডার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নেহা শর্মা। সেরা ডিফেন্ডার বিনামোহিতের রোশনা পারভিন। পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার অ্যালভিটো ডি কুনহা, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নীনা রায়, চেয়ারম্যান সুব্রত ধর প্রমুখ।

হকিতে রাজ্য সেরা হওয়ার পর কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়।

রাজ্য চ্যাম্পিয়ন কুশিয়ারবাড়ি

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৩ অগাস্ট : রাজ্য জুনিয়ার নেহরু হকি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর হাইস্কুলকে। একমাত্র গোল করে ফাইনালের সেরা হয়েছে ভাস্কর বর্মন। কলকাতার সল্টলেকের সাই কমপ্লেক্সে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিণডাঙ্গা হাইস্কুল, নদিয়ার ডন বসকো হাইস্কুল ও সেমিফাইনালে পশ্চিম মেদিনীপুরকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে কুশিয়ারবাড়ি। দলের সঙ্গে থাকা প্রশিক্ষক তথা কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাস জানিয়েছেন, অক্টোবরে নয়াদিল্লিতে জাতীয় নেহরু প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে কুশিয়ারবাড়ি।

Tender Notice

Pradhan, Gopalpur GP has invited e-Tender vide NIT No. ET/03/GGP/2025-26, (3rd Call, Call) Sl-01 to 04, Dated 20.08.2025. Bid submission last on 26/08/2025 upto 5:00 P.M. Details are available on **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Gopalpur GP, Mathabhanga-I Block

তাইকোন্ডোতে কোচবিহারের ১২

কোচবিহার, ২৩ অগাস্ট : রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের তাইকোন্ডোতে কোচবিহারের ১২ জন অংশ নেবে। রবিবার থেকে কলকাতায় অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে নামবে সান্নিধ্য দেবনাথ, অপু বর্মন, বিবেক বর্মন, স্বজন সরকার ও পানকুরি দত্ত। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে আয়ুষ রায়, সুদীপ্ত সরকার, রাহুল বর্মন, ওমপ্রকাশ রায় খেলবে। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে খেলবে অভিজিৎ দাস, হিমাদ্রী দাস ও মৌসুমি রায়। কোচের দায়িত্বে বিশু রায়। প্রতিযোগিতাটি মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে।